জয় গোস্বামী

কবিতাসংগ্রহ

১

কবিতাসংগ্রহ

জয় গোস্বামী

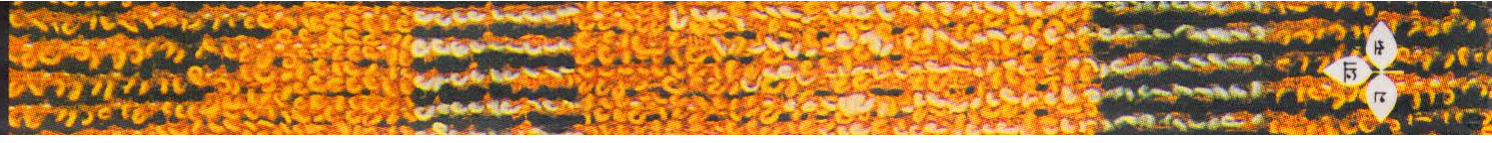

জয় গোস্বামী বিশ্বাস করেন, একজন কবি যে কবিতা রচনা করেন, তা নেহাত লেখালেখা খেলা নয়। কবিতা তাঁর মাথা তোলবার, বেঁচে ওঠবার, ভালবাসবার অনন্য অবলম্বন। তিনি মানেন, স্বপ্নের মতো কবিতাতেও সমস্তই সম্ভব। তবু, কবিতার জগৎ শুধু স্বপ্নেরই জগৎ নয়। কবিতা কবির ব্যাপ্ত, বিশাল আত্মজীবনী। এক একটি কবিতা আত্মজীবনীর এক একটি পৃষ্ঠা। কবিতা সংগ্রহের এই তৃতীয় খণ্ডে ধরা রইল জয় গোস্বামীর সেই আত্মজীবনীরই একটি গুরুত্বপূর্ণ সৃষ্টিপর্ব।

প্রায় ধারাবাহিকভাবে জয় তাঁর পাঠকদের উপহার দিয়ে চলেছেন একের পর এক অভিনব কাব্যগ্রন্থ। অবচেতনের কাছে নিজেকে সমর্পণ করে একই কবিতা একাধিকবার লেখা নয়, প্রতিটি গ্রন্থেই তিনি স্বতন্ত্র জয়। বিষয়ে, ভঙ্গিতে, শব্দে, নৈঃশব্দ্যে, ছন্দে, ছন্দোহীনতায়।

এই খণ্ডে সন্নিবেশিত হয়েছে পাঁচটি কাব্যগ্রন্থ। এখানে আছে 'পাতার পোশাক'—যে-পোশাক মুহূর্তেই খসে যেতে পারে। রয়েছে 'বিষাদ'—যেখানে সমস্ত সাফল্যের মধ্যেও 'বিষাদ নদী বয়।' আর একেবারে হাল আমলের ইতিহাস ও কালপ্রবাহের টানে সৃষ্ট 'মা নিষাদ'। একই সঙ্গে হতে পারা-না-পারার আর্তি মেশানো 'তোমাকে, আশ্চর্যময়ী'। তারপরেই ঘটল এক অভাবিত ঘটনা, 'কাব্য ভেঙে পরমাণু-ঘূর্ণি'—'সূর্য-পোড়া ছাই' কাব্যগ্রন্থ।

এই সমূহ কাব্যগ্রন্থের সঙ্গে এখানে আছে ১৯৭৯ থেকে ১৯৯৯ পর্যন্ত কুড়ি বছর সময়সীমায় রচিত বাহাত্তরটি অগ্রন্থিত এবং কিছু অপ্রকাশিত কবিতা। আছে 'সকালবেলার কবি' পুস্তিকা থেকে গৃহীত বারোটি রোদ ঝলমলে কবিতা।

সব মিলিয়ে এই কবিতাসংগ্রহ এক সৃষ্টিমগ্ন, সার্থক কবির রূপ-রূপান্তরের চলচ্ছবি।

ISBN 81-7756-088-3

জয় গোস্বামীর জন্ম ১০ নভেম্বর ১৯৫৪, কলকাতায়। পরে, ৫ বছর বয়স থেকে সপরিবারে রানাঘাটে। এবং বর্তমানে, ৩০ বছর পর, পুনরায় কলকাতাবাসী। বাবা মারা যান ৮ বছর বয়সে। মা স্কুলে পড়াতেন। মায়ের মৃত্যু ১৯৮৪।

শিক্ষা : একাদশ শ্রেণী পর্যন্ত, রানাঘাটেই। প্রথম কবিতা লেখা, ১৩ বছর বয়সে, বাড়ির পুরনো সিলিংপাখা নিয়ে। প্রথম কবিতা ছাপা হয় উনিশ বছর বয়সে, একই সঙ্গে তিনটি ছোট পত্রিকায়, সীমান্ত সাহিত্য, পদক্ষেপ ও হোমশিখা। পরবর্তী ১৫/১৬ বছর বহু লিটল ম্যাগাজিনে অজস্র লেখা ছাপা হয়েছে। দেশ পত্রিকায় লেখা ১৯৭৬ থেকে, ডাকযোগে, প্রথমে অনিয়মিত, পরে নিয়মিতভাবে। এখন, কিছুকাল হল, এই পত্রিকারই কর্মী।

প্রধানত কবি। ষোলোটি বই আছে কবিতার। কয়েকটি উপন্যাস বেরিয়েছে, অন্যান্য নানা গদ্য লেখাও।

আনন্দ পুরস্কার পেয়েছেন দুবার। ১৯৯০-তে ঘুমিয়েছ, ঝাউপাতা ? কাব্যগ্রন্থের জন্য এবং ১৯৯৮-তে যারা বৃষ্টিতে ভিজেছিল কাব্যোপন্যাসের জন্য। ১৯৯৭-এ পেয়েছেন পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি পুরস্কার, বজ্রবিদ্যুৎ-ভর্তি খাতা কাব্যগ্রন্থের জন্য।

শখ : গান শোনা, পুরনো চিঠি পড়া।

প্রচ্ছদ কৃষ্ণেন্দু চাকী

কবিতাসংগ্রহ ৩

জয় গোস্বামী

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলকাতা ৯

প্রথম সংস্করণ আগস্ট ২০০০
পঞ্চম মুদ্রণ আগস্ট ২০১০

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনও অংশেরই কোনওরূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনও যান্ত্রিক উপায়ের (গ্রাফিক, ইলেকট্রনিক বা অন্য কোনও মাধ্যম, যেমন ফোটোকপি, টেপ বা পুনরুদ্ধারের সুযোগ সংবলিত তথ্য-সঞ্চয় করে রাখার কোনও পদ্ধতি) মাধ্যমে প্রতিলিপি করা যাবে না বা কোনও ডিস্ক, টেপ, পারফোরেটেড মিডিয়া বা কোনও তথ্য সংরক্ষণের যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুনরুৎপাদন করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

ISBN 81-7756-088-3

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে সুধীরকুমার মিত্র কর্তৃক প্রকাশিত এবং
স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস প্রাইভেট লিমিটেড
৫২ রাজা রামমোহন রায় সরণি, কলকাতা ৭০০০০৯
থেকে মুদ্রিত।

KABITA SANGRAHA: Volume III
[Anthology]
by
Joy Goswami
Published by Ananda Publishers Private Limited
45, Beniatola Lane, Calcutta-700009

১৫০.০০

গ্রন্থসূচি

পাতার পোশাক ১১
বিষাদ ৮৭
মা নিষাদ ১২১
তোমাকে, আশ্চর্যময়ী ১৫৯
সূর্য-পোড়া ছাই ১৭৩
সংযোজন ২০৩

গ্রন্থ-পরিচয় ২৬১
প্রথম পঙ্‌ক্তির বর্ণানুক্রমিক সূচি ২৬৩

ঋণ স্বীকার

সন্দীপ দত্ত, লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি; শক্তি দাস রায়, আনন্দবাজার লাইব্রেরি; বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ গ্রন্থাগার; রাতুল বন্দ্যোপাধ্যায়, রূপক চক্রবর্তী, পিনাকী ঠাকুর, চিরঞ্জীব বসু, মনোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, সৌরভ মুখোপাধ্যায়, চিরঞ্জীব বসু, মনোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, সৌরভ মুখোপাধ্যায়, প্রসূন ভৌমিক, স্বাতী রায়চৌধুরী, শ্যামলী সরকার, সুতপা সেনগুপ্ত, সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈবাল মুখোপাধ্যায়, তুষার চৌধুরী, দীপেন রায়, শর্মিলা রায়, অভিজিৎ চক্রবর্তী ও শিবাশিস মুখোপাধ্যায়।

কবিতাসংগ্রহ ৩

পাতার পোশাক

সূচিপত্র

পাতার পোশাক ১৩ • তোমার না-বেরোনো কবিতার বই ২৪ • নাগালে তারকা ২৪ • আলো ২৫ • রাজপুত্র রাজকন্যা ৩৪ • শ্রাবণ মেঘের আধেক দুয়ার ৩৫ • খুদকুঁড়ো ৩৫ • কলঘরের রূপকথা ৩৬ • এক পলকের কবিতা ৩৬ • ডিঙা ৩৭ • গৃহবধূর ডায়েরি ৩৭ • পাতার পোশাকের বিরুদ্ধে ৩৮ • প্রেম চলে যাবার পর ৪০ • একটি পরিষ্কার কবিতা ৪০ • বৃষ্টিভেজা বাংলা ভাষা ৪১ • মাঠে একটা বাড়ি ৪১ • মেঘবালিকার পরিচয় ৪২ • চোর ৪৩ • কবির কারখানা ৪৩ • অস্ত্রের বিরুদ্ধে গান ৪৪ • গানপাগলা ৪৪ • আমাদের বাড়ি ৪৫ • সারাইওয়ালা ৪৬ • মানুষ ৪৬ • সেতু ৪৭ • শ্রম ৪৭ • অভিজ্ঞতা ৪৮ • সময়যাত্রী ৪৯ • একটি রূপকথা ৪৯ • রাত্রে কী কী মনে পড়েছিল ৫০ • সীমন্তে বিদ্যুৎ ৫১ • কাজ ৫২ • তট ৫২ • খেলা ৫৩ • জটা ৫৩ • খনি ৫৪ • পাঠকর্তা ৫৪ • গ্রন্থ ৫৫ • রঙ ৫৫ • কাল ৫৬ • অগ্নিকাণ্ড ৫৬ • যাত্রী ৫৭ • সংকেত ৫৮ • গ্রামে, স্তব্ধ এক উন্মাদিনী ৫৮ • মা আর উন্মাদপুত্র ৫৯ • মা-এ যেন কবিতা লেখেন ৬০ • শুভরাত্রি-লেখা মেঘ ৬১ • হাড় ৬৯ • ঘি-আগুন ৭০ • সৈকতে যে-ছদ্মবেশী ৭০ • বাইশে মাঘ ৭১ • মরুনির্দেশিকা ৭২ • সানন্দা পৃথিবী, তার নামে ৭৩ • কবি কাহিনী ৭৩ • এ গ্রন্থের পরিশিষ্ট ৮৫

পাতার পোশাক

সকলেই পাতার পোশাক
সকলেই হাতে তৈরি বাঁশি
সকলেই টুপি, লম্বা পানা—
সকলেই বলো, 'ভালবাসি।'

কিন্তু ভালোবাসা চূর্ণ হয়
ছিঁড়ে পড়ে পাতার পোশাক
ঝড়জলে ভেসে যেতে যেতে
ডুবোশৈলে ধাক্কা খেতে খেতে
দুটো চারটে বাঁশি, টুপি, পাতা

আমাদের জন্য তোলা থাক !

এক

আজ আবার আমাদের আঁকিবুকির মধ্যে এসে দাঁড়াও
নিশ্চিত করো জয়
জয়, আমাদের মাথার ওপর খাঁড়ার মতো ঝুলছে
খসে পড়া মাত্রই যাতে সাফল্যে আমরা দু-আধখানা হয়ে না-যাই
যাতে বন্ধুকে বলতে পারি তুমি এখনো বুঝি স্বপ্ন দ্যাখো
আমার মাকে
বলতে পারি আমার জড়বুদ্ধি বোনকে তোমার মনে আছে কি
যে বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়েছিল
বলতে পারি আজ রাতে আমাদের বাড়ি খেতে এসো
বাড়ি কোথায় দেখলে, বাসা, আচ্ছা বেশ, বাসায় এসে
আমার বাচ্চাদের কিচিরমিচির শুনে যেও
বাসা কোথায়, গাছের ডাল, হ্যাঁ তাহলে
ডালেই না হয় বোসো একটু, ডানা-দুটো জিরোক
দুঃখের কথা-দুটো জিরোক, অতদিনের না হওয়া
দেখা-সাক্ষাৎ জিরিয়ে নিক দুদণ্ড

উড়ে যাবার আগে একই থালা থেকে খাও আমাদের সঙ্গে
উড়ে যাবার আগে আমার বাচ্চাদের তোমার ঠোঁট দিয়ে
খাইয়ে যাও একটু, ওরা চাইছে, কাউকে
খেতে দেখলেই ওরা চায়, ছোট তো,
যাবার আগে আড়ালের ওই পক্ষীমাতাকেও বলে যাও একবার
সারাদিন পর আকাশ থেকে ফিরে
ও-ই এসব করেছে তুমি আসছো বলে
ওকে বলে যাও আবার আসব
আর সত্যি-সত্যিই এসো কিন্তু, এসে
আমাদের হিজিবিজি আঁকিবুঁকির মধ্যে দাঁড়িও
অত কাটাকুটির মধ্যে তোমার দাঁড়াতে, মুখ বাড়াতে কষ্ট হবে,
জানি
অক্ষরের অতসব লতাঝোপ কাঁটাজঙ্গলের পিছনে খোঁচা
লেগে
তোমার মুখ হয়ত ছেড়ে-কেটেও যাবে, কিন্তু তুমি না এলে
কোথায় যাবো আমরা
আমাদের যে লিখে খেতে হয়, প্রেম,
আমাদের জন্য বইমেলার ভিড়ের মধ্যে তুমি দাঁড়িও
ওই বাঁশের খুঁটিতে পিঠ রেখে দাঁড়িও
হইহই করে তুমি ছত্রভঙ্গ করে দিও গল্প-বানানোর আসর
আমাদের মুখ থেকে বেরনো কবিতা তুমি খই ছড়ানোর মতো
ছুঁড়ে দিও বইমেলার ধুলোয়,
পাশে ওই যুবক থাকুক, কিন্তু কপালের ওই একফোঁটা
লাল টিপও যেন থাকে
ধুলোর ঝড় উঠুক, কিন্তু ঝড়ের মধ্যে ছুটতে-ছুটতে
মুখোমুখি হয়ে পড়াও যেন থাকে
কাজের টেবিলে বসেও তোমার চোখ যেন দেখতে পাই
এক সহস্র কাঁচের ঘর পার হয়ে
স্টেশনে নামামাত্র যেন চিনতে পারো আমাকে
আগে কখনো না দেখলেও
মাঝ জলের নৌকোয় দাঁড়িয়েও
যেন আমি কিছুতেই তোমাকে না-বলতে পারি
তুমি কখন ঘুমোতে আসবে ভেবে
সেই কবে থেকেই আমার হাতের পাতা আমি
পেতে এসেছি ধানক্ষেতে, সেই হাতের পাতায়
এখন আর কিছুই পাবে না ঘাস আর কুটো ছাড়া
গরু বাঁধার গোঁজ ছাড়া, রাখালের ফেলে যাওয়া
শিশির ভেজা দেশলাই-বাক্স ছাড়া
এই হাতের চারপাশে জমি-জিরেতের দাঙ্গা, পোড়া চালাঘর,

অর্ধদগ্ধ গাছ,
এই হাতের পাতার ওপর লাশ উল্টে পড়ে
পাঁচ ব্যাটারির আলোয় রই-রই দৌড়োয় মানুষ
ভিজে কাদায় কররেখা ফেলে যায় পুলিশের জিপ
দু'হাতের পৃষ্ঠা-ভরা লক্ষ কাটাকুটি দাগ
নক্ষত্রচূর্ণ
ভাঙা চাঁদ
কচুরিপানায় ভরা মড়া-ফেলা ঝিল...
এ হাতে কি লেখা হয়, বলো

কিন্তু একদিন, মাঠভর্তি ঝড়ের মধ্যে উড়তে-উড়তে
গাছের মাথায় বজ্রের মতো পতিত হতে-হতে
আমি তোমাকে আকাঙ্ক্ষা করতাম
মেঘ থেকে ফুটে বেরোতাম প্রত্যেকটা দিনের রোদ
ট্রেনের সঙ্গে দৌড়তাম দিগন্ত দিয়ে সূর্য গড়াতে গড়াতে
তখন তুমি আমায় খুঁজে বার করনি কেন
কোথায় ছিলে তখন, কোন্ গোলকধাঁধায়, কোন্ পদ্মফুলের
দেশে
ক'জন ভাইবোন ছিল তোমার, বাবা কী করতেন, মায়ের কি
সারাদিন রান্নাঘর
তোমাদের তোলা-উনুনে কি আঁচ পড়ত সন্ধেবেলা
ধোঁয়ার সর পড়ত কি সামনের পুকুরে আর মাঠে
মাঠে কি পুজো হতো
রাস্তায় বেরিয়ে তুমি যত ছেলেকে দেখে চোখ নামিয়েছ
সেদিন
তারা সকলেই ছিলাম আমি,
বাড়ি থেকে কার সঙ্গে বিয়ে ঠিক হয়েছিল তোমার

ওদিকে সূর্য ছুটতে ছুটতে দিগন্তের পিছনে চলে যেতে
ডানা ছড়িয়ে নেমে পড়ল সন্ধ্যাআঁধার
সায়ংকাল
আর আমার আকাঙ্ক্ষার গলা টিপে আমি তাকে পুঁতে এলাম
জলাভূমির মধ্যে
সেই থেকে সে যক্ষ হয়ে রইল,
কিন্তু কারো অনিষ্ট করে না, মেয়েদের দেখলে সরে যায়
শুধু রাত্রি-নিশীথে, লোকালয় নিদ্রাগত হলে
প্রহরী তালবৃক্ষেরা দূর মাঠ থেকে লক্ষ্য করে

সে, যক্ষ, মেঘকে চিঠি লেখার চেষ্টা চালাচ্ছে
শতশত বছর ধরে,
মোম জ্বেলে
এই চেষ্টা তার
তার চোখের ধারালো জল কাগজের ওপর প'ড়ে
গর্ত গর্ত হয়ে যায়
জল, কাগজ দিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে
নদী নালা গিরিখাত হয়ে বয়ে যায়
আঁকাবাঁকা কাটাকুটি দাগ তৈরি করে, আজ এই
কাটাকুটির মধ্যে এসে, পৃথিবী-পৃষ্ঠের এই এবড়ো-খেবড়ো,
উঁচু-নিচু
পাণ্ডুলিপির মধ্যে একবার দাঁড়াও,
প্রেম,
নিশ্চিত করো জয়
যেন ব্যর্থতা আর বিষ ঢালতে না পারে
যেন সাফল্য আর শিরচ্ছেদ করতে না পারে আমাদের
আমাদের এই যক্ষ-জন্ম, এই সফলতার প্রৌঢ় অভিশাপের
তলায় দাঁড়িয়ে
একবার 'ফাল্গুন' শব্দ উচ্চারণ করো
একবার বলো আজ দোল, বলো এই
এই আবির তোমারও
বলো সমস্ত পলাশগাছ তোমার বন্ধু, তোমার প্রেমিকদের
ডেকে আনো আজ
গাছের মাথায় প'ড়ে একদিন দাউ দাউ জ্বলেছিল যে-বজ্র
গাছ বেয়ে মাটির তলায় চলে গেছে যে-বজ্র
তাকে তুলে এনে ঠোঁটে ঠোঁট রেখে নিঃশ্বাস বন্ধ করে দাও
সে মরুক, দৃষ্টি ফিরে দাও অন্ধদের
এসো, প্রৌঢ় সকালের প্রেম
আমাদের সকলের সমস্ত লেখার মধ্যে এসে
হাত রেখে দাঁড়াও
এতদিনকার ঝ'রে পড়া সমস্ত পাতা কুড়িয়ে এনে দাঁড়াও
দেখো, যেন ওই পাতার পোশাক
আমরা সকলেই একটা করে পাই

দুই

না, একে দমন করা যায় না
হ্যাঁ, একে শেকল বললে শেকল, বেড়ি বললে বেড়ি

কিন্তু একে ভাঙা বা ছেঁড়া যায় না

না, একে ঠেলে ফেলে দেওয়া যায় না নদীতে
না, একে রেখে আসা যায় না রাস্তায়
বা অপরের ঘরে
একে গুমখুন করা যায় না
এর হাতে অন্ধকার বাগান, এর চোখে ভুলভুলাইয়া
পুঁথিতে বলে সমুদ্রের নীচে এর শুয়ে থাকার কথা
কিন্তু, এ পৃথিবীর এদিক থেকে ওদিক
সারা জীবন শুইয়ে রেখেছে সমুদ্রকে
একে মাটি চাপা দেওয়া অসম্ভব, আড়ামোড়া ভেঙে
এ কবরের মধ্যে উঠে বসবে
চিতা থেকে উঠে দেখা করতে আসবে সারা গায়ে আগুন
নিয়ে

আমরা, সাধারণ মানুষরা, এঁকে দূর থেকে প্রণাম করি
ইনিই প্রেমের দেবী

এই বয়সে এঁর কাছে যেতে নেই
কারণ দৈবাৎ আওতার মধ্যে এসে পড়লে
ইনি আমাদের সমুদ্রে আহ্বান করেন
(কী সাংঘাতিক সেই আহ্বান !)
তিনি আমাদের বুকে পা চেপে মারেন
(কী অপরূপ সেই মৃত্যু !)
তারপর সেই দেহের ওপর শব-সাধনায় বসেন যখন
তাঁর শরীরের নীচে জ্যান্ত হয়ে ওঠে আমাদের মৃতদেহ
তারপর তারা ঘুরে বেড়ায়
জঙ্গলে পর্বতমালায় অন্ধকার মরুভূমির মধ্যে
ঘুরে বেড়ায় সেইসব মৃতদেহ, তারা বাড়ি ফেরে না আর
অফিস করে অন্য একজন
কাগজ পড়ে অন্য একজন
ছেলেমেয়েদের ইস্কুলে আনা-নেওয়া করে
অন্য অন্য অন্য অন্য অন্য একজন

কেবল এক একজন কবি মাঝে মাঝে তাঁর চুল্লীর মধ্যে

মাথা ঢোকায় টগবগ করে ফুটে ওঠে ঘিলু
বেদনা, কামকটাহ, হাহাকার লোহা পারদ দুধ
ঘূর্ণিত হয়, ছারখার হতে থাকে
এক সময় খুলি ফেটে
সমস্ত মস্তিষ্ক
মেঘ হয়ে উড়ে যায়
খুঁজে বেড়ায় সেইসব আগুনের গোলককে
যারা মরুভূমিতে পর্বতপ্রান্তে অজানাসমুদ্রতীরে
অস্ত যাচ্ছে এখনও...

তিন

দেখলে, কী কাণ্ডটা হল !
মরকত মণির মতো কেমন জ্বলজ্বল করে উঠলাম !
ভ্যাট, মরকত মণি ! মরকত মণি কাকে বলে তুমি জানো ?
না, জানি না। কিন্তু হীরের টুকরো তো জানি।
না, তাও জানো না। কটা হীরে দেখেছ জীবনে ? হীরের
কতো দাম জানো ?
জানি না, কিন্তু চন্দ্র-সূর্য তো জানি। তারা ফোটা তো জানি,
শুকতারা। শুকতারার দিদিকেও কি জানি না ?
জানি তো, পদ্মপাতায় ওই একফোঁটা জলের সূর্য
নিজের কাজে যেতে যেতে সে একবার চোখ ফেলল আমার
চোখে
আর এই এতদূর পদ্মপাতা থেকেও, দেখলে,
কেমন ঝক্‌মক্ করে উঠলাম আমি। গাছেরাও চমকে গেছে,
ওরা অতটা ভাবেনি। তুমি যদি
দেখতে না চাও, দেখো না, কিন্তু
ঈর্ষা নিয়ে কখনো তাকিয়ো না পদ্মপাতার দিকে
ওই একবিন্দু সূর্য লেগেই
চোখ পুড়ে যাবে কিন্তু। সাবধান।

চার

ফুল, যে সকালবেলা বাড়ির সামনে দিয়ে যায়
(আমরা একতলায় ভাড়া থাকি)
ফুল, আমরা যার দিকে তাকাইনি হীনম্মন্যতায়
(মুদিদোকানের টাকা বাকি)

ফুল যে বাড়িতে ঢোকে তার বাইরে কাঁটাতার—
কুকুর, সাবধান—তার গেটে
ফুলের বন্ধুকে ফুল বলেছিল, 'ওকে বলো,
লক্ষ্মী ছেলে, তোমার সিগ্রেট এনে দেবে...

সে হল অনেককাল, তারপর দুইদিকে দুধার তলোয়ার হয়ে
দিন গেছে কেটে
কোদাল কুঠার হয়ে দিন গেছে অগ্নি আর
মাটি ঠেসে পেটে
এখন দুধারে গাছ ধরাশায়ী, গাছের চিড়িয়া সব
ওড়াবার মতো পায়রা আমাদেরও পকেটে পকেটে
আজও এতদিন পর, ঘুম ভেঙে রাতে সেই
সিগ্রেট আনার কথা ভেবে
মাইরি মা কালীর দিব্যি, জল আসে চোখ ফেটে
রাগে দুঃখে সত্যি জল,
চোখের মণির কাঁচ ফেটে।

পাঁচ

পাঁচিলে দাঁড়িয়েছি।
বৃষ্টি এসে কথা বলতে চায়।
কথা কখন বলেওছিলাম,
প্রেরণাদোলনায়
দুলেওছিলাম দুজন, ছি ছি, দেশগাঁয়ের দাওয়ায়
খুনসুটিও করেছিলাম উলোটপালট হাওয়ায়
হঠাৎ কখন আগুন-ভরা কড়াই
বসিয়ে গেছে মাথায় কেউ, বৃষ্টি যখন
কথা বলতে চায়
মাথার গরম পাত্রে লেগে ছ্যাঁক্ ক'রে সব
বাষ্প হয়ে ওঠে
চোখে আমার গরমজল ফোটে
মেঘ বলেছে যাব যাব, কোন্ সময়ে যাই
বৃষ্টি বলে কথা বলব, তোমার সঙ্গে আলাপ করতে চাই
আমি ওসবে কান দিই না
দু'দিকে খাদ রেখে
মাথায় আগুনকড়াই নিয়ে কাঁচবসানো পাঁচিলে হেঁটে যাই

ছয়

দুঃখমাঠ, আমাদের পায়ে
কুটো ভাঙছে, পাতা মরল, আমাদের পায়ে
এতটা এলাম, ধোঁয়া, কাউকে দেখিনি
প্রথমে ছিল যে মেঘ, পথের সঙ্গিনী
সে বটবৃক্ষের চূড়ে থেমেছে বিশ্রামে
বটবৃক্ষকেও বুঝি সে আমার নামে
ক্ষণে ক্ষণে বহুকিছু দুঃখ ব'লে যাবে
বটগাছও সান্ত্বনা দেবে কবির স্বভাবে
আমাদের পায়ে মাঠ, দুঃখঘাসে ভরা
আমাদের পায়ে ফুল : চাপা, চ্যাপ্টা, মরা
আমাদের বলছ কেন ? কেউ তো নেই পাশে
হ্যাঁ, নেই, এখনও নেই, কিন্তু যদি আসে !
একা ভাঙছি এত মাঠ, ভাবি না ভুলেও
সে আসবে, এসেছে, ধোঁয়া, পাশে হাঁটছে সেও
পথটুকু ফুরোয়, ধোঁয়া, ওপারের গাঁয়ে
দুঃখমাঠ, ভালো থেকো, যে কোনো উপায়ে
ওপারে কি গ্রাম, ধোঁয়া, গ্রামের কী নাম ?
জানি না গো, দুঃখমাঠ ।
আমরা চললাম ।

সাত

নিজে তো পাখির কাছে যাইনি প্রথমে
পাখি
টেলিগ্রাফ তারে
দোল খেতে খেতে বলল : আসবে নাকি ? এসোই না !
খুঁটি
ধরে ধরে অমনি আমি হাঁচড়পাঁচড় করে উঠে
দু'হাত বাড়ানো মাত্র,
সে বলল : ফুড়ুৎ !
ব্যস, পাখি ফসকে আমি দুহাতে তার ধরে ঝুলছি
হাত ছাড়তে ভয় করছে, যদি পড়ে যাই !
মাথায় চক্কর মারছে পাখির বন্ধুরা—বলছে, 'দারুণ, দারুণ !
গায়ে ইলেকট্রিক খেলছে, স্ফুলিঙ্গ বেরোচ্ছে, উফ,
চামড়া পুড়ছে, ধোঁয়া উঠছে,
কী নিখুঁত, কী দারুণ, ইস, কী অদ্ভুত !'

আট

আমি পুড়ে যাওয়া ঘাস। তিনটে থান ইঁটে তৈরি উনুন
আমাকে
এভাবে পুড়িয়ে গেছে। তিনটে ইঁট সাজালে তিন বাহু।
ত্রিভুজ উনুন। ওই কালো পোড়া হাঁড়ি, ও-ও
আমার আত্মীয়া।
পাশাপাশি বাড়িতে থাকতাম। আর ওই সে
পাটকাঠি, ভস্মসাৎ কাঠকুটো সব
ওরা আমাদের জ্ঞাতিভাই
চারপাশে ছড়িয়ে রয়েছে।

কারা রান্না করে খেয়ে গেল ?

একটি অবৈধ প্রেম, আর তাতেই অতটা আগুন ?
একটা পরিবার পুরো ছাই ?

নয়

দিগন্তে, যেখানে সমুদ্রের শেষ, সেইখানে
কালো পাথরটাকে ভাসিয়ে রেখে তুমি
নৌকো নিয়ে ফিরে গেলে
তারপর তার পাশ দিয়ে কত সূর্য ডুবল
চাঁদ মুখ বাড়াল কত
মুখ বাড়াল ত্রিসংসারে নেই এমন সব জন্তু
আসলে যারা বিকটাকার মেঘ, ভাসতে ভাসতে
চেহারা পাল্টায়,
কিন্তু তুমি আর ফিরলে না। তাই জানতেও পারলে না
ওই পাথরটায় অনেকদিন হল প্রাণ এসে গেছে
দিনে দিনে সে বড়-ও হয়েছে অনেক
এখন, তার রাগ হয়,
এখন দুরগামী জাহাজ দেখলেই
সে নিজের কাছে টেনে আনে
নিজের ওপর আছড়ে ভেঙে কলকব্জা যন্ত্রপাতি মানুষজন সব
ছত্রখান করে দেয়
কিন্তু তোমাকে পায় না
তার রাগ যখন নামে
হাঁপাতে হাঁপাতে সে দ্যাখে তার কাঁধের কাছে

চাঁদের আগুন জ্বলা মুখ
ছলাৎ ছলাৎ করে তাতে জলের ঝাপটা দিচ্ছে সমুদ্র
পাশাপাশিই ভাসছে কাঠ আর শব, দড়ি আর ছেঁড়া পাতার
পোশাক

আর দূরে
কালো জলের ওপর দিয়ে ফিরে যাচ্ছে
কত সহস্র সহস্র বছর ফিরে যাচ্ছে
তোমার সেই নৌকো...

দশ

একদিন কোনো তারা উঠল না।
তাহলে দিক চিনব কী করে ?
তাই আর বাড়ি গেলাম না।
ওই মাঠেই শুয়ে পড়লাম। একটা রাত্তির কোনোমতে
কাটিয়ে দেওয়া নিয়ে কথা।
ঘুম আসতেই পাশের মাঠটি ওদিক থেকে তার
হাত বাড়িয়ে দিল। আঙুলে আঙুল বেঁধে ফেলল।
টানল আমাকে। আমি
পা টিপে টিপে উঠে গিয়ে ওই মাঠের ওপর
উপুড় হয়ে পড়ে চুম্বন করতে লাগলাম তাকে চুম্বন করতে
করতে
নেমে গেলাম কোথায় কোন্ কবরে
ঘোর যখন ভাঙল, তখন পিঠের ওপর মাটি,
স্তূপ স্তূপ মাটি,
পিঠের ওপর আস্ত একটা জনপদ

এখন, এই কবরের মধ্যে থেকে যাওয়া ছাড়া
এই সমস্তটা পিঠে নিয়ে একটু একটু করে এগিয়ে যাওয়া ছাড়া
এই অন্ধকারের মধ্যে, আন্দাজে ভর করে
অবৈধ সেই প্রেমের কথা লিখে যাওয়া ছাড়া
আর আমার কোনো উপায় নেই

পরিশিষ্ট

ওই যে প্রেমিক আর ওই যে প্রেমিকা

প্রচুর ঘুমের পিল ব্যাগে নিয়ে ঘুপচি-মতো হোটেলে উঠছে
ওই যে যুবক আর ওই যে যুবতী
ফলিডল শিশি নিয়ে চুপচাপ দরজা দিচ্ছে ঘরে
ওই যে ছেলেটি আর ওই যে মেয়েটি
রেললাইনের ধারে, ঝোপঝাড়ে, দাঁড়িয়ে রয়েছে সন্ধেবেলা
দূরে
লোকালের আলো
আজ, কাল, পরশু, তরশু ওদের সবাইকেই
অপঘাতে মৃত রূপে খুঁজে পাওয়া যাবে...
ওরা তো মাস্টার ছাত্রী, দেওরবৌদি তো ওরা,
ওরা তো সুদূর সম্পর্কে ভাইবোন
লোকচক্ষু থেকে ওরা এই পথে বাইরে চলে এলো
আসলে, কখন ওরা হোটেলের ভ্যাপসা ঘর,
হাসপাতাল, মর্গ আর রেলখাল ছেড়ে
উঠে গিয়ে,
আকাশের একটুখানি পরে
বসতি তুলেছে—হ্যাঁ—জবরদখল।
সেখানে মেঘের তৈরি গাছ
সেখানে হাওয়ায় তৈরি কুটীর—সেখানে
পাতা, শুধু পাতার পোশাক।
সে দেশে এখন
ছিন্নভিন্ন বউটিকে ছবি এঁকে দিচ্ছে তার
রেলেকাটা কিশোর প্রেমিক
আঁচলে কষের রক্ত মুছিয়ে মেয়েটি বলছে :
তাহলে এবার একটা গান কর, বটাই !
যুবকটি ছুঁয়ে ছুঁয়ে মুছে দিচ্ছে যুবতীর
সারা গায়ে মর্গের সেলাই
আর এক মাথাগরম কবি,
এই মর্ত্যমাঠ থেকে উপরে তাকিয়ে
দেবদেবীর সঙ্গে সমানে হাঙ্গামা করছে
স্বর্গের এই জমিটুকু এক্ষুনি ওদের নামে
লিখে দেওয়া চাই !

তোমার না-বেরোনো কবিতার বই

[স্বাতীকে অভিজিৎ যদি চিঠি লিখত : সাম্যব্রত জোয়ারদার]

তোমার না-বেরোনো বইয়ের নাম আমার
দুই কাঁধের ওপর দাঁড়িয়ে গেছে
গাছের দুটি শাখা হয়ে...
আর দুদিক থেকে তাদের ঠোঁটে ধরে
উড়তে শুরু করে দিয়েছে
একজন ফিঙে
একজন দোয়েল
বাধ্য হয়ে তাদের সঙ্গে উড়তে হচ্ছে আমাকেও
যদিও আমি জানি
তারা আমাকে উড়িয়ে নিয়ে ফেলবে
একটা ছাদে
যে-ছাদের ওপর এখন
একাত্তর সালের দুপুর
দুপুরের ওপর সদ্য স্নান ক'রে উঠেছে একজন
কাপড় মেলছে তারে...
যার
খেয়াল নেই
ছাদের দরজা খোলা !
কিন্তু এবার আর আমি থমকাবো না, মুখ নামাবো না,
পালিয়ে যাবো না দুপদাপ
ঘুরে বলব, আমায় লণ্ঠন জ্বালতে দাও ! বলব, এখন
দুপুর নয়, সন্ধে, সন্ধে নয়, মাঝরাত, মাঝরাত নয়, ভোর
আমার সবটুকু রাত্তির ভোর করতে দাও লিখতে লিখতে, তোমার
সারা গায়ে লিখতে লিখতে আমায়
পড়ে শেষ করে ফেলতে দাও
পঁচিশ বছর আগেকার সেই চিঠি, যার
একটা লাইনও লেখা হয়নি কখনো...

নাগালে তারকা

অন্ধ অন্ধ হাত বাড়াও হাতড়ে যাও গন্ধ, মণি
প্রাণ, শস্য, স্তুতি, আজ নাগালে তারকা
নাগালে ধাবন্ত ট্রেন প্রতি কামরা অপসৃয়মাণ আমরা
হা অন্ধ দু'বন্ধু মিলে ডালে

ঝুলছিলাম, ফসকে পড়ে কী স্বর্গ পেয়েছি এই বন্ধ বন্ধ পতঙ্গ-প্রকৃতি
সাক্ষাৎ প্রদীপে নেমে চান করে উঠল আর শিখায় কী হবে তার
কিস্যুটি হবে না মায় কেশাগ্র ছুঁয়েও ওই
দেবতা দানব যক্ষ রক্ষ জিন পরী হুরী ইত্যাদি প্রভৃতি
স্বপ্ন দিতে আসবে যেই ভস্ম হবে অন্ধ চোখে ছাই পড়বে, ছাই উড়ল,
উড়বেই তো, সামনে অত হাইস্পিডের ট্রেন
স্পর্শ, গন্ধ, নারী, শস্য, অগ্নি, জল, গান সব কামরা ধাবমান
অন্ধ অন্ধ হাত বাড়াও, লাগলেই আঙুল বাষ্প, ধোঁয়া জাদু ফক্কিকার
টক্কা ফক্কা মুঠো খুলে
দ্যাখো আল্লা কীবা দিন সাঁঝসকাল কীবা
(মাইনষে এরে কইতে পারে কাইব্যের প্রতিভা)
কিন্তু আমরা দু বন্ধুতে অন্ধ দুই হদ্দ বোকা
লাইনে গলা দিতে এসে উরিব্বাস পেয়ে গেছি নাগালে তারকা...

আলো

[উৎসর্গ : রবীন্দ্রনাথ]

এক

সমাধি আজ জলের মতো

সমাধি নয়। হাওয়ায় ওড়া ধুলোয় মোড়া
সমাধিপৃষ্ঠারা
গাছের নীচে ঘুমোতে এল।
সমাধি বয় জলের মতো।
অস্তে যাওয়া আলো
পড়েছে ওই গাছের শিরে।
পাতার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা ছাড়া
পাখির কোনো কাজও তো নেই।
ওই তোমার বৃক্ষবেদি
ওই তোমার পড়াশোনার পাড়া

পাকুড় গাছে ঠেস দিয়ে এক সাইকেল দাঁড়ালো

কে মেয়েটি ? লম্বা রোগা, একহারা শালগাছের মতো
চাঁদপানা টিপ
কালোর বেশি কালো ?

তুমি কি ওকে চিনতে তুমি
ওকেও চেনো নাকি !

সমাধি যায় জলের মতো...
'যারা
জলের চেয়ে গভীর জল, পাখির চেয়ে অনেক বেশি পাখি
যারা কেবল প্রেম লুকোয়
সারাটা রাত গাছের সঙ্গে জাগে
ভোর হবার আগে
আমি তাদের ডাকি,
এই দেড়শো বছর পরেও
নতুন লেখা শোনাব, তাই ডাকি।'

দুই

হ্যাঁ, আমি দোষ করেছি, বৌঠান
দু-দশখানা কবিতা-অপরাধ

ঝড়ে উড়িয়ে দিইনি, বৌঠান
আমার যত কবিতা-অপরাধ

তোমার কাছে যা কিছু প্রশ্রয়
সবই আমার কবিতা-অপরাধ

আমাকে ভুল বুঝো না, বৌঠান
ফিরিয়ে নেবো তর্ক প্রতিবাদ

আমার কথা ভাবোনি, বৌঠান
ছাদের ঘরে ভেঙে পড়ল চাঁদ

সেদিন থেকে জীবন খানখান
ছাদের ঘরে ঝুলছে কালো চাঁদ

তিন

কিশোর। ...ওদের মারের মুখের উপর দিয়ে রোজ তোমাকে ফুল এনে দেব।

কোথায় আমায় দেখলে প্রথম ?
কাঁধের ওপর কুড়ুল নিয়ে
খনির মধ্যে যখন ঘুরি ?

পায়ের রক্ত মাথায় ওঠায়
মগজ-খাওয়া যক্ষপুরী

কবে আমায় চিনতে পারলে ?
লক্ষ্য করলে কবে প্রথম ?
স্তূপ করা সব কাগজ-পাহাড়
তার ভিতরে তাকিয়ে আছে
রাস্তা খোঁজা অচেনা চোখ

তোমার দৃষ্টি পোড়ায়নি তো
যক্ষপুরীর কাঁচের ঝলক ?

কবে কবে ? কোথায় কোথায় ?
এ-সব কথায় কী প্রয়োজন ?

সামলে চলো সামলে চলো
বার্তা দিচ্ছে প্রহরীজন

সামলে চলার প্রশ্নই নেই
প্রেমের কাছে শাসন তুচ্ছ
এনে দিচ্ছি প্রহরীদের
মারের মুখের ওপর দিয়ে
তোমাকে এই ফুলের গুচ্ছ !

চার

...আমার মধ্যে যে-দুটি প্রাণী আছে, আমি এবং আমার সেই অন্তঃপুরবাসী আত্মা, এই দুটিতে মিলে সমস্ত ঘরটি দখল করে বসে থাকি—এই দৃশ্যের মধ্যগত সমস্ত পশু পক্ষী প্রাণী আমাদের দুজনের অন্তর্গত হয়ে যায়

সে বসে সামনে

এক জন্মের দূরত্ব কিছু নয়

ঘাটে ঘাটে, গাছে,
চালাঘরে ঘরে
পদ্মাবোটের নীচে
সময় ঠেলছে...
গোপনে গোপনে মাটি নড়ে
মাটি ক্ষয়
পাড় ধ্ব'সে গেল
পতনশব্দ হয়
এক জন্মের দূরত্ব কিছু নয়

সে ব'সে সামনে, মুখে তার কালো ঢাকা

এক-মৃত্যুর দূরত্বে বসে থাকা

পাঁচ

দেহ মোর ভেসে যায় কালো কালিন্দীর স্রোত বাহি...

পাড়ে দাঁড়িয়েছি, আর, ও চলেছে ভেসে
সময়ের অন্ধকার কেশে
জড়িয়েছে মস্ত মাথা,
অন্ধ চোখ,
কাছি
গাছে রাখা ছিল, জলে সড়সড় সড়সড়
নেমেছে
চলেছে
গাছ
উপড়ে নিয়ে, পাশ্ববর্তী গ্রাম উপড়ে নিয়ে, টিলাখণ্ড,
প্রাণী, পশু, পাহাড়ের চূড়া
সব উপড়ে নিয়ে ওই কাছি ভেসে যায় ওই মাথা
ওই কেশের লহরী

হু হু ভেসে যেতে যেতে ডুবতে আসা সূর্যকেও
বেঁধে নিয়ে চলল আমি
পাড়ে দাঁড়িয়েছি, পাড়
নেই...

ছয়

এসো আমার অগ্রন্থিত
পৃষ্ঠা-সংখ্যা সীমানা দেয়
মলাটে পিঠ রেখে দাঁড়াও
আমি বইয়ের বাইরে এসে
তোমায় জোরে আঁকড়ে ধরি

জানাও কত শাস্তি জানো
ছন্দেশব্দে
ক্রুদ্ধ পরী !

গ্রন্থে তোমার জায়গা হয়নি
গ্রন্থ থেকে বেরিয়ে এসে
তোমার সঙ্গে ধুলোয় লুটোই
রোদ বৃষ্টি ঝড়ের কাছে
পাঠ বুঝে নিই

এসো পরস্পরকে পড়ি

সাত

...সকল নিয়ে বসে আছি সর্বনাশের আশায়

শিরে বাজ পড়ে যদি, এ আশায় দাঁড়িয়েছি মাঠে
আমার কপালে ঝড় ফাটে

দাঁড়িয়েছ উল্টোদিকে, ঘুরে, বৃক্ষ ধ'রে—
সব যোগাযোগ বন্ধ ক'রে

থেকে থেকে বিদ্যুৎ ঝলকে
দেখতে পাই মানে-অপমানে ক্রুদ্ধ ও কে ?

আমার মিনতি যায় অক্ষরে অক্ষরে
শিলাবৃষ্টিঝড়দগ্ধ অক্ষরে অক্ষরে

যদি ফেরো, ঝাপ্‌টা মারো, সহিংস প্রণয়ে যদি ঘটাও হঠাৎ
শিরে অপরূপ বজ্রপাত

আট

ভাঙিলে দ্বার কোন্ সে ক্ষণ অপরাজিত ওহে ॥
এসেছ প্রেম, এসেছ আজ কী মহা সমারোহে ॥

ঝড়ের মতো এসে পড়ল আর একটা প্রেম !
এখন একে কোথায় বসাই
একটা ঘরে ঘরপরিজন, অন্যটাতে
লেখার কাগজ বইপত্তর
বারান্দাভর
অতিথ্-স্বজন !
কোথায় বসাই ?
শক্ত হাতে সরিয়ে দেব ?
এক আঘাতে
ছিন্ন করব
মন থেকে মুখ ?
আমি কি আর তেমন কসাই !

বয়স যখন অল্প ছিল কেউ আসেনি
ঝর্না ঝোরা বনশ্রেণী
কেউ আসেনি

এখন এসে ঝড়ের মতো ধাক্কা দিয়ে
আমায় ফেলে
ব'সে পড়ল মাথা কাছে,
আঙুল দিয়ে
চুল নেড়ে দেয়
মাথার থেকে ছন্দ নিয়ে ছড়িয়ে ফ্যালে মাঠের ওপর
যেন আমি চল্লিশোর্ধ্ব সংসারী নই
সতেরো পার কিশোর ছেলে

ছন্দেরা সব নিজের মতো উড়তে উড়তে
কেউ পাখি কেউ বৃক্ষ হল
কেউ চালাঘর
কেউ-বা তালশিখর হয়ে চুল ঝাঁকাচ্ছে ঝড়ের সঙ্গে
চুল ঝাঁকাচ্ছে, শিখর ভাঙছে, উড়ে পড়ছে বুকের ওপর...
জ্ঞান হারালাম...

সকালে ঘুম ভাঙতে দেখি
সমস্ত মাঠ বৃষ্টিধোয়া
মাঠের ওপর দাঁড়িয়ে আছে
আধভাঙা গাছ, আধভাঙা ঘর
সবভাঙা প্রেম
অপরাজিত !

নয়

সুধা তোমাকে ভোলেনি

সুধা ভুলে গেছে। ভুলে যাওয়া তার কাজ।
নইলে একা সে বাঁচবে কেমন করে !

কবে কী বয়সে কার কাছে কোন্ ফুল
দিয়েছে কখন, মনে রাখলে কি চলে !

তাও সে নেয়নি, ঘুমিয়েই পড়েছিল
যাকে দিতে যাবে তারা সব ওরকমই

কবে কী চেয়েছে না-ভেবেই চ'লে যায়
যাকে বলেছিল সে বহু কষ্ট করে
এনে দেখে, নেই ! বলেও যায়নি 'আসি'

কবিও তো ভোলে, ভুলে যাওয়া তার কাজ
নইলে সে রোজ লিখবে কেমন করে !

স্কুল থেকে ফিরে, একলা বারান্দায়
সংসারহীন আপনি যেমন, সাদা চুল ডুরে শাড়ি
প্রতিটি পুরোনো কথা
ফের থেকে রোজ ভুলতে থাকেন
ভুলে যান, সুধামাসি !

দশ

বিশু। ...তুমি এসে আমার মুখের দিকে এমন করে চাইলে, আমি বুঝতে পারলুম আমার মধ্যে এখনো আলো দেখা যাচ্ছে।

সামনে দাঁড়ালে। চোখে চোখ গাঁথা।
বুকে গান লাগে। ঢেউ দেয় মাথা।

সামনে দাঁড়ালে, চোখে চোখ গেঁথে
কিছুতে পারিনি ছুটে চলে যেতে

সামনে দাঁড়ালে। চোখে গাঁথা চোখ।
জেগে ওঠে সেই ঘুমন্ত লোক

যে খেটে চলেছে খনিতে খনিতে
যে দেয় নিজের খুন শুষে নিতে।

তার মধ্যেই হঠাৎ কী আলো!
এ ভালো লাগায় মরে যাওয়া ভালো!

হোক তবে, হোক সেই মৃত্যুটি—
আলো উঁচু ক'রে সুড়ঙ্গে ছুটি...

এগার

শুভেচ্ছা, অপরাজিত আলো
ভোর এসে জানলায় দাঁড়ালো

সারা রাত্রি রেখেছে সম্মান
শিমুলপলাশ ভরা প্রাণ

চুরি ক'রে দেখার কারণে
লুকিয়েছি আগুনের বনে

গায়ে অগ্নিগাছ জন্ম নেয়
লুপ্ত হও, হে ন্যায় অন্যায়

দেহ পেতে রেখেছে খোয়াই
ঘাটে ঘাটে আঙুল ছোঁয়াই

শরীর আনন্দে পুড়ে খাক্
কাল ভোরে পঁচিশে বৈশাখ

বার

নন্দিনী। পাগল, যখন তুমি গান কর তখন কেবল আমার মনে হয়, অনেক তোমার পাওনা ছিল কিন্তু কিছু তোমাকে দিতে পারিনি।

বিশু। তোর সেই কিছু-না-দেওয়া আমি কপালে পরে চলে যাব। অল্প-কিছু-দেওয়ার দামে আমার গান বিক্রি করব না।

সমস্ত না-পাওয়া আমি নিলাম দু'হাতে।
দ্যাখো, আর জায়গা নেই হাতে।
তুমি এসো অন্যদিন, অন্য কোনো লোক লিখবে সব।
আমি তো জীবিকাবদ্ধ, আমি তো সংসারবদ্ধ শব।

একদিন, কারো হাত ধ'রে, এই সোনার নগরে
এসেছি, এখন আর ফেরার উপায় নেই ঘরে!

আজ যে-খুপরিতে ফিরব, ছেলেমেয়ে মুখ চেয়ে আছে।
আর দেখা হতে নেই—আমাদের আসতে নেই কাছে।

সেই যে রত্নাকর ছিল, দস্যুতা জীবিকা ছিল তার।
আমার জীবিকা শব্দ। 'প্রেম' ছাড়া শব্দ আছে আর?

সে-প্রেমে দু-চার পঙ্‌ক্তি...এর বেশি অন্যায় করিনি।
রঞ্জন তোমার, জানি, এ-লেখাও তোমারই, নন্দিনী!

রাজপুত্র রাজকন্যা

আমরা নিশ্চয় জনপদ
আমরা নিশ্চয় কয়লাখনি
পথ হারিয়ে ফেলেছ নিশ্চয়
ম্যাপ খুলে দেখেছ যখনি

আমরা নিশ্চয় উল্কাপাত
আমরা নিশ্চয় বজ্রধ্বনি
কানে পর্দা ফেটেছে নিশ্চয়
আড়ি পাততে গিয়েছ যখনি

আমরা নিশ্চয় দাহ্যগুণ
আমরা নিশ্চয় ছাইচাপা
খুঁজতে হাত পুড়েছে নিশ্চয়
সাক্ষী এই সাতভাই চাঁপা

আমাদের সব বোন পারুল
তারা কেউ রাজকন্যে নয়
স্নো সাবান ডিটারজেন্ট হাতে
বেল দেয় দুপুরে নিশ্চয়

ব্যর্থ হয়ে, রোদে-পোড়া মুখে
সে এখন ব'সে চা-দোকানে
হাফ-রুটি ভিজিয়েছে চায়ে
কে কে আছে বাড়িতে কে জানে

রৌদ্রজয়ী ওই মেয়েটিকে
যে পেয়েছে, তারই ভাগ্যে জয়
সেও রোজ উদয়াস্ত খাটে
বাড়ি ফিরতে শেষ ট্রেন হয়

তারও বাড়ি দিদিটা বিধবা
তারও বাড়ি বাবা পঙ্গু হয়
তবু জানি আমরা সাত ভাই
সে রাজার কুমার নিশ্চয়।

শ্রাবণ মেঘের আধেক দুয়ার

যে মেঘ তোমার কাছে সূর্যাস্ত চেয়েছে
সত্যি তুমি জানো তার মন ?

এক বিকেলে দুঃখ আসে, এক বিকেলে আলো
বৃষ্টি এসে ঢাকে কেয়াবন ।

ও কেয়া, সন্ধের আগে তুমি বুঝি ভিজেছ বৃষ্টিতে ?
আমাকে ডাকোনি কেন, আকাশে তখন ?

খেয়া সন্ধে পার হয় । বিকেলের খেয়া
সে-খেয়ায় তুমি বুঝি একা একা ভেসে গ্যাছো, বোন

তোমার কী মেঘ দেখে মনেও পড়ল না
আজ ছিল বাইশে শ্রাবণ ?

খুদকুঁড়ো

ঝড় উড়িয়ে নিয়েছে খুদকুঁড়ো
পাশের গ্রামে, পাশের মাঠে মাঠে

আমরা সব পাখির ছেলেমেয়ে
আকাশ থেকে নেমেছি মাঠে মাঠে

যে যার মতো যা পারি খুঁটে খেয়ে
উড়েছি সব আবার মাঠে মাঠে

আবারও দেখা হবে কি কোনোদিন ?
খেলা পড়বে কোথায় ? কোন মাঠে ?

ঠোঁটের কোণে এখনো লেগে আছে
খুদের কণা, অন্ন, গুঁড়ো গুঁড়ো...

চুম্বনের সময়ে বিনিময়
করেছি এই দু'চার খুদকুঁড়ো

পাখি বলেই পেয়েছি প্রত্যেকে
সরল-সোজা অন্ন, কূট, গূঢ়

পাখিরা সব দেখেছি মাঠ থেকে
ফেরায় ঝড় সবার খুদকুঁড়ো।

কলঘরের রূপকথা

শোও, যখন জন্ম নিতে ইচ্ছে করবে শুয়ে পড়ো যে-কোনো
তৃণভূমিতে ধানজমিতে ঘাসজমিতে শুয়ে বলো মা বাবা মা বাবা
দেখতে দেখতে ছোট্ট এতটুকু হয়ে আসবে শরীর সক্কালবেলা
কাজে-যাওয়া লোক দেখবে ঘাসের ওপর ফোঁটায় ফোঁটায় শিশির
তারই একটা ফোঁটা তুমি রোদ্দুরে তাপের সঙ্গে উবে যাবে, যাও,
যাও যদি জন্ম নিতে ইচ্ছে যায় মেঘকে বলো মা বাবা মা বাবা
মেঘ তোমাকে পেট থেকে ফেলে দেবে কী বৃষ্টি কী বৃষ্টি
নীচে তখন রূপমতী কন্যা চানে ঢুকেছে ছাদহীন ভাড়াটে কলঘরে
আজ ভালো করে জল আসেনি কলে এই সময় বৃষ্টি পেয়ে
তার কী আনন্দ তোমাকে বুকে জড়িয়ে কী আদর কী আদর কী আদর...

এক পলকের কবিতা

তাকিয়েছিলে। সে-তাকানোর
তুলনা হয় ?

সুড়ঙ্গের মধ্যে যেন
আলো বেরোয়

এখনো এত জ্বরের ঘোর ?
জানতাম না, ঝর্নাচোর !

তাকিয়েছিলাম। এর চে' বেশি
কী বলব আর !

এক শহরের প্রতিবেশী

সুযোগ রইল দেখা হবার !

ডিঙা

চোদ্দ ডিঙা ডুবে গিয়ে মেঘে মেঘে ভরা ক্রুদ্ধ গাঙে
নিঃশ্বাস নেবার জন্য মাঝে মাঝে ভেসে উঠছে চাঁদ।
যদি কাঠ ফেলে দাও—ধরবে না—আরো বড় খাদ
সে জানে প্রস্তুত আছে। যদি তাতে আছড়ে পড়ে ভাঙে
তার সধবার শাঁখা, তবুও চেংমুড়ী কানী, তোর
দয়া সে নেবে না ; তোর শরীর, বিগ্রহ কিংবা ঘট
যা পাবে চুরমার করবে তার তীব্র লাঠির দাপট ;
বরং সে ঠেলবে জল, পাশ কাটাবে ডুবন্ত পাথর...

একদিন আমার কুঞ্জে ঢুকে পড়েছিল সদাগর
ভুল করে। হাতে হিন্তালের লাঠি দেখেই জ্যোৎস্নায়
পালালো সমস্ত নাগ। খুলে গেল আমার বসন।
এক চক্ষু কন্যা আমি, দিনে দিনে হয়েছি ডাগর।
ফিরেও দ্যাখোনি কেউ। তুমি কেন বুঝলে না তখন
সময়ে পূজা না পেলে দেহে লক্ষ ডিঙা ডুবে যায় !

গৃহবধূর ডায়েরি

আমার সবচেয়ে ভয় হয় ওই পাগলদের জন্যে ওই রাস্তার পাগলদের জন্যে ওই চটপরাদের জন্যে ওই জটপড়া চুলদাড়ি কিংবা ন্যাড়ামাথাদের জন্যে আমার সবচেয়ে ভয় হয় ওরা প্রত্যেক মুহূর্তে কত কত দূরে চলে যাচ্ছে বাড়ি ছেড়ে দেশ ছেড়ে ওদের কি বাপ-মা নেই ভাইবোন নেই কোন মেয়ে কি ওদের ভালবাসল না ওরা কাকে চড় মেরে কার হাত ছাড়িয়ে কোন শিকল তোলা ঘরের জানলা টপকে একদিন দিগ্বিদিকে পালিয়ে যায়
যেভাবে উল্কা যায় আকাশে এক ঝলকমাত্র দেখা দেবার পর কিন্তু তারপরেও তো পড়তেই থাকে পড়তেই থাকে কালো আকাশের মধ্যে দিয়ে অদৃশ্য তেমনি ওরা কোন পানের দোকানের নীচে কোন বটতলায় কোন পার্কের বেঞ্চিতে নিঝুমপুর কোন প্লাটফর্মে এক ঝলক দেখা দিয়েও আসলে তো পালাতেই থাকে পালাতেই আমার সবচেয়ে ভয় হয় আমার ঘরের মানুষটাও যখন বলে এবার পাগল হয়ে রাস্তায় বেরিয়ে যাব একদিন যদি সত্যিসত্যিই বেরিয়ে যায় মাথাগরম লোকটা যদি কোনো একটা পাগলের মধ্যে ঢুকে পড়ে রাগের মাথায় যদি ওর বদলে ওর পোশাক আর শরীর পরে সেই পাগলটা বাড়ি এসে বলে ভাত দাও বলে চান করবো তোমার সঙ্গে বলে ঘুমপাড়াও আমাকে তার শরীর চেনা কিন্তু নিঃশ্বাস অপরিচিত তাকানো অপরের ধক্ ধক্ অচেনা কোন বুনোর যদি ওইসময় ওই অত ভাললাগার মধ্যেও আমার হঠাৎ মনে হয়, এ কে ? এ

কে ? যদি বুকের ওপর থেকে চুল খামচে মাথা উঠিয়ে বলতে হয় তুমি কে ? তুমি কে ? কিংবা যদি ভাল লাগতে লাগতে ভুলেই যাই এ অন্য কেউ তখন আমার লোকটা কোথায় শীতের মধ্যে ঘুরে বেড়াবে কোন প্লাটফর্মে কোন বটগাছতলায় কোন বন্ধ দোকানের নীচে কিংবা কোন অভাগিনীর ঝুপড়ির মুখে এসে খসে পড়বে আর পড়তেই থাকবে পড়তেই কালো আকাশের মধ্যে দিয়ে যেমন উল্কা যায় সারা শরীর ভরা ঘুম নিয়ে তার কিছুই তো জানতে পারব না আমি এই ভয়ে এই সবচেয়ে ভয়ে ঘামে ভিজে গিয়ে ঘুম ভেঙে মাঝরাত্তিরে আমি উঠে বসি বিছানায়....

পাতার পোশাকের বিরুদ্ধে

সৌজন্য করেছি মাত্র, বলেছি কবিত্ব করে : এসো
প্রেম
হাত রেখে দাঁড়াও !
কবিদের মাঝে মাঝে ওরকম বলতে হয়,
না হলে খাবো কী ?
তা বলে সত্যিই আসবে ? গাছ ভরা চৈত্রমাস থাকতে থাকতেই
সত্যি সত্যি এনে দেবে পাতার পোশাক ?
যদি ওটা পরে ফেলি
জানো কি তাহলে
কী হবে ?
গা দেখা যাবে, আমাদের রোগা হাড়
আমাদের পাঁজরের খাঁচা আর
খাঁচার ভেতরে
টিয়া বা মুনিয়া নয়
আমার একফোঁটা মেয়ে
তোমার একরত্তি ছেলে
আমার ঘরনী, আর
তোমার বরের
ভারী মুখ, রাগী কথা, রাগ করে বাড়ি ছেড়ে যাওয়া
কিচ্ছু ঢাকা থাকবে না,
হাড়ের বারান্দা, গ্রিল, রেলিং-এর ফাঁকে
দেখবে কে কাগজ পড়ছে, কড়াই চাপাচ্ছে কেউ,
মেঝেতে ছড়িয়ে বসে ছবি আঁকছে ক্ষুদে দুটো নিজেদের মনে
কেমন নিশ্চিন্ত মনে একজন অভিযোগ করছে
তার সব কষ্টের জন্য দায়ী

ওই এক অযোগ্য স্বামীন।
কত নির্ভরতা নিয়ে শ্লেষ করছে অন্যজন !
'বাপ মা তো আদুরে মেয়ে ক'রে রেখে গেছে—'
বাইরের রোজগার করা কী ঝঞ্ঝাট কিছুই তো বুঝলে না !'
কত শান্তি মুখে নিয়ে নিদ্রা গেছে রণচণ্ডী
অযোগ্যের গায়ে হাত রেখে
বালিশের পাশে বই খুলে
প্রায় বালকের মতো ঘুমিয়েছে একদা প্রেমিক।
মুখ একটু খোলা, মাথা বেঁকে আছে পাশে—
কে বলবে দিনের বেলা অমন দাপট !
এখন সত্যিই যদি জোর একটা হাওয়া আসে
পাতার পোশাক তো কিছু আটকাতে পারবে না !
এই মাঝ রাত্রে ওরা উড়ে গিয়ে কোথায় লুটোবে ?
কোন গাছে ধাক্কা খাবে, কার বাড়ির চালে পড়বে,
কোন তেপান্তরে গিয়ে কাকে খুঁজবে ওরা ?
দুটি সত্যিকার শিশু, আর দুটি বয়ঃপ্রাপ্ত, উগ্রমতি,
চির-নাবালক-নাবালিকা...
আমরা ছাড়া ওদের কে আছে ?
সৌজন্য করিনি, শোনো, লিখেছি বিভোর হয়ে,
জানলাম, লেখা-বাক্য সব সত্য হয়।
এই যে তলোয়ার দেখছ, এই যে লোহার দড়ি,
এ মায়ামুকুর—
আমাদের মাঝখানে থাক !
লঙ্ঘন কোরো না একে
এর গায়ে টাঙিয়ে দাও পাতার পোশাক
রোদ লাগুক, বৃষ্টি পাক, ঝড়ে হোক উথাল পাথাল
কখনো ছিঁড়বে না, দেখো, পুড়বে না আগুনে, এর
গায়ে লেগে অস্ত্র ফিরে যাবে !
ক্বচিৎ কখনো এসে আমরা দাঁড়াবো একে মাঝখানে রেখে
একমুঠো দু'মুঠো করে দুজন দুজনকে দেবো
সোনা-পোড়া, মুক্তো-পোড়া
হীরে পোড়া ছাই...
বুক ভাঙা কাম নিয়ে, অতিষ্ঠ জীবন নিয়ে
দাঁতে দাঁত চেপে আজ,
এসো
আমরা
জীবন-ই কাটাই !

প্রেম চলে যাবার পর

ঐ, ঐযে কষ্ট আমাকে ছেড়ে চলে যাচ্ছে, মাঠের পাশে গাছ গাছের পাশে পুকুর, পুকুরের পরে গ্রাম পার হয়ে কষ্ট চলে যাচ্ছে পায়ে পায়ে আবছা শরীর আঃ বাঁচলাম ব'লে নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে আমি দেখলাম ওর ওড়নাটা শুধু একটা গাছের ডালে কিন্তু আমি জানি ওটা কারো চোখে পড়বে না, বিকেলের শেষ রোদ্দুরে উবে যাবে, ঐ তো যাচ্ছে, আর রাতে চাঁদ উঠলে জ্যোৎস্নায় দাউ দাউ জ্বলে যাবে বাকিটুকু, পরে যখন, কোনো প্রেমিক প্রেমিকা এসে বসেছে নির্জন দুপুরের গাছতলায়, ছেলেটা বলছে আরে, ডালে একটা ওড়না ঝুলছে ! মেয়েটা বলছে, ওড়না না ছাই। এসো তো এদিকে। চুম্বনে ডুবে থেকে ওরা জানতেও পারলো না তখন ওদের মাথায় কী সব যেন ঝরে পড়ল, ঝরে পড়ছে, ওড়নাপোড়া আশীর্বাদ, আশীবাদী ছাই...

একটি পরিষ্কার কবিতা

পরিষ্কার জামাকাপড়, পরিষ্কার বিহঙ্গের মল
পরিষ্কার কাদার দাগ, পরিষ্কার কপালে চাঁদফোঁটা
পালিয়ে যাওয়া পরিষ্কার, পথে পায়ের রক্তমাখা ছাপ
পরিষ্কার চিহ্ন মোছা, এক নিমেষে পরিষ্কার পাপ

ময়লা সব সত্যি কথা, ময়লা মেঘে নোংরা ধারাজল
নোংরা শুভকামনা আর কথাচ্ছলে নোংরা সব খোঁটা
নোংরা হাতে ময়লা প্রেম, পরিষ্কার একঝলক টাকা
পরিষ্কার গোপন পথ, যে-কোনো পথে কেবল বেঁচে থাকা

পা বেধে যাও, উল্টে পড়ো, জীনপরীরা গড়িয়ে দেবে ফল
নিষিদ্ধ সে-ফলের স্বাদ, ওগো নিষেধ তোমারই দিকে ছোটা
সারাজীবন, সারাজীবন...দৌড়পথে পোড়ায় অনুতাপ
শোচনা, অনুশোচনা, তবু মুঠো লুকোয় প্রেমের রাঙা পাপ

লুকোও কেন ? খুলে দেখাও। মুখের কাছে ফল ভরতি শাখা
অসহনীয় তোমার ভার, অসহনীয় তোমায় ছেড়ে থাকা
সঙ্গে আছো, সঙ্গী নও, দুদিকে টান, মধ্যিখানে জল
পরিষ্কার ঝাঁপিয়ে পড়া, পরিষ্কার 'সাঁতার কেটে চল্'...

জলে অনেক ডুবো পাথর, জলে অনেক ডুবিয়ে রাখা পাপ

দুহাতে জল কেটে এগোও, পরিষ্কার জলে আগুন রাখা

প্রেমের কোনো বয়েস নেই, মুখের কাছে নত হয়েছ শাখা

নমস্কার যে-কোনো পথ, নমো হে নমো যে-কোনো বেঁচে থাকা

বৃষ্টিভেজা বাংলা ভাষা

কে মেয়েটি হঠাৎ প্রণাম করতে এলে ?
মাথার ওপর হাত রাখিনি
তোমার চেয়েও সসংকোচে এগিয়ে গেছি
তোমায় ফেলে

ময়লা চটি, ঘামের গন্ধ নোংরা গায়ে,
হলভরা লোক, সবাই দেখছে, তার মধ্যেও
হাত রেখেছ আমার পায়ে

আজকে আমি বাড়ি ফিরেও স্নান করিনি
স্পর্শটুকু রাখব ব'লে
তোমার হাতের মুঠোয় ভরা পুষ্করিণী

পরিবর্তে কী দেব আর ? আমার শুধু
দুচার পাতা লিখতে আসা

সর্বনাশের এপার ওপার দেখা যায় না
কিন্তু আমি দেখতে পেলাম, রাঙা আলোয়
দাঁড়িয়ে আছে সে-ছন্দ, সে-কীর্তিনাশা !
অচেনা ওই মেয়ের চোখে যে পাঠাল
দু'এক পলক বৃষ্টিভেজা বাংলা ভাষা ।

মাঠে একটা বাড়ি

দুপুর পেরোই, ঝাঁ ঝাঁ গাছপালা
টেলিগ্রাফ তারে উড়ে বসে কাক

ওড়ে লাল ধুলো, শুখা ধানক্ষেত
কোথায় একটা কোকিলের ডাক

দুপুর পেরোই, রোদে মাটি ফাটা
হেলে আছে পোল ঢিবির মাথায়

ঢিবির ওপাশে বাড়ি না একটা ?
কে থাকে ওখানে ? একা বাড়িটায় ?

হে দুপুর, ওগো প্রখর দুপুর
যারা থাকে ওই গ্রীষ্মপাড়ায়

আমারই মতন, দেখো তারা যেন
দিনান্তে দুটো শাকান্ন পায় !

মেঘবালিকার পরিচয়

কে তোর পিতা ? রৌদ্রকিরণ
মাতা আমার সমুদ্র হন

বল দেখি তোর প্রেমিকটি কে ?
তাকিয়ে দেখো নিজের দিকে

এই এতকাল ছিলি কোথায় ?
ঝর্নায় আর খরস্রোতায়

জলের থেকে শরীর ধরি
সব উঠোনে ঝাঁপিয়ে পড়ি

আজ এসেছি তোদের বাড়ি
কোথায় আমার পুজোর শাড়ি ?

চোর

সেই চোর ঝোলা ভরে তারা নিয়ে আসে

ঝোলার ভেতরে ওরা এতক্ষণ ছটফট করছিল
নিজের পাড়ায় এসে চোরের সাহস বাড়ল
ঝুলি খুলে উড়িয়ে দিতেই
দলে দলে সব তারা ডানা ঝাপটে বসল গাছে গাছে

ঘুমপাড়ানি গাইল চোর :
বোসো তারা, থাকো তারা
আমার মেয়ের কাছে কাছে...

কবির কারখানা

বাচ্চাদের কথায় চলে আসি

বুকুন আর পাপুন ভোর থেকে
খালি বলছে বাঁশি কিনব বাঁশি
হুট বলতে বাঁশি কোথায় পাই
বাঁশি কি আর কেনা যায় রে ছাই
লেবুগাছকে বলা বরং ভালো
একটা পাতা একটা লেবুকাঁটা
তা-দিয়ে সুর যেখানে খুশি পাঠা
তা-দিয়ে ভোর যে কোনো দিকে আলো

পাড়ায় লেবু গাছই তো নেই মোটে
তাতেই বুঝি কাঁদার কথা ওঠে ?
বরং কারখানায় চলে আসি
দাঁড়া পাপুন বানিয়ে দিই তোকে
লেখা দিয়েই লেবুপাতার বাঁশি !

অস্ত্রের বিরুদ্ধে গান

অস্ত্র ফ্যালো, অস্ত্র রাখো পায়ে
আমি এখন হাজার হাতে পায়ে
এগিয়ে আসি, উঠে দাঁড়াই
হাত নাড়িয়ে বুলেট তাড়াই
গানের বর্ম আজ পরেছি গায়ে

গান তো জানি একটা দুটো
আঁকড়ে ধরে সে-খড়কুটো
রক্ত মুছি শুধু গানের গায়ে
মাথায় কত শকুন বা চিল
আমার শুধু একটা কোকিল
গান বাঁধবে সহস্র উপায়ে

অস্ত্র রাখো, অস্ত্র ফ্যালো পায়ে
বর্ম খুলে দ্যাখো আদুড় গায়ে
গান দাঁড়াল ঋষিবালক
মাথায় গোঁজা ময়ূরপালক
তোমায় নিয়ে বেড়াবে গান
নদীতে, দেশগাঁয়ে
অস্ত্র ফ্যালো, অস্ত্র রাখো গানের দুটি পায়ে...

গানপাগলা

যে দেশে সব গানপাগলা চল সে দেশে যাই
গীটারকে একতারা করে গাইছে সুমন সাঁই
লোহাপাথর ইঁটকাঠ সব অন্ন ক'রে খাই

অন্ন খোঁজার বড় ধকল
মা-সকল ও বাবা-সকল
এ করতে চায় ওরটা দখল
এই নিয়ে লড়াই ছি ছি এই নিয়ে লড়াই
গাইছে সুমন সাঁই...

অন্ন বস্ত্র সাতশো পাকে
বাঁধতে চাইছে রসক্ষ্যাপাকে

রস মারে তো কে আর রাখে
সব ক্ষ্যাপা সব ক্ষেপী মিলে আয় ঘুরে দাঁড়াই
গাইছে সুমন সাঁই...
যা চাই একার জন্য তো নয় সবার জন্য চাই

গান ভিক্ষেয় বেরোই গে চল
গান মানে তো এক ঘটি জল
একটি রৌদ্র আকাশ প্রমাণ,
একখানা ঢেউ একখানা গান
ওই মেয়েটি গানের সমান
চল ওকে সাজাই, ওকে সুর দিয়ে সাজাই
গাইছে সুমন সাঁই...

আমাদের বাড়ি

যত রাজ্যের পাগল এখানে জোটে
লাফিয়ে লাফিয়ে গাছ থেকে চাঁদ পাড়া
কপালে কপালে আটকানো শুকতারা
যত মিথ্যুক এ বাড়িতে এসে ওঠে

বারান্দাটাকে খুলে নিয়ে নাকি জলে
নৌকো বানাবে ! ঘর দুটো চুড়োগাছে
তুলে দিয়ে বলে, 'কোনো আপত্তি আছে
অরণ্যদেব খেতে আসছেন ব'লে ?...'

অরণ্যদেব ? বললেই বুঝি হল !
হল কি ? হয়েছে। ওই দ্যাখো, চোখ খোলো ;
আরে সত্যিই ! এ বাড়িটা গাছবাড়ি
মাটি কত নীচে, দু' দিকে পাতার সারি
জানলায় ঝুঁকে হৈ হৈ করে ওরা
অরণ্যদেব নীচে বাঁধছেন ঘোড়া
পরমুহূর্তে জঙ্গল নেই আর
দিগন্ত ছোঁয়া নীল রঙ পারাপার
সাগর না হ্রদ ? কাস্পিয়ানের জলে
বারান্দাটাই নৌকোর মতো চলে...

চলুক চলুক, গরীবের সংসারে
জুটুক যে-কটা পাগল জুটতে পারে

এসো উদ্ভট, যা ইচ্ছে, আজগুবি
নাড়াও তাহলে নৌকো, আমরা ডুবি !

সারাইওয়ালা

পিনাকী দুর্বল আর আমিও সবল কিছু নই
লাইট সারাতে যাচ্ছি, কাঁধে কাঁধে বৈদ্যুতিক মই
পিনাকীই পোষ্টে ওঠে, আমি নীচে থাকি
তারে ব'সে ডাকে কত চকরাবকরা পাখি
এক হাতে থাম্বা আঁকড়ে পিনাকী একপাক ঘুরে যায়
আমি দেখতে পাই পূর্ব পশ্চিম মৌসুমীবায়ু ধারণা বদলায়
পিনাকীর বিপরীতে আমি অন্য ল্যাম্পপোষ্টে উঠি
দেখি টরে টক্কা টরে মনে মনে জপ করে খুঁটি
সেইসব তারবার্তা হাওয়ার মুখের কথা ধরে
দুজনে সারাই লেখা, যা তোমার মুখে মুখে ঘোরে
দূরে কবিদের যুদ্ধ, পাশের পাড়ায় পড়ে কত মহারথী
কত অস্ত্রের ঈশ্বর
পোষ্ট থেকে নেমে আমরা হতাহত দেহ থেকে
তুলে নিই রক্তমাখা শর
পাখি করে উড়িয়ে দিই,
তারে বসে, ডালে বসে, কাঁটাবনে বসে তারা
গলায় কী সুর আছে, শোনো শোনো, সে-সব পাখির—
পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে কেউ গায় রবিক্ষ্যাপা, কেউ গায়
লালন ফকির !

মানুষ

চন্দ্রাতপ, চাঁদোয়া, সামিয়ানা
তলায় এসো যত ইতরজন
দৈ মিষ্টি সাপ্টে খাবো, উচ্চনীচ মন

নুলোর কাঁধে অন্ধ এল, খোঁড়ার পাশে কানা

চক্ষুময়ী, তুমিই সোনাদানা
তোমার পাশে বসতে পেলাম, তোমার হাতে জল
খেলাম, উঃ খেইচি ! অ্যাই, কত ভাগ্য বল !
আশীর্বাদ গাইবো এবার, ঢোল বাজা, বাজা না !

চন্দ্রাতপ, চাঁদোয়া, সামিয়ানা
আকাশ তুমি ঠিকই, কিন্তু আমরা তোমার ডানা !

সেতু

না যদি তমসা মাত্র ধ্বনি আহা বাধা দিও না তমসা মাত্রই ধ্বনি যদি
ধ্বনি তবে ঘুরঘুট্টি অন্ধকার গুমগুম রেলে ঘুম শেষরাত্রে ব্রীজে উঠল গাড়ি
ঘুমন্ত অবস্থা—উঁহু, অজ্ঞান অবস্থা—না তো, অমৃত অবস্থা মাত্র নাড়ি
টিকটিক চলছে কোনো পরীক্ষক নেই কিন্তু, বাইরে গাছ, নীচে নৌকো
ঊর্ধ্বে তারা, নদী...

নদী ঊর্ধ্বগামিনী না নিম্নমুখে স্রোত ফেলল, ব্রীজ ফেলল পাড়ে, দুই কাঁধে
হাত পড়ল, পাটাতন, এক দুই স্তম্ভ হল বুক ভেদ করে...রাত্রে এই
তমসাগাত্রের ধ্বনি, শোনো আগে বলতে দাও মাঝপথে বাধা দিতে নেই,
ধ্বনি ঠিকরে পড়ে জলে তমোধ্বনি ঝমঝম চাঁদ ফসকে পড়ে যায় ফাঁদে

ঘুমন্ত অবস্থা থেকে দ্যাখো একা নিশাকাল স্তম্ভে-জলে ঝিলিমিলি
দোল দেয় হতজ্ঞান চাঁদে...

শ্রম

রাত্রি জেগে শ্রমকাল উদ্‌যাপন, দিন জেগে মহীরুহ রোপণ-উৎপাটন
মোহর সন্ধান ক'রে ল্যা-ল্যা হয়ে ঘোরা এবে স্থগিত, মুলতুবি, লক আউট !
মোহ বলতে মহিলার রঙ, মনে বিচ্ছুরণ, জিহ্বাকে রক্তাক্ত করা উট.....
নিশিজাগরুক ব্রত ঘুমে ঢলে ঢলে পড়ছে, স্বপ্নে শিক্ষকতা করো পঠন-পাঠন !

শ্রমের সীমানা শ্রান্তি ; কল্যাণ, শ্রীবৃদ্ধি, ঘট, ঘটে গাছ বসানো-ওঠানো
তা-ই বৃক্ষকল্প, তা-ই দুদিনের কলাবউ, অল্প একটু বিশল্যকরণী
তা-ই সই, 'মা গো দুটো ভিক্কে দেবে ?' 'ভিক্কে ! উঃ ! ছাই দেবে !'
'তা-ই দাও, হাত আসুক, মণি,
সাপের মাথায় উঠে নাচো মা ঠাকরেণ, তাকে সাক্ষাৎ, জাগ্রত ব'লে মানো'

দিন জাগলে মহীরুহ, রাত্রি জাগলে বিদ্যারত্ন, সন্ধে-ভোরে নেই জাগাজাগি
ফলের পতন হল, শ্রীজ্ঞান বৃক্ষের ফল, কত পরিশ্রমে ধরা, ধারে কাছে তার পরিচয়
ফাঁস করবার ব্যক্তি নেই কেউ, কী হবে গো, দ্যাখোই না, ওই ওই,
ঠিক যা যা ভয়
করছি, তা-ই হল, ইস্, হে আদম শেষে কিনা
ঝোপ থেকে বেরিয়ে সব খিন্ন, লোভী, রুগ্ন, ছ্যাঁচড়া, রাগী
শেয়াল কুকুর হায়না বিল্লি বুলডগ বেজি ফ্যাঁ-ফিঁ-খেঁউ-হ্যাঁক শব্দে
করছে ওই ফল ভাগাভাগি...

অভিজ্ঞতা

রহ অগ্নি, রহ ক্রোধ, ডিগিডাঁই বাজনা রহ রহ
এসো অন্ধ পতঙ্গের দল রক্ত পতঙ্গের গায়ে দাও ঢেলে পথিকৃৎ
বহো সুরা, বহো সার, ঝাঁঝে প্রাণ অতিষ্ঠ করহ
চলো ক্ষুব্ধ তরঙ্গের তরী গ্রীষ্মপথগামী চঞ্চল পাখনায় চলো শীত

সহো অগ্নি, সহো ক্রোধ, ধরহ গোক্ষুরসর্পমুখে
শায়িত সহস্রযুগ ভূর্জপত্রলিপি, তাতে খোলো মৃত লেখকের চোখ
সাপ খাই, টিগিটাঁই জগাই মাধাই নাচছি সুখে
কে উঠেছ পারাপারহীন স্তব্ধ সমুদ্রের স্তব্ধ ফেটে চাঁদের জাতক

কহ অগ্নি, কহ ক্রোধ, ঠাঁইঠাঁই থাবড়া মারো মারো
জ্বলো রক্ত পাথরের দৈব জ্বলো জনতার, এ পাষাণে যে দাঁড়াবে রুখে
অদ্য যদি লাস্ট নাইট তাক বুঝে আধলা ইঁট ঝাড়ো
চলো অভিজ্ঞতা, পথে পাহাড় দণ্ডায়মান :
জল বাঁকছে, ক্ষুধা খেলছে,
গ্রাম ডুবছে দিগন্তের পারে কী কৌতুকে...

সময়যাত্রী

সে-কাল অতীতকাল, সে-দেশ অতীত কোনো দেশ
সে-মেঘও অতীত মেঘ, সেই সূর্য সূর্যেরও অতীত
সেই জল আদি সিন্ধু, পাশাপাশি শুরু আর শেষ
দুটি দ্বীপ ভেসে যাচ্ছে, দুহাজারকোটি গ্রীষ্ম শীত

সেই গ্রীষ্মে নৌকা লাগল, সেই শীতে পা ফেলে যাত্রীটি
পা রাখে যাত্রার বাইরে, না-হওয়া শরীর খুঁজতে চলে
চাঁদ আবছা হয়ে যায়, তিথির পিছনে আবছা তিথি
ভাসে আর ডোবে আর, ফাঁকা নৌকা দোল খায় জলে...

একটি রূপকথা

'মনে হচ্ছে ঘুমপাড়ানি গান'
'মনে হচ্ছে ভ্রমরগুঞ্জন'

অন্ধকার কতরকম পাঠ
জলের ধারে ঘুমোয় কাশবন

কেউ দেখেছে চোরাচালান, লাশ
কেউ দেখেছে জ্যোৎস্নাভরা মাঠ

মাঠের পাশে দাঁড়িয়ে আছে ধান
কোন কালের ভাঙা এক্কাগাড়ি

উই ধরেছে, ঘাস উঠেছে গায়ে
যাত্রী কই ? কোথায় কোচোয়ান ?

ঘাসের উপর গয়নাপরা মেয়ে
মেয়ের গায়ে জন্মে গেছে ঘাস

ও কার গাড়ি ? ও কার ভাঙা বাড়ি ?
নদীর ধারে কাদের ও শ্মশান ?

ওই মেয়েটি দুতিন শতক আগে
ওখানে ওই চিতায় আধপোড়া

ভাঙাবাড়ির পোড়া দরজা ঠেলে
বেরিয়ে আসে আগুনজ্বলা ঘোড়া

দাউদাউ সে লাফায় নদী জলে
সাঁতার কেটে নিমেষে নদীপার

পিঠের ওপর ঘাসের মেয়ে বসে
সকল ঘাস হয়েছে অঙ্গার

সন্ধেবেলা এমন উপকথা
অন্ধকার নিয়ম করে পড়ে

ঘোড়ার হ্রেষা, মেয়ের চিৎকার
দুইশতক তিনশতক পরে

আবছা হয়ে আসেও, মিলেমিশে
মনেই হবে ঘুমপাড়ানি গান
মনেই হবে ভ্রমরগুঞ্জন

অন্ধকার লুকিয়ে নেবে পাঠ
জলের ধারে ঘুমোবে কাশবন।

রাত্রে কী কী মনে পড়েছিল

সেই সব বৃষ্টিপাত
বৃষ্টিপাতের ভেতর শোয়ানো সেইসব মৃতদেহ
মৃতদেহের ওপর আঘাত করা সেইসব হাওয়া
হাওয়ার সামনে কাঁপা কিন্তু ফুলে না ওঠা সেইসব
শবঢাকা কাপড়
কাপড়ে মুখ দিয়ে টানতে থাকা সেইসব রাতজাগা কুকুর
চিৎকার করে কুকুর তাড়ানো সেইসব ডোম
অর্ধনগ্ন, উবু হয়ে বসা ডোম
ডোমের পাশে শুইয়ে রাখা সেইসব লাঠি
বৃষ্টিতে না-জ্বলা কলকে
না-জ্বলা চিতা
দূরে দূরে সেইসব না-জ্বলা চিতা

চিতার পিছনে আঘাটা
সেইসব আঘাটায়, জল থেকে উঠে বসে আছে
শবের মায়েরা
থান কাপড়ের ঘোমটা দিয়ে,
বহুকাল পর জল থেকে উঠে বৃষ্টি থেকে নেমে

সাদা পুঁটলির মতো বসে আছে শবের মায়েরা
পোড়ানোর সময় যাতে তারা
সন্তানের পাশে পাশে থাকতে পারে
পোড়ানোর সময় যখন মৃতের মনে পড়বে
রেখে যাওয়া স্ত্রী-র কথা
প্রেমিকের সঙ্গে পালিয়ে যাওয়া একমাত্র মেয়ের কথা
অমীমাংসিত সম্পত্তি আর বন্ধুর বিশ্বাসঘাতকতার কথা
মনে পড়বে প্রথম ইস্কুলে যাওয়ার দিন আর
এতদিন দেখতে-না-পাওয়া
নিজ মৃত্যুর অপ্রতিরোধ্য কারণটিকে—
যখন সে ধড়মড় করে উঠে বসতে চাইবে চিতার ওপর
শেষবারের মতো
আর তাকে সপাটে ভেঙে শুইয়ে দেবে ডোমের লাঠি
তখন যেন সেই আগুন জ্বলা খুলির ওপর তারা রাখতে পারে
বহুকালের হেঁসেলঠেলা বাসনমাজা হাত
গলে যাওয়া সেই চোখের উপর বিধবা আঁচল ঢেলে দিয়ে
বলতে পারে
অস্থির হোস নে বাবা, এই তো, এই তো, আমি তোর মা,
এই তো, তোর পাশেই !

সীমন্তে বিদ্যুৎ

যে-গাথা কবিতাময় মেঘ তার সীমন্তে বিদ্যুৎ...

যে-জ্ঞান তর্জনী তুলে শাসায় সে-হস্তী যায় পাঁকে।
যে-নাসা অত্যুচ্চ, যে-পা মাটিতে পড়ে না, শূন্যে থাকে,
যে-চক্ষু সন্ধান করে ত্রুটিসূত্র, ফাঁকফোকর, খুঁত—

সে-চোখে সংবৎসর অশ্রুর বদলে ঝরে কাদা
সে-নাসা সন্দেহ গন্ধে বনে বনে ফেরে সবসময়
সেইসব পদভার কাঁটায় কাঁকরে ধন্য নয়

তোমার আমার পায়ে যাত্রাক্ষত, কষ্টে ক্ষত বাঁধা

তাতে অনুতাপ ? কেন ? চলতে গেলে ক্ষত বাঁধতে হয়
যে-ক্ষত কবিতাময় মেঘ সে সীমান্তহারা জয় !

কাজ

শ্রমযাত্রা, অশ্বশক্তি, ধুলোঘূর্ণি, চাকা
চাবুক, দিনের শীর্ষ, রক্তসূর্যমুখ
দাসরক্ত, শক্ত ঘাস, শেষ ধূকপুক
ঘোড়া ছুটে গেল—দেহ, পথে ফেলে রাখা

শ্রমযাত্রা, ঘাম, তেষ্টা, ওজন, হাঁপানো
ধোঁয়া ওঠা পেশী, হেঁইয়া, সূর্যে কাঁধ, ঠেলা—
দিন টপকে ফেলে দেওয়া, শূন্যে রঙখেলা
সকালে আবার আসবে, সকলেই জানো

হে বিশ্রাম, সন্ধ্যাকাল, ওগো সাঁঝবেলা
ঘন হও, হাতে হাতে সস্তা মদ আনো !

তট

সমুদ্র, ধীবর, নৌকা, জল, অন্ধকার !
ঢেউ ছলাৎ, জলশক্তি, বয়া ও সৈকত ।
দলবদ্ধ রাত্রি পাড়ি । লুণ্ঠন, তাকত ।
একা শয্যা । ত্যক্ত নারী । ঢেউ, তুমি কার ?

আকাশ । তারার পর তারা, হরির লুট...

ধাক্কা, ঝপ, হাবুডুবু, বৈঠামার, ভয় !
কে গেল ? কার মাথা ? সঙ্গী ?
ছিল । আর নয় ।
দিগন্তে মোটরলঞ্চ । টর্চ, উর্দি, বুট...

জলে রক্ত ? কী ওখানে ? বয়া নাকি মাথা ?
নিঃশব্দ সমস্ত বয়া এক শিকলে গাঁথা

ভোরের সৈকত একটি মৃতদেহ পায়...

দূরেই, নারীটি নামে স্নানে, সাঁতরায়...

আসমুদ্র জলশক্তি, কিছু আসে যায় ?

খেলা

খেলা ? সূর্য। খেলা ? চাঁদ। ভানুমতী, জাদুর উপরে...
মাথা মাটিগর্তে পোঁতা, পা চালায় শূন্যে সাইকেল
থালায় ঠুংঠাং চাঁদ, ঠং সূর্য, খেল খেল খেল...
জাদুর কড়াই, তাতে শত পুরোহিত মন্ত্র পড়ে

কটাহ, নরকবাস, তেলে সিদ্ধ পাপ রকমারি
স্ত্রী ত্যাগ, পানীয়ে বিষ, হত্যা সহকারী, মিথ্যা সই
উৎকোচ, অপর নারী, দাদাদিদিছবি-ভর্তি বই—
ক্রেতা-বিক্রেতাকে, দাতা-গ্রহীতাকে চেনো ? চিনতে পারি

চিনে কী-বা করবে, জাদু ?
... জাদুর আকাশে উড়ছে মই
পাপসূর্য, পাপচাঁদ, উঠে যাও, মা ভৈ মা ভৈ

জটা

জ্ঞানশীর্ষ, জটাধারী, গামছা না, বল্কল
শয্যা তো ঘাসের, গায়ে চলে-ফেরে কীট
তপস্যা মুক্তির, মুক্তি অতি শক্ত ইট
মাথা ঠুকলে ঢিবলি হয়। জটা গললে জল

জল অমনি স্রোত হল। স্রোত থেকে প্লাবন
গেল গেল শাস্ত্র পুঁথি ধর্ম যথাতথা
হাতে ঠেকল তত্ত্বতৃণ, পায়ে ঠেকল জটা
কে বা বলবে একরাত্রে কী ঘটল কখন

জ্ঞানখণ্ড পড়ে রইল অরণ্যের ধারে
যদি বল্মীকেরা এসে স্তূপ গড়তে পারে

খনি

ধাতুশব্দ। যন্ত্রাঘাত। গাঁইতি ও শাবল।
মাটির তলায় মাটি। শিলা নিম্নে শিলা।
উপরে বালুর মাঠ। ফণীমনসা। টিলা।
ভিতরে হাড়গোড়-ভাঙা 'দ' শুয়ে : কঙ্কাল।

ভয় পেয়ে উঠে আসে খনকের দল
দমচাপা গন্ধ, নাকে আটকানো রুমাল
তদন্ত, বিজ্ঞান, সূত্র, সংবাদের ঢল...
হাড়ের আঙুলে আঙটি। পুরুষ ? মহিলা ?

কঙ্কাল চালান হয় পুরাকীর্তি ঘরে
খুঁড়তে খুঁড়তে আরো নামে খনকের দল
কঙ্কাল আবার খোঁজে শরীরের লীলা
শরীর, সে কঙ্কালের মূর্তিরূপ ধরে

উপরে দাঁড়িয়ে থাকে মাঠ, মরুটিলা
নীচে মাটি, খনিকার্য, শিলা নিম্নে শিলা

পাঠকর্তা

স্তব্ধ বিদ্যা। জলমগ্ন। বহুদিন শীর্ষটুকু জেগে।
পাঠকর্তা নেই। দূর তীরপ্রান্তে ঝাউ, নারিকেল।
এই তীর পরিত্যক্ত। লোকহীন। সকাল বিকেল
একটি করে জলযাত্রীযান শুধু যায় দূর দিয়ে।

স্তব্ধ বিদ্যা। জলমগ্ন। ঘুমে নয়, অহোরাত্র জেগে
স্বপ্নদষ্ট হয় : ওই পাঠকর্তা ! ওই তো ডুবুরি
সাঁতরে আসছে—ওই ওই—কাঁধে একটা আটকে থাকা ঘুড়ি,
ছেলেবেলাকার ছাদে, উড়তে গিয়ে, ইস্, গাছে লেগে...

স্তব্ধ বিদ্যা। জলমগ্ন। কে আসবে ? কে করবে রত্ন চুরি ?
বিদ্যার মাথায় বসে পাখি, বলে : এসো আমরা উড়ি !

গ্রন্থ

শ্বাস। মৃত্যু। তারা। শব্দপাত।
ধ্বনি বৈ নয়। ছন্দধ্বনি।
কূলে চূর্ণ নিশা। সূর্যাঘাত।
ধ্বনি-গ্রন্থ খোলে : গ্রন্থ খনি।

এ আখ্যানে পুনশ্চ খনক।
অক্ষরে ঠকাং লোহা। ঠাস্।
মরা জন্তু। জ্যান্ত দাঁতনখ।
মাটি চাপাপড়া ক্রীতদাস।

মাটি আর জলই ইতিহাস।
বাতাস ? হ্যাঁ তাও। কে বিজ্ঞানী
মাটি শক্তি অগ্নি কর গুনে
গ্রন্থে ধরে রাখে, আমরা জানি।

সে-গ্রন্থের উলটোপিঠে গেলে
সে-ই হল কবি ও কথক
সেই পিঠে ব্রহ্মাণ্ড উনুনে
চড়ানো হয়েছে....
রান্না হোক !

রঙ

জলযান। রক্তিম বিনাশ।
অতিক্ষুদ্র ঝিনুকমালারা
শায়িতা বালুর তীরে—যারা
আগের জন্মেই ছিল ঘাস।

জলযান। রক্তিম বিনাশ।
ধ্বংসবস্তু। ডুবোশৈল-স্তূপ।
তার উপরে অস্তসূর্য, চুপ।
রঙ। কী সুন্দর !
পাশে লাশ।

ধ্বংসে রঙে ঘুমোয় স্তব্ধতা
শবে, শৈলে, ঝাউয়ের মাথায়
নির্বিকার উঠে নেমে যায়
উদয়াস্ত রঙের দেবতা।

কাল

বলো ক্ষণ, দণ্ড বলো ; মুহূর্ত, নিমেষ—বলো কাল।
দীপক জ্বলন্ত চিতা শূন্যের ওপরে ধিকিধিকি
ও চিতার পাশে গিয়ে আমি কোনোদিন দেখেছি কি
শবের হাড়গোড় ফাটছে ? জল বেরোচ্ছে ? সামনে সরু খাল
চুপ করে শুয়ে ভাবছে কখন সে ভস্মমাখা নাভি
গিলে নেবে। দূরে একটা গাছ, তার পাকানো ঝুরিতে
উঠছে লাখ লাখ পিঁপড়ে। ভেঙ্গে রাখা শাঁখায়, চুড়িতে
লেগেছে সিঁদুর গুঁড়ো, ঘাসে জ্বলছে কাচের নাকছাবি...

একে বলো দণ্ড, কাল ; কোষা থেকে ঢালো গব্যঘৃত।
যত খেতে দেবে তত চাইবে আরো, বেড়ে যাবে নোলা ;
যারা অন্যদের পায়ে দূর থেকে দুধ-ঘি ঢেলে দিতো
আজ তারা দেখুক ওই শূন্যের ওপারে ওঠে হোম ;
মাথায় জড়ানো সাপ, হাতে লাঠি, সমস্ত গা খোলা—
দাঁড়িয়ে নিজের মড়া নিজেই পোড়াচ্ছে ভোলা ডোম !

অগ্নিকাণ্ড

চলো অগ্নিকাণ্ডে জল টিন টিন বালতি বালতি সম্পূর্ণ পুকুর
ধাও ধাও সমরক্ষেত্রে ঢং ঢং দমকল তিন তিনখানা ইঞ্জিন
একযোগে ঘটনাস্থলে ছুটে যাও গেল গেল বাঁচাও বাঁচাও আশা ক্ষীণ
ইঞ্জিনের পিঠে মই লম্বা করো দাঁড় করাও বাড়ি ভেদ করে উঠছে ধোঁয়া
টিন টিন বালতি বালতি বাড়ির মাথায় ঢালো হোসপাইপ সম্পূর্ণ পুকুর
ছাদে ও কার্নিশে শিখা গায়ে শিখা বাতায়ন পথে মায় ব্যাঙ্কের সাইনবোর্ড
নীচের দোকানঘর তক্
ছোটবেলাকার খেলা ইটকাঠ সিঙাড়া ও বুলবুলি মস্তক

সবসুদ্ধু কাঠ পুড়ছে চটপটাস রঙ গলছে লোহা পড়ছে বীম বীম
আগুন ছেলের হাতে মোয়া লাট্টু মোয়া
হাঁড়িকুড়ি বাচ্চাবুড়ো দুদ্দাড় সিঁড়িতে ধুপ তা ধিন তা ধিন
ক্যাশবাক্সে রাখা প্রাণ নাগাল পাচ্ছে না দূরে হে সৌরমণ্ডল ঘুরছো
জলজ্যান্ত আগুনের রিং
রিং-মধ্যে লাফ দিয়ে এপার ওপার করছে
কবি বিজ্ঞানীর শব্দ দিনরাত্রিদিন...

যাত্রী

ধ্বংসমুখ। যাত্রাক্রম
শিকারি আর শিকারশব
গড়িয়ে যায়

হত্যা বেশি, মৃত্যু কম
এ যাত্রায়

থমকে যায় যাত্রীদল
সামনে নীল পাহাড় মুখ
ধ্বংসমেঘ, মেঘের ক্রম
রাত্রিময়

তলায় খাদ, বিপদঘুম
পাহাড়মুখে ঝাপসা ধূম

চাঁদের পেটে ভ্রূণোদ্গম

যাত্রীদল
আবার ভরো খাদ্যজল
ঘাপটি মারো
বেরিয়ে এসো
এগিয়ে যাও

নেশা কোথায় ? লাগাও দম !

সংকেত

সংকেত। ইশারা। চিহ্ন। জ্বলে ওঠা কূপ।

কী বলে মর্মর ? ঢেউ ? পাতা-খসা বন ?

মাটিতে সমস্ত রাত উৎকর্ণ শ্রবণ
যদিও সে মাটি স্তব্ধ। আদিগন্ত চুপ।

চুপ অগ্নি। রাত্রিকাল। নিশ্চুপ প্রস্তর।
অপেক্ষা। কথা কী ফুটবে একজন কারো ?
আমাদের যে প্রথম কথা বলতে পারো
সে-ই শব্দপিতা।
ভাষা, তৈরি করো ঘর।

ভাষার আইন, মন, নিয়ম, শৃঙ্খল
গাঁথা হয়ে ওঠে, শুধু এক স্তব্ধ জল
নীচে নেমে গিয়ে কত কত দীর্ঘকাল
শুয়ে রইল একা। পিঠে গড়ে নিল ঢাল।

সে অবচেতনা। শক্তি। কূপ। সে-ই কারা।
কবি, সে-গহ্বরে ফ্যালো স্পষ্ট কোনো তারা

ওই দ্যাখো, মাঠের মধ্যে আগুন-ফোয়ারা !

গ্রামে, স্তব্ধ এক উন্মাদিনী

মা বসে রয়েছেন জলকাদায়

মাথায় টুপটাপ টগর ফুল পড়ে
পাখিরা আসে, বসে, উড়েও যায়

বাঁশের মাচা বাঁধা, নৌকো এসে লাগে
ওদিকে ভোঁ বাজায় কাপড়কল
আজ তো হাটবার, সমানে পার হয়
মানুষ সাইকেল গরুবাছুর

লোকেরা থলে আর টিফিনক্যারি হাতে
খেয়ায় দুদ্দাড় ওঠে নামে
অদূরে ইটভাঁটা, কুলিকামিন, কাজ,
মাটিতে রাখা টেপ, হিন্দিগান

কেবল বটগাছ আস্তে পাতা ফ্যালে
কেবল রোদ এসে পা ছুঁয়ে যায়

মা বসে রয়েছেন জলকাদায়

রাত্রে ঘন ঘন বজ্র এসে পড়ে
দ্যাখে না কেউ, সব ভয়ে লুকোয়
ব্রহ্মতালু খোলে, বজ্র ধরে নেয়
জানে না কেউ, সব ঘুমে বিভোর

সকালে গাছেরাও বলে না কোনো কথা
নদীও একমনে স্রোত পাঠায়

স্তব্ধ শীত আসে—গ্রীষ্ম যায়

মা বসে রয়েছেন জলকাদায়...

মা আর উন্মাদ পুত্র

অন্ধকার পরমহংস, লতাপাতায় ঢাকা,
দীঘির ধারে পরমহংস, দীঘি বনের পাড়ে
গাছের নীচে বাড়িটি কত আড়াল দিয়ে রাখা
বনের ছাদে দাঁড়িয়ে কেউ উঁকি দিতেও পারে

অন্ধকার পরমহংস, শ্যাওলাভেজা পাখা
মগজে লাল ধুলোর স্তূপ, নিঃশ্বাসেও বালি
ওড়াও নেই সাঁতারও নেই মাটি কিংবা টাকা
দীঘির ধারে আপন মনে শ্লোক বলছে খালি

অহোরাত্র দিবসনিশি সূর্যচাঁদ ঘিরে
পাক খাচ্ছে দীঘি ও বন, দীঘির ধারে বাড়ি

বাসিন্দা তো মা আর ছেলে, মায়ের ছেঁড়া নাড়ি
ছেলের এখন প্রৌঢ় বয়স, চাঁদ পড়েছে শিরে

চাঁদ পড়েছে, ফেটেও গ্যাছে, মগজ ধুলো ঢাকা
মা রাঁধছেন সন্ধেবেলা, শোকের দিকে ফিরে
মা শুতে যান ঠাকুরঘরে—
তক্তপোষ ফাঁকা !
ছেলে কোথায় ? ছেলে কোথায় ?
গাছপালার ভিড়ে

জোনাক জ্বলে থোকায় থোকায়, রাত্রি চলে ধীরে
লণ্ঠনের আলোয় এই বাড়িটি পায় পাখা
উড়ে বেড়ায় আকাশে তার ডানায় তারা ঢাকা

ঘুম আসেনি, মা শুয়েছেন মেঝেয় পাশ ফিরে

মাথা খারাপ পরমহংস একা দীঘির তীরে···

মা-ও যেন কবিতা লেখেন

পাঁচপ্রদীপের শিখার ওপর হাত

পাতায় নিয়ে সামান্য ওমটুকু
তোদের মাথায় ছোঁয়াই খোকাখুকু
কিন্তু কখন কেউ জানে না কবে
এ হাতখানি পঞ্চপ্রদীপ হবে

মাথার ওপর থমকে দাঁড়ায় রাত

টেবিলবাতির তলায় খোকাখুকুর
স্বাধীন বই, চিরস্বাধীন মুকুর

বইয়ের দুটি হাতের মধ্যে হোম
ছেলেমেয়ের মনের ওপর থেকে
দূর হয়ে যা যক্ষ রক্ষ যম !

শুভরাত্রি-লেখা মেঘ

উৎসর্গ : জন কীটস (৩১ অক্টোবর ১৭৯৫—২৩ ফেব্রুয়ারি ১৮২১)

এক

সেসব চিঠির পৃষ্ঠা উড়ে উড়ে চলেছে এখনো
জলের ওপর দিয়ে, পর্বতমালার পাশ দিয়ে
ঝর্নার আরম্ভ থেকে এক মেঘ দু'মেঘ এগিয়ে
চাঁদ উঠবার থেকে অন্ধকার ঋণ নিয়ে কোনো
আসন্ন সন্ধ্যার দেশে, ওড়ে সব চিঠি, তা-তে এসে
একটি নাইটিঙ্গেল পাখি ফ্যালে পায়ের আঁচড়
পাখির পায়ের সঙ্গে আবছা হয়ে মুছে যায় কয়েকটি অক্ষর
সেইসব অক্ষরের উঠে-যাওয়া রেখাগুলি শেষে

নিজেরা নিজেরা মিলে বানিয়েছে গাছ আর লতা
যেসব গাছের নীচে, যেসব লতার অন্তরালে
একজন কবি এসে মাঝেমধ্যে বসেন, কপালে
দু'একটি চিন্তার ভাঁজ মনে সদ্য অসমাপ্ত লেখাটির কথা :
এখন আকাশগামী লেখাটি কোথায় উড়ছে ?
কোন অক্ষ ধরে ?
দিগন্ত রেখার ঠিক কত ডিগ্রি নীচে বা উপরে ?

চাঁদের আরম্ভ থেকে এক মেঘ দু'মেঘ আগে পরে...

দুই

সব ছন্দ অনিশ্চিত। রাস্তা, কাজ, পাতা ও পাথরে
সমস্ত সংকেত, বজ্র, অনিশ্চিত। সামনের শাখায়
যে-কজন চেনা-অচেনা ফুল আসে, সহসা তাকায়
পূর্ণ বা আধেক চোখে, যেতে আসতে খুব লক্ষ্য করে
তারা সব অনিশ্চিত। মেঘ কিংবা মেঘের দেবতা
মাথার উপরে কত ছায়াস্তূপ জলভাণ্ড ভ'রে
ঘোরে সারাদিন, শেষে, পথশ্রান্ত পথিককে ধ'রে
গাথা নিষ্কাশন করে, টানে ছন্দ, সংকেত, বারতা—

তারও টান অনিশ্চিত। এই গাথা, পাতা ও পাথর,
ফুল বা প্রশাখা, মেঘ, অথবা মেঘের অধীশ্বর,
(যদি কেউ থাকে), ছায়া, রৌদ্রব্যাপী—আর বিপরীতে
মাটিতে শোয়ানো পথ, আঁকাবাঁকা গ্রীষ্ম, বর্ষা, শীতে—
এই ভ্রম, এই আবিষ্কার—অনিশ্চিত, অনিশ্চিত সবই···
শুধু ও তাকানো সত্যি, শ্রম সত্যি পথে পথে, সত্যি ওই
পথিক বা কবি···

তিন

শোও, ভোর হয়ে এল, শোও এই হাতে মাথা রেখে
শোও, কথা নয় আর, রাতজাগা উচিত না তোমার

অসুস্থ শরীর নিয়ে দ্বিশতবৎসর রাত্রিপাত

জানলায় তারকা পড়ে। লেখার টেবিলে রাখা হাত
থেঁতো হয়ে যায়, তবু
তারকা কাঁচের পাত্রে রেখে
তার ঘূর্ণি, ছটফটানি, উবে যাওয়া—ভ্রূক্ষেপও করো না,
রাত্রি যায়...
ভোর এসে দাঁড়ায় থমকে, টেবিলের কাছে...

শোও আয়ু পূর্ণ হলো, যূপকাষ্ঠ হাত পেতে আছে!

চার

এখন সূর্যাস্ত হচ্ছে তোমার কবরে।

তোমারই কবরে এসে, গ্রন্থে রেখে ঠোঁট
ওরা বাগ্‌দান করছে। ও বই তোমারই।
আর ওই তরুণী
ওকে দেখতে পাচ্ছ তুমি? দেখতে পেলে কী বলবে, শুনি?
তুমি তো অমন কোনো মেয়েকে কখনো
পাওনি সম্পূর্ণ ক'রে!
ও-ওতো তোমাকে
কখনো পাবে না তাই তোমার গ্রন্থকে
এমন চুম্বন করছে।

ও কবি, ভূগর্ভ থেকে উঠে
এখনই দাঁড়াও সামনে—
চুম্বন ফেরৎ দাও ওকে !

পাঁচ

হেথা যে শায়িত তার নাম লেখা জলে...
যদি ছুঁই সেই নাম
যে হাতে ছুঁয়েছি সেই হাত ভেসে চলে
কত-না নগর, কত গ্রাম

নিরুদ্দেশ নৌকা হয়ে কত ঘাট পার করে...
শেষে হাত স্বর্গ পায় কত
উচ্ছ্বসিত, ফেনপূর্ণ, যে স্বর্গ পেয়েছ তুমি
হে ক্ষতবিক্ষত !

ছয়

তোমার জীবন নিয়ে একলাইনও লেখা অসম্ভব ।

দু'দুটো ফুসফুস ভর্তি জ্বলন্ত কাঠকয়লা, আর
না-মেটা সমস্ত তেষ্টা, মাথাভর্তি মরুবালুকার
ঝড়স্বপ্ন, ঝড়ের বাস্তব...

এরা কি বহনযোগ্য ? এদের কি বর্ণনা সম্ভব ?

এরা সব চিঠিপত্র, এরা তো স্তোত্রের পাখি,
শরৎ, গ্রীসিয় পাত্র,
স্তব...

সাত

কবিদের নীল পরিবার ।
পিতা মৃত, সামান্য বয়সে
মাতার বিবাহে নীল তা-ও
ভাইদের যক্ষ্মা ও প্রবাস ।
প্রেম নিয়ে অশান্তি, কিন্তু
যদি এনে দাও
সে নিতে পারবে না, তার
মৃত্যু এসে নেবে—
কবিদের পরিবার নীল ।

দূরে ওই বনান্তের পারে তারা
একসঙ্গে বসেছে
সামনে এক গাছ-ঘেরা ঝিল
ঘাসে রাখা বেতের বাস্কেট
রমণীরা উল বুনছে, গাছে পিঠ, সাজাচ্ছে খাবার
অদূরে ঘোড়ার গাড়ি, অদূরে পুরুষরা, হাতে তাম্রকূট, তাস ?
মহিলা, সামান্য বড়, কী বলছে অন্তরালে, কিশোর
কবিকে ?
সে ছেলেটি
গভীর লাজুক ভাবে হাসে
ঝিলে দুলে ওঠে জল
কবিদের পরিবার এ-ঝিলের পাশে
বিচ্ছিন্ন হবার আগে, দু'চার পলক মাত্র,
সাময়িক শান্তি পেতে আসে...

আট

I see you meet me at the window.

এই অন্ধকার জানলা।
জানলার পরেই শুরু জল।
যা কিছু জানলার বাইরে
বাগান, সমুদ্রতীর, আলোয় বেড়াতে-আসা শিশু
ও মহিলাদল
সমস্ত উধাও
ঘরে জল ছিটকে আসে।
কালো গাছ ভেসে আসছে জলে
কাশির দমকে কাঁপছে
ডালপালা ঝাঁকড়া মাথা তার...

জলের ওপরে হেঁটে প্রেমিকা দাঁড়িয়ে পড়ল
ভেঙে ভেঙে ভেঙে যাচ্ছে
ছবিজল, ছবিজল
জল ও প্রেমিকা একাকার...

নয়

Send me the words 'Good Night' to put under my pillow.

প্রেমিকাকে অনুনয় করেছিলে, মৃত্যুর এক বছর আগে
একফালি কাগজে শুধু 'শুভরাত্রি' লিখে

যেন সে পাঠায়, তুমি
বালিশের নীচে নিয়ে শোবে।

এখন রাত্রির দিকে তাকালেই দেখি
তোমার ফুসফুস থেকে জ্বলন্ত কয়লারা বার হয়ে
আকাশে আকাশে জ্বলছে !
জ্যোৎস্নারা ঠিকরে পড়ছে সকল গাছের পাতা থেকে

শুধু 'শুভরাত্রি' লেখা এক খণ্ড মেঘ
চাঁদের তলায় এসে থেমে গেল।
ও বোধহয় জানে
তোমার ঘুমন্ত দেহ শুয়ে আছে চাঁদে মাথা রেখে !

দশ

আজ নয় অন্ধকার, আজ নয় দুরত্বপাথর
আজ নয় দগ্ধলেখা, নয় মাথা ঠোকার দেওয়াল
নয় পাপ, স্বীকারোক্তি, কান্না, অনুশোচনার ঘর
নয় বুকভাঙা কাম, শোকে তেতে ওঠা লৌহজাল

আজ শুধু খোলাচাঁদ, আজ শুধু তারা চোখে পড়া
একা উদ্‌যাপন আজ,
একাকী দ্বিশত পূর্ণ করা !

এগারো

ভাইয়ের কবর।

ফিরে আসা ঘাসমাটি ফুলপাতা ছড়িয়ে...

বাড়ি ফিরে অন্ধকার ঘর
অসমাপ্ত হাইপেরিয়ন।

কবরের পাশে আর লেখার দুধারে কাঁটাবন

ভাইয়ের কবরে আমি শুতে যাবো ভাইকে জড়িয়ে...

বারো

মুখ থেকে যত রক্ত উঠেছিল—ততই কবিতা।
চিঠির অক্ষরও তত।

পঁচিশ বছর চার মাসে
যা কিছু লিখেছ, সব আজ
ঢেলে ফেলি ঘাসে।
বলি, সব প্রাচীনতা, নষ্ট বলি, বলি সব মিথ্যে, ভুল, বৃথা !

দূরেই ফসল দুলছে মাঠময়, তার পারে রক্তমুখ
সূর্য উঠে আসে
ভোরবেলা...

মুখ থেকে যত সূর্য বেরিয়েছে—তা সবই কবিতা !

তেরো

একবার অজন্মা হাতড়ানো
একবার হাতে শস্যমুল

একবার ভোরের উৎস খুঁজে
ছুঁড়ে দেওয়া সূর্যমুখী ফুল

একবার পরীদের পাওয়া
একরাত্রি পূর্বাচলে বাস

একবার ফিরে দেখতে আসা
সেই রাত্রে ঘুমোনোর ঘাস

একবার কবির দু'ডানা
খুলে নিয়ে পরীকে পরানো

একবার পরীর হাস্নুহানা
বলে, কবি, এসো, দ্যাখো, জানো

কবি আসে, দেখে, জয় করে
আমরা ভাবি,,ওড়ে না সাঁতরায় ?

ওঠে প্রাণ জল থেকে আকাশে

তলায় শতাব্দী মূর্ছা যায়...

চোদ্দ

এই যে নয়নতারা গাছ !
বলো, কীরকম আছো ?
জানো কি, যে-পাখি এসে এক্ষুনি তোমার কাছে
বসে, উড়ে গেল
ও-ই তো নাইটিঙ্গেল ।
গাছ বলে, না, কক্ষনো নয়,
ও-পাখি এদেশে হয় নাকি ?
আমি বলি, মানলাম, বেশ ।
বলো তো নয়নতারা, পাখির কি দেশ হয় ? কবির কি দেশ
হতে পারে ?

সরল নয়নতারা, সে বলেছে, 'বা-রে
কবি তো আমার কাছে ফুল নিতে আসবেন এবারে !'

পনেরো

Was I born for this end?

কবির সমস্ত মুখ শস্য দিয়ে ঢাকা ।

এ শস্য শরৎকাল ।
(শরৎকাল ? তার মানে ?
তেইশে ফেব্রুয়ারি কি শরৎকাল হয় ?)
চুপ করো, অবিশ্বাসী, কথা কয়ো না, এই
শস্য হল পাতা, জল, মাটি ।
হাওয়া ও রৌদ্র এসে সরাচ্ছে মুখের ঢাকা
ও ছেলে অসুস্থ চিরকালই ।
রাজা দেখতে আসবেন বলে
ঝুপঝাপ সরে গিয়ে পাখিরা সারা আকাশ করে দিল খালি

ও মুখের শেষ রক্ত মাটি দিয়ে মুছেছে ইতালি ।

উপসংহার

উড়তে উড়তে দেখা গেল দূরে এসপ্ল্যানেড শিখর

তারপরই ডানা থেকে ফেলে দিলে, আমাকে, হে পাখি !

ঘাসে, সেই থেকে আমি একবছর দুবছর তিন-চার বছর
শুয়ে থাকি
ক্রমশ অস্পষ্ট আসে জ্ঞান, আসে ঘুসঘুসে আগুন সহ জ্বর
কাশি পায়, ক্ষয় কাশি, কালো বর্ণ ধোঁয়া
বুকে ঢোকে, কালো ধুলা, গন্ধ, নুন, ক্ষার...
উঠে বসি।
সন্ধ্যে প্রায় হয় হয়, কিছুদূরে, বৃক্ষতলে, দুজনে সাহসী
নারী দুই দিক থেকে বক্ষ খুলে দেয় একটি পুরুষকে ছোঁয়া
সেই বক্ষে টাকা রাখে, ধড়মড় উঠে প'ড়ে
পুরুষটি পুলিশের হাতে
গোঁজে মুদ্রা—হাসি গোঁজে নারী দুটি পালাতে পালাতে
ঘাসে ফেলে থুতু—উল্টে ক্যাপ পরা দুই হস্তাধারী
পশ্চাদ্ধাবন করে, দূর স্তম্ভ এক পায়ে খাড়া
মগজে রক্তাভ আলো, রেডলাইট, নীচে বসে
পরিশ্রান্ত বাদামওয়ালারা
দিন উপার্জন গুনছে, ধোঁয়া ছাড়ছে কালো লম্ফ,
চাতালে মিছিলহারা লোক
দূরে বসে প্ল্যান ভাঁজে ছোকরা দুই ছিনতাইকারী
গালে খৈনি দেয়, পাশে মাস্তান ও পুলিশ-খোঁচড়
করে শলাপরামর্শ—জ্যামে স্তব্ধ গাড়ি পরপর...

সব দেখতে পাচ্ছি আমি, এই এসপ্ল্যানেড শিখর—
একে ছেড়ে ঢুকে পড়ব গলি গলি নগর নগর—
তেল কালি ধোঁয়া বিষ ডিজেল টায়ারপোড়া,
পোড়ানো পেট্রল
সব সহ্য করে নেবে আমার বিধ্বস্ত ফুসফুস
দুখানি মশালে জ্বলবে গন্ধকাগ্নি, অন্ধকার তুষ,
দুদিকে পাঁজর ফুঁড়ে বালি ঘেঁষ লোহা-মেশা জল
ছুঁচ টেনে বার করবে, ম্যানহোলে বহাবে অবিরল...

আমাকে যেখানে আছড়ে ফেলেছো হে চিরায়ত পাখি
সেদেশ থেকেই আমি আবার তোমাকে ধরব,
আবার দখল নেবো তোমার ডানার
এখনো জানো না তুমি আরো কত জান আছে বাকি
দুশ বছরের এই তরুণ কবির হাতে,
আরো কত বাকি আছে লেখাকে জানার—
সে এই শহরে থাকবে, এই কালো স্বর্গে থেকে
সে জানবে উপর্যুপরি জল, বাষ্প, বারুদ
মানুষপোড়া ছাই

সে ফের লেখায় বসবে—
ওই সে লেখায় বসলো !
ওই সে বিচ্ছিন্ন করছে ক্রৌঞ্চ ও ব্যাধের তীর,
ওই সে উড়িয়ে দিচ্ছে সব ব্যর্থ প্রণয়ের ছাই

হাতে ধোঁয়া উঠছে তার ।
সে এখন আগুনের ভাই ।

হাড়

পুরনো হাড়, মাটির নীচে চাপা
পুরনো হাড়, বালিতে ক্ষয়ে যাওয়া

মাটির নীচে কয়লা রাশিরাশি
বালির উপর ঘুরছে মরুহাওয়া

কতকালের পুরনো হাড় তুমি
জানে না ওই মাটি বা মরুভূমি

কী নাম ছিল ? কী ছিল পরিচয় ?
সময়মতো লিখে রাখতে হয় ।

আমি ছিলাম সময় লিপিকার
লিখেছিলাম আলো অন্ধকার

সরাও মাটি, বালুকারাশি খোঁড়ো
শাবলমুখে উঠে আসব হাড়

যেখানে নামি, যেখানে উঠে আসি
কবির হাড়, ফুঁ দিলে হই বাঁশি !

ঘি-আগুন

বার্তা নাও। ঘি-আগুন সম্পর্ক ঘটাও।
পাহাড়, পাথরস্তূপ, পথ আটকে দাঁড়ানো
চূড়ায় তারকাচক্ষু, গাছে-ওড়া দানো
বেরিয়ে যাবার পথ নেই একটাও।

পাখিরা চিৎকার করছে, অন্ধকার পরী
নিঃশ্বাস ফেলেছে চোখ ঢেকে-দেওয়া ধুলো
মাংসাশী উদ্ভিদ খুলছে ক্ষুব্ধ ফুলগুলো
উল্টো ঘুরছে গিরিগাত্রে আঁটা মস্ত ঘড়ি

এখানে থাকলেই মরবে। যদি বাঁচতে চাও
ঘি আগুন ঘি আগুন জপ করে চলো ধকধক
পরীকে প্রেমিকা করো, ব্যর্থকাম দানোকে যুবক
মাংসাশী ফুলের মধ্যে স্বাভাবিক মধু ঢেলে দাও

তবেই পাহাড় সরবে। পথ দেখাবে প্রজাপতিরাও।
কুহেলী, গাছের নীচে। মাঠে মাঠে দৌড়োয় কুহক
ওদের একসঙ্গে রাখো—তোমার আমার বাড়ি যাও
ঘি আর আগুন ঘুরছে এক পাত্রে, জানো না লেখক ?

সৈকতে যে-ছদ্মবেশী

বাতাস কোন পথে জন্মায় ?

সন্ধে আসে কোন পথে ?

ছলকে চাঁদে লাগে ঢেউ

সমুদ্রের শেষে আলো

ও আলো কোন দেশে জন্মাও ?

একটি দু'টি করে ঢেউ
বালিতে ওঠে, নেমে যায়

ঝাউগাছের রূপ ধরে
আজকে এসেছেন কবি

আমরা চিনব না কেউ

বাইশে মাঘ

সেদিন ছিলাম জলেভাসা খড়কুটো
তুমি তো আসতে বিকেলে নদীর ধারে
ঢেউয়ের সঙ্গে লাফিয়ে পৌঁছতাম
ক্বচিৎ কখনো তোমার পায়ের কাছে

আজ সারাদিন লোকের পিছনে লোক
আজ সারাদিন সাহিত্যছাই ঘাঁটা
সারাদিনই শুধু একের পিছনে এক
মুখোশ চড়ানো, মুখোশ নামিয়ে রাখা

লোক চলে যেতে দুপুর গড়িয়ে যায়
হাতে অবসাদ, কোথায় তোমার লেখা ?
পাতা ওল্টাই, কই খড় ? কই কুটো ?
পাতা ওল্টাতে বিকেল গড়িয়ে যায়

ও এসে দাঁড়ায়। পিঠে হাত রাখে, বলে :
'আমরাও তা-ই ! তাই নাগো ? খড়কুটো !
ভাসতে ভাসতে এখানে পৌঁছলাম
কবিরা কি তবে সমস্ত জেনে যায় ?'

কিচ্ছু বলি না, তাকাই অন্যদিকে
পাখিরা ফিরছে, মুখে খড়, মুখে কুটো।
তুমি কি বাড়িতে ? তুমি কি বেরোবে আজ ?
মনে মনে দেখি পুরনো সে-ঘরটিকে :

তুমি বসে আছো, সামনে জানলা খোলা
সামনে টেবিল, বইপত্রিকাছবি
কত লেখকের কত খড় কত কুটো
হাওয়ায় উড়ছে, উড়ছে বৃষ্টিছাটে
তুমি বসে আছো সামনে জানলা খোলা
সূর্য ডুবছে উল্টো দিকের মাঠে

কোলের ওপরে জড়ো করা হাত দুটো !

মরুনির্দেশিকা

তুমি একা পাঠক, প্রান্তরে ?

বাকিরা সবাই ধুলোঝড়ে
দিগন্তে উধাও ?

তুমি একা চড়তে পারো উটে ?
তাই পথ নির্দেশ দেখাও ?

পারেনি বাকিরা ?

হে কবি-পাঠক, দ্যাখো, তোমারও পিছনে ধুলো উঠে
আঁধি তৈরি করে

তুমি তাকে ভাবো অন্ধকার ?

এখনও সামান্য দেরী সূর্যাস্ত হবার

আঁধিরও উপরে, দ্যাখো, ঘুরে উড়ে চলেছে পাখিরা...

সানন্দা পৃথিবী, তার নামে

আমার দুহাতে পাপী, পাপ রাখো,
হে অবৈধ সম্পর্ক তোমার
দিনরাত্রি ব্যাপী অগ্নি আমার দুহাতে
রেখে যাও... ও কুঁদুলে মোড়ল মশাই
তোমার যা নিন্দামন্দ আমার দুহাতে রাখো
ও গো অনিদ্রিতা মেয়ে, যে ছেলের কারণে তোমার
না-ঘুম সমস্ত রাত, তার সঙ্গে কথা কাটাকাটি
রাখো এই দুহাতে...প্রণাম হই পুরুতঠাকুর, ঝোলা কই
কলাটা মুলোটা রাখো, ভিক্ষুক ভিক্ষের চাল থেকে
দাও একমুষ্টি ভিক্ষা, মিলমিশ না হওয়া দম্পতি
তোমাদের লাগাতার ঝগড়াঝাঁটি থেকে
দু-একটি কলহ দাও, শতদল স্কুলের মেয়েরা
দাও ইউনিফর্ম থেকে রঙ আর ছেলেদের দেখে মুখচাপা
সদ্য শেখা হাসি দাও, আমার মেয়ের
বড় হতে বেশি দেরি নেই, তার ভবিষ্যৎ প্রেমিককে
যদি খুঁজে পাই
ওদের একসঙ্গে নিয়ে সানন্দা পৃথিবী, তার নামে
সব অশান্তির বাইরে একটি প্রেমের কাব্য উনুনে চড়াই।

কবিকাহিনী

১

হাত পেতে বজ্র নেওয়া, কব্জি পুড়ে কাঠ
সে-হাতে কলম ধরে রয়েছে আকাট

ভাবে প্রেম লিখে যাবে, পোড়া রক্ত লেখে
বিন্দু বিন্দু অভিশাপ নামে এঁকেবেঁকে

বাইরে থেকে দেখা যায় শ্রীরূপা অঙ্গার
পা রেখে দাঁড়িয়ে আছে শিরোভাগে তার

দুই বাহু ঊর্ধ্বে তুলে পা দুটি ধরে সে
ভাবে বুঝি পৌঁছে গেছে শিল্পপাদদেশে

কাঠ কব্জি স্পর্শে কাঁপে, লিখে বসে—'জয়।'

দেবীমূর্তি এই জ্বলছে, এই ভস্ম হয়...

২

অন্ধকার বিধিআজ্ঞা, সাধনা সকল ক্ষুৎপিপাসা
বাড়ে কমে জল, এল বিধি আজ্ঞা সমুদ্র যাত্রার
রচনাবিজ্ঞান, তার শত তল, সহস্র আকার
প্রথম যে বুলি ফোটে সে উষা, মা বোল, মাতৃভাষা...

অন্ধকার বিধিআজ্ঞা, ভিতরে কয়েকশ বিন্দু তারা
তাই দিয়ে নির্ণয়। তারা মেঘে ঢাকে, চ্যুত হয়, সরে—
তলায় সমুদ্র বইছে, ভরসা নেই কখন কী করে
তাই দিয়ে গন্তব্য, দিক ঠিক হবে, শুরু হবে, সারা...

অন্ধকার বিধিআজ্ঞা। পদে পদে বাধা ও পাহারা।
ভাষাই সমস্ত ভাঙে।
শ্লোকে শ্লোকে হাঁটো যাত্রীধারা...

৩

হেঁটে আসছি
মাঠের পর মাঠের রাস্তা
গাছের পর গাছের সারি
রোদে শুকনো কাদাপুকুর
শুকনো সাপ, মরা শেয়াল, ভামের গর্ত
বালির ওপর দলকে দল কাঁকড়া বিছে
গাছের ডালে আটকে থাকা তক্ষকের
টকটকটক
পেরিয়ে এলাম
খুনে জন্তু চোর শিকারি ঠ্যাঙাড়ে দল
পেরিয়ে এলাম
জুতোর মধ্যে ভাঁজ করা এক নকশা কাগজ
কাঁধের ওপর মরচে পড়া দোনলা আর জাল ছাঁকনি
খুঁজতে খুঁজতে সামনে সরু জংলা নদী
পিছনে, হ্যাঁ, কথামতন যমজ পাহাড়
নদীর তীরে
বালির সোনা সোনার বালি ছাঁকতে ছাঁকতে
আমার আগেও অনেক লোক

সোনার বালি বালির সোনা ছাঁকতে ছাঁকতে পাগল হল
তাদের টুপি ছেঁড়া পোশাক খাবার বাসন টর্চলাইট
ছড়িয়ে আছে তাদের ঘোড়া তামাক পাইপ ঘোড়ার অস্থি
তাদের হাড়
ছড়িয়ে আছে ছাঁকতে ছাঁকতে
বালির সোনা সোনার বালি ছাঁকতে ছাঁকতে
আমারও এই জীবন যাচ্ছে
সূর্য নামল
ছায়া ফেলছে যমজ পাহাড়
ফিরে যাবার উপায় নেই...

৪

কাল্পনিক কাহিনী । নীল জল
এক ফোঁটায় রদবদল ঘটে
কল্পনীল এক কাব্য জল
লেখক, তাকে পূর্ণ করো ঘটে

আটশো চৌষট্টি কোটি সাল
একটি দিনরাত্রি ব্রহ্মার
কল্প হল তাই, কল্প শেষে
প্রলয় এসে পড়ে পুনর্বার

কল্প লেখা ? কই গো বাস্তব
কোথায় তুমি ? পায়ে কোথায় মাটি ?
হাতে কোথায় অন্ন ? শিরে ছাদ ?
দু'বেলা গ্রাস তুলতে কাটাকাটি !

মাটির পেটে বসানো ঘট, ঘটে
যেটুকু জল, তাতেই ভাসে চাঁদ
কবি ছুঁলেই প্রণয়দোষ ঘটে
পায়ের কাছে এগিয়ে আসে খাদ...

তবুও তাকে ধরাই হল সব
ধরো আমায়, ঘটে ডোবাও, স্তব !

৫

ঘোড়া দৌড়ে যায়...
তার পিছনে পরীনটিনী নাচে

ঘোড়া থমকে যায় !
সে কী ! এখনো কোথাও কি পরী আছে ?

ঘোড়া দৌড়ে যায়...
গাঢ় পরীগন্ধে মাথা ভ'রে আসে !

ঘোড়া থমকে যায় !
ছিছি, যা খুশি তা লিখে বসে আছে !

ঘোড়া দৌড়ে যায়...
কবি স্বপ্নে উঠে বসে পড়িমরি
গাছে গাছে ফ্যান, ফ্যানে দড়ি

পরীনটিনীরা ঝুলে আছে

৬

সীমা তো সীমানা মাত্র, শুরু মাত্র, জল যেন কী এক চিন্তায়
শেষ ঘেঁষে অদৃশ্য হল, অবশিষ্ট আকাশের গা-য়
দুই চারি ছত্র মেঘ পয়ার গেঁথেছে, তুমি তার পাঠোদ্ধার
এখানে দাঁড়িয়ে করো, বলো তো ও মেঘ থেকে ওই পারে কী পড়া
যাচ্ছে, এপারে কী পাঠযোগ্য আকাশ সীমায় ?
হায় হায় আকাশ বললে আপত্তি করো না, ওই যে
ছত্রে ছত্রে পা ফেলেই সন্ধে নামছেন...মধ্যমায়
একফোঁটা আগুন নিয়ে দিগন্তে পরিয়ে দ্যাখো
দেখতে দেখতে কী রকম চাঁদ উঠে যায় ।

৭

চান্দ্রপথ । সন্ধ্যাভাষা ।
তমসাতল । মৃত্যু । ভয় ।
ঈর্ষা ক্রোধ, ঘাতকদ্বয় ।
নিজেই চলে হাড়ের পাশা ।

সান্ধ্যপথ । প্রণয় শোক ।
জংলাগাছ । মাটির ঢিবি ।
তমসাতল, বনপৃথিবী
বলছে : 'আরো ভিতরে ঢোক !'

ভিতরে দ্যাখে অন্ধ চোখ ;
নিজেই ভাঙে হাড়ের পাশা
নিজেই পোড়ে সব ঘাতক

জংলাগাছে রত্নভাষা

মাটি তো নয় : উইয়ের ঢিবি
ঢিবির তলে কবির চোখ
যা, ওর গায়ে কে হাত দিবি

চাঁদ বলেছে : জ্যোৎস্না হোক ।

জ্যোৎস্না হয় । সান্ধ্যপথ
এগিয়ে আসে, পিছিয়ে যায়
আরো গভীর মরীচিকায়

আমিও যাই, আমিও যাই
পিছনে থাকে আগুন ছাই
পিছনে থাকে তমসাতল
কাঁটার মতো কৌতূহল
পিছনে থাকে, হাতে কেবল
দু এক মুঠো ভবিষ্যৎ
দু এক মুঠো সান্ধ্যশ্লোক

৮

আমার হাতে কালো মধু-র বাটি
মুখ ডোবাল ধূসর হাউন্ড
নাক লম্বা শেয়াল
রক্তজমা খুনে

তারাঅঙ্ক গুণে
আমার হাতে কালো মধু-র বাটি
আমার সামনে আকাশ-উঁচু দেয়াল
পিছন দিকে বুড়ো একটা নদী

আজ এ কারাগারে
থাকলে আর কষ্ট হয় না
রাত্রি যত বাড়ে
মাথার ওপর ঝিলিক খেলায় সহস্র এক রুপোর গয়না

আকাশ পাঁচিল তার ওপরে উঠিয়ে দিই মধু-র পাত্র
ভাসিয়ে দিই বুড়ো নদীর জলে

পরক্ষণে দেখি জলে স্থলে
দিবসনিশি ঘুরছে সেই কালো মধু-র বাটি
ঘুরতে ঘুরতে তৈরি হচ্ছে নতুন ভূত্বক

আমার হাতে কুলালচক্র, মাটি

৯

চোর বলে ডঙ্কা দাও, বলো সে পরের স্ত্রীকে চুরি
করেছে, পরের বিদ্যা, পরের ঘরের ছন্দতীর
নিজের ধনুকে তুলে ঐ দ্যাখো সে নাম কিনছে বীর
দুশমন, পহ্‌চান যাও, মারো একটা দুটো তিনটে তুড়ি

বলো রাজ অনুগ্রহ লাভ করতে পিছন দরজায়
দ্বারীকে উৎকোচ দিল, কোটালকে যথেষ্ট বখেরা
রাজাকে দুঃখের কথা ব'লে ব'লে দিনকে অন্ধেরা
বানাল সাচমুচ, মূর্খ অমাত্যেরা দিল 'হায় হায়'
রাজা শিরোপা চড়াল হায় হায়

আসলে যোগ্যতা নেই, চোর নাম এখনো রটাও
ভিক্ষুকের ভিক্ষা থেকে, প্রেমিকের প্রেম থেকে নিয়ে
শোক থেকে শোকাশ্রু আর কলঙ্কীর কলঙ্ক ভাঙিয়ে
কাজ চালিয়ে যাচ্ছে যদি দেখতে চাও যন্ত্র ঘরে যাও

যন্ত্রঘর মানে হল পাঠকক্ষ তার
শরীর মস্তিষ্কমাত্র, মস্তিষ্ক অঙ্গার
একা দশমূর্তি হয়ে নগ্ন কটা হাড়
এ ওকে পালন করে, সে তাকে সংহার

১০

সাপ তো চোখ দিয়ে শুনতে পায়।

তোমার শরীরও আমি চোখ দিয়েই শুনি,
কোমল কঠিন স্তূপ মেঘ
শুনতে শুনতে ধ্বনি হয়, ধ্বনি ধ্বনি, শ্বাসরুদ্ধ গান
তাও চোখ নিচু হয়ে আসে...

যা কিছু অপ্রাপ্য তার শোকদুঃখ খসে পড়ে ঘাসে
খণ্ড। খানখান।

তুমি সেই নিঃশ্বাস শোনোনি।
সেই সাপ, শীতল রক্তের কবি
খাতায় দু-ফালা জিভে উড়ে যাওয়া হাঁস এঁকে রাখে

ও হাঁস, তুমিই ঠুকরে খেয়ে ফ্যালো তাকে

পড়ে থাকে খোলা খাতা,
ঝিলমিল সংগীত চিহ্ন, রাগ হংসধ্বনি।

১১

সে ছিল বাংলার মেয়ে। রুমালটি মুঠো করে
প্রতিদিন সন্ধ্যেবেলা যেত টিউশনিতে
দু এক পা এগিয়ে দিতে দিতে
দু লাইন লেখা এল। পরদিন আরো দু লাইন।
এইভাবে ক্রমে একদিন
লেখাটি সম্পূর্ণ হয় কোনো এক দোলপূর্ণিমায়

হাতি হয়। ঘোড়া হয়। মুহূর্তে বকুলগন্ধে বন্যা এসে যায়

সে ছিল বাংলার মেয়ে।
মা কিংবা দিদির হাতে ধরা পড়ল পরবর্তী যে কোনো সন্ধ্যায়

মাঝখান দিয়ে ছেঁড়া এবড়োখেবড়ো দু-দুটো জীবন
দোমড়ামোচড়া আধখানাকে
এখনো সমান করতে চেষ্টা করে যায়...

১২

কুড়ুল আমার শেকল কাটল
রক্ত বেরোয় শেকল থেকে

শেকল মাটির তলায় গেছে
ইচ্ছেমতন এঁকেবেঁকে

মাটির তলায় লেজ আপসায়
মাটির ওপর জাগে ফাটল

মাথার ওপর ধমকায় বাজ
সামলে পা ফেল, সামনে পা তোল

সমস্ত পা-য় রক্ত ঝোঁঝায়
এগিয়ে যাবার উপায় কী তোর

এক বিদ্যুৎরেখায় ধরা
ক্রীতদাসের হাজার বছর

শেকল ঘোরে শেকল ফোঁসে
আটকাতে চায় পা দুটো ওর

কলম কুঠার, রণ-পা কলম
মাঠ ফুঁড়ে যায় শতাব্দী ভ'র

কুঠার আমায় স্বাধীন করুক
শস্যভরা হে রক্তক্রোড়

১৩

সরস্বতী, তোমার ঘট নেই
বোনের ঘট আছে
সরস্বতী, তোমার সামনেই
যা বলার তা বলেছি তার কাছে

তোমার আছে বীণা ও রাজহাঁস
খোকা পালের তুলিকা এঁকে ছিল
নীল পটের পিছনে সাদা কাশ

স্কুলপাড়ায় প্রতিমা গড়া হত
খোকা পালের মেয়ের নাম তুলি
চোখ আঁকার সময়ে এনে দিত
বাবাকে সে-ই রঙের বাটিগুলি

লক্ষ্মী ছিল তুলির ভাল নাম
ঠাকুর রেখে সামনে, বললাম
ঐ যা সব ছেলেরা বলে থাকে:

আমাকে তোর ঘট আঁকতে দিবি ?'

হাত ছাড়িয়ে পালিয়ে গেছে দূরে
পালক ফেলে গিয়েছে রাজহাঁস
সেই পালকে কলম বানিয়েছি
সেই কলমে এঁকে দিয়েছি কাশ

কোজাগর আর মাঘী শ্রীপঞ্চমী
এক হয়ে যায়, জ্যোৎস্না ধান জমি,
তার উপরে বীণা উড়তে থাকে

পূর্ণঘট সমস্ত পৃথিবী !

১৪

মদে ডোবা লোক, কবি ।
        মাথা ভাসছে পিপের ওপর ।
পিপেটি সমুদ্র যাত্রী—
        যাও, ওকে পরাও টোপর ।

টোপরে পতাকা উড়ছে,
        তাকে ঘিরে গাঙচিলও ওড়ে
ঠোঁটে সদ্য ধরা মাছ । কৌতূহলী হতে গিয়ে
        ঠোঁট ফসকে জলে এসে পড়ে

ফসকে পড়া শব্দ ধরে
        মদ থেকে ভেসে ওঠে লোক ।
পিপেদ্বীপ । তার ওপর সে বসে কবিতা লিখছে...
        হে সমুদ্র, এই দৃশ্য ফ্রিজ করা হোক !

১৫

খড় পড়ে আছে ।

রক্তমাংস, লাবণ্য ও ত্বক
যোগ করো ওতে

যোগ করবার অস্ত্র ফেলে আহাম্মক
পুঁথি নিয়ে বৃক্ষ চুড়ে ওঠে ।

তাকায় চারদিক ! জ্যোৎস্না । শুনসান জঙ্গল,
মেঘের ভিতরে চাঁদ ছোটে

হরিণরা জল খেতে আসে, আঁকাবাঁকা শিং-এ
প্রাচীন অক্ষরমালা ফোটে

কী অর্থ কী পাঠোদ্ধার ? লাবণ্য কী ? ত্বক ?
এই নিয়ে আহাম্মক
রাত্রি জাগে চুলচেরা তর্কসিন্ধুব্রতে

খড়ের কাঠামে প্রাণ বিদ্ধ করে সে কোন কুহক ?

ছন্দব্যাধ মিশে যায় সকালবেলার জনস্রোতে...

১৬

অন্ধ এক শান্তি পারাবত
বসে গৃহের চূড়ে
সাদা পতাকা সাগরে ভেসে ওঠে
জাহাজ ভাসে দূরে

অন্ধ সেই শুভ্র পারাবত
যুদ্ধ তার মাথায় গাঁথে তীর
সকলে ভাবে খড়্গঅলাপাখি
বিচিত্র কী সৃষ্টি প্রকৃতির

সবাই তাকে ভয়েই দূরে রাখে
না ওর কাছে এগিয়ে কাজ নেই
ডানা ঝাপটে বেড়ায় পারাবত
কপাল ঠোঁটে রক্ত ঝরছেই

অন্ধ পাখি, যেদিকে রণভূমি
সেদিকে যায়, চোখে দ্যাখে না ব'লে
লাশের কূপ, বোমায় ধ্বসা বাড়ি
জীবিত শিশু মরা মায়ের কোলে

নিরাপদেই পতাকা থাকে সাদা
নিরাপদেই শান্তি ভাসে দূরে
ফেরার পথে ভুল করে সে পাখি
বসে নতুন অট্টালিকা চূড়ে

অন্ধ সেই পাখিকে তাড়া করে
অন্য সব পাখি ও মানুষেরা

বোঝে সে-পাখি ভবিতব্য তার
শূল বেঁধানো কপাল নিয়ে ফেরা

সেই তো কবি, অন্ধ পারাবত !
পিঠের ওপর সূর্য নিয়ে ঘোরে
পুড়ে শরীর কালো যখন—সে-ই
কোকিল হয়, কাঁপে গানের ঘোরে

কাছে আসে না, দূরেই থাকে ভয়ে
পাঠায় গান, অচেনা লোকালয়ে

১৭

সরষে ফুটে আছে।
হলদে ফুল। মূর্ছা সংকেত
রোদের মাঠ। কৃষাণী, ধান গাছে।

কাকতাড়ুয়া পাহারা দেয় ক্ষেত।

ভয় পায় না কেউ।
চড়াই হাঁড়িমাথায় ঠোঁট ঠোকে
কুকুর হাতা টেনে বেঁকিয়ে দেয়
ছাতারে মাথা ধরায় ব'কে ব'কে

চাষার কাছেও তত আদর নেই
কী হবে একে সাজিয়ে ঝুঠমুট ?
আচ্ছা থাকুক। এক জামাতেই চলে
খেতে চায় না, দুটো হাতেই কুঠ

একলা মাঠে দাঁড়িয়ে কবি ভাবে
সরষে উজল এমন রোদের ভূমি
কাকতাড়ুয়ার পার্টটুকু না পেলে
কোথায় গিয়ে দেখতে পেতে তুমি

পাহারা দাও, কেউ তা মানবে না
ছন্দ গাঁথো, শুনবেও না কেউ
তুমি দেখবে তিসির ফুলে ফড়িং
তুমি দেখবে কৃষাণী। তার ঢেউ !

আর এক জন আছে তোমার মতো
অবশ্য সে দাঁড়ায় না। সে হাঁটে
সকাল থেকে দুপুর পার করে
বিকেল হলেই গড়িয়ে নামে পাটে

ঐ যে বিকেল হচ্ছে, এইবার
সূর্য এসে ডাকবেন তোমাকে :
'নতুন কিছু লিখলে কী আর ? শোনাও !'

না লিখলে কী জবাব দেবে তাঁকে !

১৮

অন্ধকারে বজ্রপাত ধরো।
সারাজীবন গায়ে ইলেকট্রিক
ছলকে যাবে, পাশে আসবে যারা
তারাও মোহে ঝলসে যাবে ঠিক

অন্ধকারে বজ্রপাত ধরো
গর্জনের মুখের এত কাছে
যাওনি আগে, নাক মুখ চোখ নেই
বিরাট দুটো চোয়াল পুরো খোলা

ব্রহ্মাণ্ড, আলজিহ্বার কাছে

ঘুরছে ঘুরছে, তুমিও ঘুরে ধরো
দু-এক পাকে সহস্রপাক শেখা
বাজ পড়বে, গর্জনে ঝিলিকে
দিগ্বিদিকে মিলিয়ে যাবে একা

মাঠের মধ্যে দাউদাউ গাছ : লেখা !

১৯

এ শুধু আমার স্বপ্ন নয় ;
জলে ডুবে আছে মস্ত ঘড়ি।
আমার আগে, এক-সমুদ্র কাল অবধি যত অশ্বারোহী
এ রাস্তায় গেছে, তারা যে যত নিয়তি চক্র, ক্ষুৎসায়র, বজ্র, মরীচিকা
ভোগ করে ছিল, তার শতাংশের একাংশ উদয়
হল আজ এই মরুমাঠে। —ঝড়ে উড়ে গেল সব পরী।

আসৌরমণ্ডলভূমি কর্ষণের পর
চাষী ফেলে গিয়েছেন দিগন্তে চাঁদের টুকরো
তাঁর ক্লান্ত লাঙলের ফাল

আজ আমি দেখতে পাচ্ছি। কাল অন্য কেউ দেখবে।
সামনে সমুদ্র-এক কাল...

ডুবে যায়, ভেসে ওঠে ঘড়ি

এ গ্রন্থের পরিশিষ্ট

রাস্তা। বাড়ি। বাড়ির কাছে
যেমন তেমন একটা গাছে
পাতার পোশাক তৈরি আছে

'পাতার পোশাক, পাতার পোশাক
একখানা চাই একখানা চাই'
পাগল হয়ে উঠল সবাই

গাছের গায়ে একটা পাতাও
রাখল না কেউ।
'আর কত চাও ?'
বলতে গিয়েও বলল না সে
দাঁড়িয়ে রইল পথের পাশে

সন্ধে হল, শক্ত ঘাসে
শীত দাঁড়াল।
পোকারা সব ঘুমিয়ে গেল
গর্ত করে গাছের গায়ে
নগ্ন দুটি হাত মেলে সে
দাঁড়িয়ে রইল পথের পাশে

দিন কাটে দিন কাটে—শেষে

দুটি তরুণ তরুণী সেই
গাছের কাছে প্রথম এসেই
বলল, 'পাতার পোশাক আছে ?'
গাছ বলল, 'এই যে দিচ্ছি'

বলেই নিজের সবটা বাকল
ঝরিয়ে দিয়ে ওদের হাতে
মড়মড়িয়ে উলটে গেল
পথের পাশে

বাকলপরা ওই দুজনের
শরীর ভরে নতুন শাখা
জন্ম নিল, শাখায় শাখায়
নতুন নতুন পাতার পোশাক
জন্ম নিল। ওরা দুজন
গাছটিকে মাঝখানে রেখে
সারাজীবন
দাঁড়িয়ে রইল পথের পাশেই...

ওরা দুজন নতুন কবি, সন্দেহ নেই

জয় গোস্বামী

বিষাদ

সূচিপত্র

প্রবেশক (সেইসব মজা দীঘি,...) ৮৯ • অন্ধকার হয়ে আসছে ৯১ • এইমাত্র মেঘ করল ৯১ • এইমাত্র মেঘ সরলো ৯১ • সে সব মাঠের নাম ৯২ • ঘাসবন ঘাসবন ৯২ • কোন রাস্তা ডাইনে রইল ৯৩ • কী সুন্দর ফটোস্ট্যান্ড ৯৪ • আমাদের ছাদে এল ৯৪ • বই হারিয়েছে ৯৫ • সরু হয়ে শুয়ে আছে নদী ৯৫ • কদম ফুলের গায়ে ৯৬ • হাড় দিয়ে তৈরি নৌকো ৯৬ • তিনটে লম্বা পেঁপে গাছ ৯৭ • কত বাক্যব্যয় ৯৭ • ওই নোকারির মাঠ ৯৮ • কীভাবে এলাম এই শহরে ৯৯ • না বসা যাবে না ৯৯ • সকাল বেলায় উঠে ১০০ • আনন্দ শ্যামবাবু স্যার ১০০ • আমাকে দেবতা বলে ১০০ • গরম গলানো পিচে ১০১ • ঝাঁটা বালতি ছুঁয়ে বলছি ১০১ • বাড়ির বাতাবি গাছ ১০২ • ময়ূর আমার ১০২ • কীভাবে পেয়েছি ১০৩ • ময়ূর, তোমাকে দেখে ১০৩ • বাঁশপাতা মন্দিরের গায়ে ১০৪ • শরীর থরথর করছে ১০৪ • সন্ধ্যার এপারে বৃষ্টি ১০৫ • রূপ আসে। পুড়ে যায় ১০৫ • ঘরে ঘরে এত অগ্নি ১০৬ • একবার তাকাও সোজা ১০৬ • আজ একটা অজগর ১০৭ • কেন আমি অন্ধকার ১০৭ • পুড়ে যায় বিফলতা ১০৮ • আমার হাত ফসকে প্রেম ১০৮ • মৃত কবিদের দল ১০৯ • কয়েকটি মাটির টব ১০৯ • রোদ্দুর নরম হয়ে এল ১০৯ • হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়লে ১১০ • পাখিটি আমাকে ডেকে ১১০ • ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে দেখি ১১০ • জানি যে আমাকে তুমি ১১১ • তোমার নিঃশ্বাস পড়ছে কপালে ১১১ • শেষরাত্রে বৃষ্টি এল ১১২ • মরে পড়ে আছে নদী ১১২ • কখনো চোখের জল ১১৩ • কোনো মেঘ কেটে যায় না ১১৩ • কলসিতে অমৃত আছে ১১৪ • ওই যে দুজন তোমরা ১১৪ • এই ঘরে

পড়শি ছিল ১১৫ • হাঁ-করা উচ্চাশামুখ ১১৫ • ওই তো পার্কের বেঞ্চ ১১৫ • যা কিছু বুঝেছ তুমি ১১৬ • এইখানে এসে প্রেম ১১৬ • আমাদের ঘরে এসো ১১৬ • অন্ধকার থেকে আমি ১১৭ • রোদ ওঠে সকালবেলা ১১৭ • কষ্ট দিয়ে কষ্ট দিয়ে ১১৭ • কাদের রান্নার গন্ধ ১১৮ • কী নেবে আমার কাছে ১১৮ • সন্ধেবেলা দরজা ধরে দাঁড়াল বিষাদ ১১৯ • আমরা এই তীর থেকে ১১৯

সেইসব মজা দীঘি, সেইসব তালগাছের সারি
সেইসব পুকুরঘাট, হাঁটুউঁচু ঘাসের জঙ্গল
সেইসব ধানের গোলা, তুলসিমঞ্চ, গোয়ালের আলো
তার মধ্যে এঁকেবেঁকে একটি বিষাদনদী বয়
সকালবেলার রোদ লাফ দিলো নারকেল গাছের শাখায়
দুপুরবেলার রোদ ঝিমঝিম ঝিমঝিম আওয়াজ করছে মুখ দিয়ে
বিকেলবেলার রোদ একা মাঠে সাইকেল আরোহী, খাটো ধুতি
হ্যান্ডেলে ঝোলানো থলে, মাঠ ছেড়ে দূর ঢালু দিয়ে
নেমে যাচ্ছে আলপথে, সন্ধে নামবে এইবার, পাখিরা কলহস্বর নিয়ে
নিজের নিজের গাছে ফিরে আসছে, গাছের তলায়
পরপর চালাঘর, দাওয়া আর বাঁশবেড়া, বেড়ার পাশ দিয়ে
এখনও ঘুরে বেড়ায় একজন কবির প্রেত, যার
প্রেম নির্বাপিত হল, যার মন বিষাদে অসাড়
যার শরীর পড়ে আছে এক শহরের কারখানায়
স্বপ্ন দেখবার যত উপায় কৌশল আমরা জানি, তাই নিয়ে
সে লিখছে উপর্যুপরি একশত একখানা বই
এখানে কবির প্রেত এইসব মজাদীঘি ঘাসবন পুকুরপাড় থেকে
রোজ রাত্রে ঘুরে ঘুরে নিশীথের সূর্য চাঁদে হেলিয়ে বসায় তার মই

অন্ধকার হয়ে আসছে

অন্ধকার হয়ে আসছে, দূরে উঁচু ঝাপ্‌সা তালগাছ
মাঠের সীমান্তে আলো, হয়তো অস্পষ্ট কোনো গ্রাম
মাঠের এপারে লোক, মাঠের ওপারে লোকছায়া
সাইকেল আরোহী যাচ্ছে, পিছনের কেরিয়ারে ঝুড়ি
মাথায় বসিয়ে চুবড়ি ছায়ামুখ মেয়েরা চলেছে
তোর বাড়ি কোথা ছেলে? তার নাম পাখি ফেরা দেশ?
আর ছেলে নোস, কবে ঘাড়ে উঠে পড়েছে বয়েস
পা ঝুলিয়ে বসে আছে, গুঁতো মারছে পাঁজরে সংসার
চল চল, বুড়ো খোকা, হ্যাট হ্যাট—হোঁচট, পাথরে—
পাথর না, প্রতিহিংসা, যা লোকে সস্তায় বিক্রী করে।

এইমাত্র মেঘ করল

এইমাত্র মেঘ করল, দু চার টাকার মৃত্যুদিন...
একবেলা দুবেলা শোক, তিনবেলায় তাড়াতাড়ি শোও
সক্কালে উঠেই ফের ইস্কুল কাছারি ঝগড়াঝাঁটি
এইমাত্র মেঘ করল, ছ্যাঁ করে সবজিকে ধরছে কড়া
রাগের নিশ্বাস ছুড়ছে বিক্ষুব্ধ কুকার: ফেটে যাবো!
মাথার মুকুট একটু খুন্তি দিয়ে আলগা দিলেই
নো টেনশন, সব রাগ হুস করে বেরিয়ে ফুটুস...
গরম দেখাও যতো ধোঁয়া তোলা গলা ভাত গলা তরকারি সেদ্ধ ডিম
আমারই মতন জেনো তোমাদেরও ওই ভূতপূর্ব শিরদাঁড়া
প্রেশারের মধ্যে গলে পাঁক, মণ্ড, হড়হড়ে ও হিম।

এইমাত্র মেঘ সরলো

এইমাত্র মেঘ সরলো, জলে ডানা ঝাপটে নামলো হাঁস
ঘাটে কেউ উঁচু হয়ে কাপড় থুপ থুপ করছে, তার
পিছনে, আঙুলমুখে মেয়ে একটা বছর চার পাঁচ
মাঠে খুঁটি পুঁতে গোরু বেঁধে রেখে চলে গেল কেউ
ঘুঁটের দেওয়াল দূরে, ওর পরে আমাদের পাড়া

তারও পরে রিক্সা যায়, তারক ফার্মেসি, মেয়ে স্কুল
মেয়ে স্কুলে, প্রাইমারীতে, ভোরবেলা আমি, পিঠে ব্যাগ
ইস্কুলের পাড়ে দীঘি, মার, হাঁসকে ঢিল ছুড়ে মার!
ছুটে ক্লাসের বাইরে আসি, বাইরে বাইরে...গ্রাম ছেড়ে শহরে
হাঁসের পিছনে ছুটছি, খ্যাতি কবিখ্যাতি তাড়া ক'রে...

সে সব মাঠের নাম

সে সব মাঠের নাম কেষ্টপুর মাঠ, তারাচক
সে সব সন্ধ্যার নাম সন্ধ্যাহাট বীরনগরের
সে সব হাটের নাম মাঠপাড়া, নবীনের দীঘি
যদিও নামেই মাত্র দীঘি তাতে নামমাত্র জল
চারদিক ঘিরে বসে ঝুপড়ি নিয়ে সন্ধ্যার দোকানি
মেয়েরা এ ওকে ঠেলে: ওরটা নিন, বাবু ওরটা নিন
আমার লাজুক বাবা ছ ফুট, টকটকে ফর্সা রঙ
ছাপান্ন বছর। তাও রাস্তায় বেরোলে দেখত লোকে
বললেন রুমাল পেতে: যে কটা রয়েছে দিয়ে দাও
বললেন: এই সন্ধেবেলা বকফুল কোথায় পেল এরা
'আমরাই তো বকফুল' বলতে বলতে এতকাল পরে
কবির খাতার মধ্যে ঝুপড়ি নিয়ে বসে পড়ল
সেই সব সন্ধের মেয়েরা।

ঘাসবন, ঘাসবন

ঘাসবন, ঘাসবন, হাঁটু উঁচু ঘাসের জঙ্গল
তোমার কী নাম ভাই, বলো কোন ঠিকানা তোমার
আমি থাকি পাঁচিলের পারে, ওই রেলের পাঁচিল
ওখানে, পুরোনো সব ওয়াগন লক্কড় যন্ত্রপাতি
ভাঙা কারখানা শেড আর ওই স্টিম ইঞ্জিনটাও
যার গায়ে মরচে, ছ্যাঁদা, চাকা থেকে পাকিয়ে উঠেছে গাছগাছালি
বাফারে বোলতার একটা চাক
ওইটাই আমার ঠিকানা—ওখানে কী করতে যাও তুমি
বল পড়লে খুঁজতে যাই, পল্টু মারল, ছয় পেরিয়ে ছয়

বলটা হারিয়ে দিয়ে চলে গেল নতুন একটা ক্যাম্বিসের বল
তাই খুঁজতে আসি,—না না খবরদার এখানে এসো না
পুরনো লোহার টুকরো, ভাঙা কাচ, এখানে উন্মুখ হয়ে আছে
তোমার কিশোরপায়ে বিঁধে যাবে, খুব লাগবে, দেখো
বিঁধলে বার করে দেবো, তাই বলে তোমার কাছে যাবো না ঘাসবন?
অমন সবুজ তুমি অমন নিশ্চুপ—বৃষ্টি হলে
টাবুদের ছাদ থেকে দেখি আমি ঐ ভাঙা ইঞ্জিনের মাথায়
কাক ভিজছে, কাঁটাতার, সেও ভিজছে, ইঞ্জিনের ছাদে
একটা একহারা লতা, কী সবুজ, নুয়ে পড়ছে মরচের কালোয়
তাও যাবো না? না এসো না, ও কিশোর হাতছানি সুন্দর
কিন্তু তার নীচে ওই ঘাসের তলায় আছে বিষমুখে সাপ
কী করবে, কামড়াবে? বেশ কামড়াক, কী হবে? মরে যাবো
কিন্তু ঘাসবন ওগো হাঁটু উঁচু ঘাসের জঙ্গল
এমন সবুজ তুমি, একবার পাঁচিল টপকে লাফিয়ে পড়ব না
তা কি হয়?
একবার তোমার মধ্যে পা ডুবিয়ে হাঁটবো না?
কই সাপ? কামড়াক দেখি এসে!
কামড়েছে, মরিনি তাতে ভাঙা লক্কড়ের মধ্যে
আর একটি বিষমুখ সাপ হয়ে
ঘাসের জঙ্গলে থেকে গেছি।

কোন রাস্তা ডাইনে রইল

কোন রাস্তা ডাইনে রইল, কোন রাস্তা চলে গেল বাঁয়ে
মনে করে রেখো কিন্তু আর ঝগড়া কোরো না দু ভায়ে
ছুটি হলে বাড়ি এসো, মা বলেন, হারুর রিক্সায়—
হারুর এ বেলা কাজ, তাই দু ভাই নিজেরাই যায়
ইস্কুলে—নিজেরা খায় বুড়ির চুল, চালতার আচার
লাল বরফ, তিলখাজা এবং পড়া না পেরে মার
দু ভাই অক্লেশে খায় সারাদিন যা কিছু বারণ
যা কিছু নিষেধ খায় দিনভোর, কেন না এমন
সুযোগ কি বারবার আসে? সমস্ত নিষেধ দু পকেটে
ঢুকিয়ে বাড়িতে ফেরে দুই ভাই, রিক্সায় না, হেঁটে;
দু ভাই দু পথে ফিরছে, দুইটি কান্তার, গোলকধাঁধা
দু রকম বাঁকাপথ, দু রাস্তায় দু রকম কাদা
দূরে সন্ধে হয়ে আসছে, পায়ে শত্রু, সন্দেহ, কাঁকর
দুজনে দু মাঠ থেকে টেনে তুলছে বাসস্থান, কাদামাখা ভাত ও কাপড়।

কী সুন্দর ফোটোস্ট্যান্ড

কী সুন্দর ফোটোস্ট্যান্ড, কী সুন্দর বাবা মা-র মুখ!
নতুন বিয়ের পরে মায়ের মাথায় ঘোমটা তোলা
বাবার পাঞ্জাবি থেকে চেনা যাচ্ছে সোনার বোতাম
মায়ের দু চোখে একটা লজ্জাখুশি, বাবার চিবুকে গর্বঢেউ
দুই-ই স্তব্ধ হয়ে আছে কত কত বছর যাবৎ
ফোটোয় তাদের ঘিরে কবেকার চন্দন পরানো
আবছা ফোঁটা দাগ, কাচে পুরুধুলো, আঙুলে ঘষলেই
কাচ একটু চকচকে, মধ্যে আনন্দ—নিষ্প্রাণ বাবা মা-র
আমারও কবিত্বে তুমি চন্দন পরিয়ে দিয়ে গেছো কতকাল
এখন চন্দন নেই, কবিত্বের কাচ ঘিরে ধুলো আর মাকড়সার জাল।

আমাদের ছাদে এল

আমাদের ছাদে এল মরা মেঘ, বৃষ্টি সে আনেনি।
ছাইছাই একটা আলো, রোদ চেপে রাখলেই যা হয়
গাছগুলোরও সাড় নেই, হাওয়া নেই তাদের পাতায়
থম হওয়া একটা দিন, একটা মেঘ, মেঘই হয়তো নয়
আমার জানলায় এল: মেঘের ভিতরে ছাই রঙ
লম্বা একটা ধানক্ষেত, ওপারে টেলিগ্রাফের থাম
দুটো বড় বড় গাছ, মাঝখানে লেভেল ক্রসিং
সব জলে থৈ থৈ, ঝিরঝিরে বৃষ্টিতে একটা লোক
একা মাঠ পার হচ্ছে, ছাই রঙ বৃষ্টিতে ছাই রঙ
লোক একটা। কী ওর নাম? ঠিক ঠিক, বিনোদ মাস্টার!
ইস্কুলের ম্যাগাজিনে কবিতা লিখতেন 'শ্রী বিনোদ'
ছদ্মনামে। থাকতেন সেই কোন বেড়িয়া-আঁশতলা—
ইস্কুলমাস্টার, কবি, মাঠ ভেঙে, ঘোর কাদা ভেঙে ফিরছেন
বন্যার আটষট্টি সালে...আমি তার সুযোগ্য ছাত্তর
আমাকে বলেছিলেন, আমারও লেখার বেশ হাত ছিল জানিস...
আজ এক মরা মেঘে জানলার সামনে আমি দেখতে পাই দূরে
কবেকার বৃষ্টি পড়ছে ছাইরঙ ধানক্ষেতে পোস্টে লেভেল ক্রসিং-এ শ্যাওড়া গাছে
আর সে বৃষ্টির মাঠে
কাদার ভিতর থেকে কলম আঁকড়ানো হাত কনুই পর্যন্ত উঠে আছে।

বই হারিয়েছে

বই হারিয়েছে, এক অন্ধকার তার ছন্দবাণী...
একজন বিষয়, দুটি অনুচ্ছেদ, তিনটি পঙ্‌ক্তিমালা,
সামনের জানলায় এসে ঘুরে ফিরে বলে আমরা পাখি
এখন আকাশে থাকি, গাছে বসি, মাছ ঠুকরে তুলি
তোমাকে পিছনে ডাকলে রাগ কোরো না, খুঁজো না অমন
খড়ের গাদায় ছুঁচ—এই ছুঁচ নিজে সুতো টেনে
মাটির তলায় যাবে এঁকেবেঁকে দূরদূরান্তর
ছুঁচ মাটি ফুঁড়ে উঠলে, সে অঙ্কুর, সুতোরা শিকড়
একাকী বিষয়, দুটি অনুচ্ছেদ, পঙ্‌ক্তি চারজন
ভেসে ওঠে, হানা দেয়, ডানা ঝাপটে উড়ে সারাঘর
যখন মিলিয়ে যায় দেখি আমি আকাশে আকাশে
হারানো সমস্ত বইতে আলো ফেলছে তারাকারিগর।

সরু হয়ে শুয়ে আছে নদী

সরু হয়ে শুয়ে আছে নদী, তাকে পারাপার করে
খেয়া, তিন পয়সা দিলে, প্রতিবার এপার ওপার
ফেরার সময় সব বইখাতা জামা দিয়ে বেঁধে
খেয়ার গলুইয়ে রেখে, ঝুপ করে নদীতে পড়েই
নৌকোর পাশপাশ যাওয়া, লাফ দে না অ্যাই কালু, লাফা!
ভিতু সহপাঠী, তার ভয় দেখে দুয়ো দুয়ো দুয়ো
শচীন মাঝির ছন্নরাগ গালাগালি বৈঠা তুলে!
হালে শচীনের ছেলে, নৌকোবিদ্যা শিখছে সে নতুন
গলুই একহাতে ধরে ভাসা আর সাঁৎ করে একডুবে ওপার
ভেজা হাফপ্যান্ট পরে বাড়ি ফেরা, চুল বেয়ে গড়ায়
জল, সেই জল কখন পা বেয়ে মাটিতে নেমে খাল
আজ সেই খালে আমি শব্দ পারাপার করে ফিরি
খালের কুমির বলে, জলে নেমে করো মাঝিগিরি!

কদম ফুলের গায়ে

কদম ফুলের গায়ে সত্যি সত্যি কাঁটা দিতে পারে?
সেবার বর্ষায় দিল, এতটুকু বানিয়ে বলছি না
যদিও ইট বার করা বাড়ি, গাছটি বেড়ার ওপারে
উঠোনে টিউকল, পাশে বালতি হাতে নিয়ে দুটি মেয়ে
কানে কি ফিসফিস বলে হেসে আর বাঁচেই না যেন
অচেনা কে পথচারী ঘোষপাড়ার পথ জানতে চেয়ে
না শুধিয়ে চলে যাচ্ছে দুটো জলজ্যান্ত মেয়ে দেখে...
নারকেল গাছের সারি, গাছের মাথায় শ্যামলা মেঘ
পায়ে চলা পথ চলছে, দুধারে চাটাই দেওয়া ঘর
এই এলো এই সরছে গাছতলায় রোদের চৌখুপি
এক্ষুনি ঝিরঝির বৃষ্টি শরৎকালের যা স্বভাব...
লাজুক কে পথচারী ঘোষপাড়ার পথ খুঁজে না পেয়ে
ফের ও বাড়ির সামনে। শরৎস্বভাবী মেয়ে দুটি
কী হয়েছে ওদের মধ্যে? রাগকরা মুখ একজন
হনহন চলে যাচ্ছে, অন্যটি দৌড়য়, 'শোন শোন'...
পড়বি তো একদম পড় গায়ের ওপরে: 'ইস মাগো!'
জামায় আধবালতি জল, হোঁচট সামলাতে মুখোমুখি
প্রায় জাপটে ধরে ফেলল ভিজে গায়ে দোঁহাকে দুজন
আমাদের পথচারী জ্ঞান হারিয়ে জ্ঞান ফিরে পেয়ে
দেখল, দু হাতের মধ্যে সারাগায়ে কাঁটা দেওয়া বৃষ্টির কদম!

হাড় দিয়ে তৈরি নৌকো

হাড় দিয়ে তৈরি নৌকো, স্বপ্নে দেখি, পাশের জলায়
গলুইয়ে উঠেছে ঘাস, হালে কে বসেছে কাঁথামুড়ি
দড়ি ধরে শূন্য থেকে নেমে ওর মাথা ছুঁয়ে ছুঁয়ে
এদিক ওদিক করছে চাঁদের হলুদ পেন্ডুলাম
ম্লান সাদা হাড়-নৌকো, কোথা যাবে, আটকেছে জলায়
গলুইয়ের উল্টোদিকে বসে কেউ মাঝিকে শুধোয়
মাঝিভাই, উঠে পড়ো, ঠেলো নৌকো, ঠেলে দাও জলে
মাঝি ঘোমটা খোলে, তার নাকমুখচোখ পিতলের
দৃষ্টি নেই, পিতলের হাত দিয়ে সে হাল ঠেলেছে, শব্দ ঠং
একটুও নড়েনি নৌকো, মাঝি জলে পড়েছে ঝপাস
তলিয়ে গিয়েছে আর জলাঘাসে ফুটিফুটি তারা বুড়বুড়ি

নৌকোয় যে লোকটি একা সে তো আমি, হালে যাই তবে,
যেতে গিয়ে দেখি চাঁদ আমার মাথায় লেগে থেমে গেল ঠং
আমার দুখানা হাত দুটো পা কোমর মুখ চোখ
সমস্ত সমস্ত ওই পিতলে রূপান্তরিত হয়েছে কখন!

তিনটে লম্বা পেঁপেগাছ

তিনটে লম্বা পেঁপেগাছ পাঁচিলের সীমান্তে দাঁড়ানো
পাঁচিল, সে ভাঙা, তার ইট আধলা ঢাল দিয়ে নেমেছে পুকুরে
পুকুর, সেও তো মজা, তাকে ঘিরে ঝোপ জংলা বন
পুকুরের পরে রাস্তা উঁচু হয়ে বাজারে চলেছে লোক নিয়ে
বেশি নয়, একটা দুটো, ধুতি শার্ট, লুঙ্গি গেঞ্জি, সাইকেলে ঝোলা
কারো বেশি তাড়া নেই রাস্তায় দাঁড়িয়ে গল্প করে
গল্পের পিছনে মস্ত ভাঙা বাড়ি, হাড়গোড় ভাঙা জমিদারি
ফুটো করে গাছ বেরোনো, গর্ত করে বসে থাকা সাপ
তাদেরও পাঁচিলে ফুটো, ফুটো গলে আমরা খেলতে যাই
ভিতরে চৌকোনা মাঠ, সে মাঠেও পুরোনো মন্দির
কী বিগ্রহ ছিলো, কোন পুরোহিত, খোঁজ নেই কারো
ভাঙা পাঁচিলের পাশে পেঁপে পড়ে ধুপ করে গড়িয়ে যায় জলে
ঢাল বেয়ে ধরতে ছুটি মা দেখে ফেললে বকবে বলে
পা টিপে পা টিপে ছুট, কাচ ফুটে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে
ফেরা—আজ চৌকো ফ্ল্যাটে তারো বেশি খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে ফিরে আমি
চরণ সাজাই ছন্দে, যে কবিতা ভেদ করে নামি তার
ভাঙা পাঁচিলের পাড় থেকে
সেই তিনটে পেঁপেগাছ ওই অত পিছন থেকে দ্যাখে
ঢালুতে গড়ানো ফল ধরতে আমি ছুটে যাচ্ছি
অন্ধকারে কাচ দেখে দেখে...—

কত বাক্যব্যয়

কত বাক্যব্যয় কত আবেদন বিতর্ক বোঝানো
সীমান্তের পাশ দিয়ে আইনি বেআইনি আসা যাওয়া
কত ধরা ছোঁয়া কত না ছুঁই পানির হাতসাফাই

এইসব কম্ম করে তিন-চারবেলা খেতে পাই
কত মেঘ কত রোদ কত কত বৃষ্টি এসে পড়া
পানের দোকান কত আয়নায় ঠেলেঠুলে চুল ঠিক করা
কত গা জ্বালানো কথা কত মন ভরানো রিনঠিন
কত চোখ তোলা কত শ্রীময়ী বিকেল তবু কপর্দকহীন
বাঁক ঘুরলেই দ্যাখা ইস্কুলের রাস্তায় দাঁড়ানো
আজ মিস হয়ে গেল দুখানি বিনুনি মাত্র চোখে
কাল ঠিক ভাগ্য ছিলো সামনাসামনি গজুদার চায়ের দোকানে
কত চা সিগ্রেট কত ধারবাকিতে কথা কাটাকাটি
গানের ইস্কুল কত ভিড় করা গীতবিতানেরা
কত শিরঃপীড়া কত হিংসেহিংসি তোর তাতে কী রে
বৃথা বাক্যব্যয়, আজ দেখি সব বাক্য ছিঁড়ে ছিঁড়ে
ভিতরে চলেছে পথ সাপের জিভের মতো চেরা
সেইসব হিংসে নেই, প্রতিহিংসা গড়ে তুলছে ডেরা
সে সব বাড়িতে যাই নাচতে হয় নিন্দাঅগ্নি ঘিরে
যদি ভাবো ফিরে যাবো যদি ভাবো মিশে যাবো ভিড়ে
পা টেনে ধরবে জাল সর্পাঘাত থমকে আছে শিরে
এইটুকু সীমান্ত, কিন্তু তাকে ঘিরে কত কাঁটা বেড়া
না আর সম্ভব নয় স্বর্গের ভিতর দিয়ে ফেরা
যারা ফিরতে গিয়েছিল ঐ দেখ পড়ে আছে মুণ্ডুকাটা হাত ছেঁড়া পা ছেঁড়া

ওই নোকারির মাঠ

ওই নোকারির মাঠ, ওই মাঠে ফেলে আসা হয়
মরা মহিষের বাচ্চা, মরা গরু, ছাগল, বাছুর
পায়ে দড়ি বেঁধে টানা কুকুর, পেট ফুলে চার পা বাঁকা
পচাগন্ধ দিনে দিনে ওই তেপান্তর পার হয়ে
খালের ওপারে গিয়ে ধানক্ষেত দিয়ে বয়ে যায়
গোঁ গোঁ চলে শ্যালো পাম্প, ছাতারে পাখির ঝগড়া, আর
আল দিয়ে ফেরে টোকা, এক দুই তিন, সন্ধে হয়
সন্ধেবেলা কাজ শেষে এক কবি পিচ রাস্তা ধরে
বাড়ি ফেরে, নাকে তার হঠাৎ ধানঝাড়া গন্ধ আসে
সে দ্যাখে পিচের মধ্যে ঘাস আর ফ্ল্যাটবাড়ি হটিয়ে ধানক্ষেত
আর সে ক্ষেতের মধ্যে মস্ত চাঁদ মাটি দিয়ে গড়িয়ে চলেছে
কাদায় চাকার দাগ ধরে চোখ যতদূর যায় ততদূর
সেই তেপান্তর, তার এখানে ওখানে চরছে
হাড়ের মহিষ, গরু, হাড়ের বাছুর...

কীভাবে এলাম এই শহরে

কীভাবে এলাম এই শহরে, সে মস্ত ইতিহাস!
হামাগুড়ি দিয়ে আর ট্রেনের পিছনে ট্রেন ধরে
রেললাইনে হাতেপায়ে তালা ও শিকল বেঁধে শুয়ে
ট্রেন এসে পড়ামাত্র চক্ষের নিমেষে ড্রাইভারের
কেবিনের জানলা দিয়ে জনতার প্রতি হাত নেড়ে
টুপির ভেতর থেকে পায়রা খরগোশ ধরে, ছেড়ে,
মাথার এদিক দিয়ে রড ঢুকিয়ে ওদিকে বার করে
সম্মোহন করে নিজ সহকারিণীকে বাক্সে ভরে
সে-বাক্সের চারদিকে ঢুকিয়ে ষোলোটা তরোয়াল
টুং টাং লাইটার জ্বেলে বাক্সটি পুড়িয়ে ছাই করে
উড়ো মন্ত্র বলতে বলতে নেমে গিয়ে নিজে সে-মেয়েকে
দর্শক আসন থেকে বাহু ধরে মঞ্চে তুলে এনে
ম্যাজিকে প্রমাণ করে আমি হচ্ছি পয়লা নম্বর
তবেই শেষমেষ ডেকে জায়গা দিল আমাকে, শহর।
এখন ম্যাজিকই ধ্যান, জ্ঞান, বুদ্ধি, বাঁচামরা পেশা
ভোর থেকে হাতসাফাই, নিজের জিভ কেটে জোড়া দেওয়া
সন্ধ্যায় হাজির হওয়া মঞ্চে মঞ্চে ভরাভর্তি শো-এ
রাত্রিবেলা বাড়ি আসা ধুঁকে ধুঁকে করতালি সয়ে
ভোর থেকে প্র্যাকটিস শুরু, প্রত্যহ দাঁত দিয়ে ওই
কামড়ানো বুলেটে ধরা প্রাণ
একবার ফসকালে শেষ, মনে রেখো, ও ম্যাজিশিয়ান!

না বসা যাবে না

না বসা যাবে না এই সকালবেলার বিদ্যালয়ে
না ওঠা যাবে না ওই ঝাঁ ঝাঁ রোদরশ্মি বেয়ে ছাদে
না ধরা যাবে না ওই গামলায় তোয়ালে মোড়া শিশু
না ভাঙা যাবে না ওই কালো হাত যে শেকল বাঁধে
না শোয়া যাবে না এই খড়ের শয্যায় এক বছর
না খাওয়া যাবে না লাল হবিষ্যান্ন, মালসায় ঘি-ভাত
না বোঝা যাবে না এই দেশকাল সন্ততি পূর্বাপর
না গোঁজা যাবে না এই উনুনে লেখায় দেওয়া হাত
না মরা যাবে না এই তেতাল্লিশে বুকুনদের রেখে
শরীর ধারণ করতে হবে রোদ বৃষ্টি এঁকেবেঁকে...

সকালবেলায় উঠে

সকালবেলায় উঠে চারিদিকে কোনো নদী নেই
সব জমি সমান করা, পুকুরের জায়গায় ঢিবি
কোনো গাছে পাতা নেই, খাড়া খাড়া গাছ, গায়ে কাঁটা
সব পাখি খড়ের পাখি, ডানায় পালক নেই কারো
সব ঘর তাসের তৈরি, সব লোক পেন্সিলের কাঠ
সব চোখে মারবেল ভরা, টকাস টকাস করে নড়ে
সবাই নিঃশব্দে চলছে পিছনে ব্যাটারি ফিট করা
আমি এই মাঠ কিংবা মাঠসম বাঁধানো চত্বরে
সকালবেলায় উঠে ছাইছাই বিষ মেশানো রোদে, মুখ চিনে
ক্রেতার সন্ধান করছি একটি ব্যাটারি মাত্র দামে
কে আমাকে শান্তি দেবে আমার আগ্নেয়মাথা কিনে?

আনন্দ শ্যামবাবু স্যার

আনন্দ শ্যামবাবু স্যার, আনন্দ হে ভোরবেলা ইস্কুল
আনন্দ নিলডাউন, আনন্দ কিলচড় মুঠো চুল
আনন্দ স্কুলের ছাদ, আনন্দ হে ঘুড়ি ধরতে যাওয়া
আনন্দ খাতায় গোল্লা, মাস্টারের ক্রুদ্ধ পিছু ধাওয়া
আনন্দ সপাং বেত, না-ফেরা পড়ায় মতিগতি
আনন্দ ঝোপঝাড় খাল আনন্দ পাঁচিলে প্রজাপতি
আনন্দ হে স্কুল পালানো, বড় হওয়া বাংলা হিন্দি সিনেমাকে চিনে
এগারো ক্লাসের বিদ্যে, বেঁচে থাকা অপরের অভিশাপ কিনে
ধিক্কার, লেখার চেষ্টা, আবাল্য কবিতা লেখা ধিক
সপাং, শ্যামবাবু স্যার, সপাং আপনার বেত ঠুনকো সম্মান-চামড়া
ছিঁড়ে খুড়ে দিক!

আমাকে দেবতা বলে

আমাকে দেবতা বলে একদিন ভেবেছ—তিন বছরে
নিশ্চিত বামন বলে মনে হল তাকেই, সৎ অসৎ
যে কোন কিছুতে কব্জি ডুবিয়ে যে পরে হাত চাটে,

চাটতে চাটতে ছালচামড়া উঠে যায় খড়খড়ে জিহ্বায়
সে জানে না নিজরক্ত নিজে খায়—ভরাভর্তি হাটে
সবাইকে ডেকে বলো, এখনও সময় যায়নি, বলো
ওই লোকটা—ইস, মা গো—ওই সময় জন্তু হয়ে যায়!

গরম গলানো পিচে

গরম গলানো পিচে হৃৎপিণ্ড মুড়ে দিল, যাতে
বেশি না ধকধক করে, সহজে গুটিয়ে ছোট হয়
যাতে সে মনে না রাখে এ বস্তু বিক্রির জন্য নয়
যাতে সে লোকের চাপে বসে পড়তে বাধ্য হয় পাতে
পশুর মতন মুখ নিচু করে খেতে বাধ্য হয়
অন্ন বা প্রেমের স্পর্শ না পায় ব্যান্ডেজমোড়া হাতে
সেহেতু গরম পিচে হৃৎপিণ্ড মুড়ে দিল—তাও
আজকের শরৎরৌদ্রে ঘরে পথে আমরা দেখতে থাকি
লোহার পাঁজরশিক ভেদ করে ফুরুৎ উড়ে গিয়ে
জীবাশ্মের মতো দেহ পালকহীন ভারী ডানা নিয়ে
আকাশে আকাশে ঘুরে কী রকম খেলা দেখায়
পোড়া চ্যাপ্টা কৃষ্ণকায় পাখি

ঝাঁটা বালতি ছুঁয়ে বলছি

ঝাঁটা বালতি ছুঁয়ে বলছি, জমাদার দিব্যি গেলে বলে
'ও কাজ করিনি আমি ওই ধুতি আর কেউ নিয়েছে!'
আমার তো ঝাঁটা বালতি কাগজ কলম, তাই দিয়ে
ওরই মতো পেটভাত হয়, এই কাগজ কলম ছুঁয়ে বলি
ও কাজ করেছি আমি, তার জন্যে ছেড়ে গেছি ঘর
সে বাবদ যা যা শাস্তি পাওনা হয়, ওতে নয় আমাতে অর্শাক
অর্শেছে, তাই তো এই হা হা মাঠে হাহাকার ঝরানো বর্ষায়
একপায়ে শাস্তি নিতে দাঁড়িয়েছি, সব গাছ ছাড়িয়ে গেছে মাথা
এত বৃষ্টি চারিদিকে, এতটুকু গা ছুঁচ্ছে না আর—
ভেতরে কবিত্ব পুড়ছে, পুড়ে পুড়ে ধকধকে অঙ্গার!

বাড়ির বাতাবি গাছ

বাড়ির বাতাবি গাছ, উঠোন পারের গন্ধলেবু
তোমাদের মনে আছে সেই কেমন বৃষ্টি সাতসকালে?
তোমাদের সারা গায়ে ঝাঁকড়ানো পাতায় ভরা জল?
ফোঁটা ফোঁটা করে পড়ছে তলার এবড়োখেবড়ো ঘাসে
ঘাসের উপরে দুটো বেড়ালবাচ্চার হুটোপুটি
ভিজে একশা একটা কাক খা খা করছে পাশের আমগাছের ডালে
বারান্দা সিঁড়িতে বসে বাবা মা ও দুজন বালক
সেদিন ইস্কুল নেই, শরৎকালের জন্য ছুটি...
আজও এক শরৎকাল সাদা মেঘ ফ্ল্যাটবাড়ির ছাদে
ভোরে বৃষ্টি হয়েছিল, রোদ উঠছে, সে বৃষ্টি শুকোবে
বাড়ির বাতাবি গাছ, উঠোন পাড়ের গন্ধলেবু
তোমরা কবেই মরে শুকিয়ে উনুনে-জ্বলা কাঠ
এখন অপর গাছ সে উঠোনে বসবাস করে, এই দ্যাখো
আমিও শুকিয়ে কবে কাঠ কোন উনুনে ইন্ধনমাত্র, আর
আমার শরীরে কেউ বসে, ওঠে, কথা বলে,
রাস্তায় বেরিয়ে করে অন্নের জোগাড়!

ময়ূর আমার

ময়ূর, আমার কাছে এসো, চোখ ঠুকরে তুলে নাও
ময়ূর, আমার পাশে বোসো, ঠুকরে ভাঙো শিরদাঁড়া
ও, শিরদাঁড়া তো নেই! ময়ূর আমার, ঘন হয়ে
এসো, আদরের নামে নখে আঁচড়ে ছিঁড়ে দাও গাল
ময়ূর, আমার সঙ্গে থাকতে চাইলে কাবেরীকে কাল
বলব পথ দেখে নিতে, আর তুমি আমার কঙ্কাল
নখে তুলে উড়ে গিয়ে ছুঁড়ে দেবে রাস্তায় ময়দানে
যারা ভিড় করে আসবে, দেখবে তারা সকলেই জানে
কী তোমার হেডলাইন কী আমার নিষিদ্ধ কাহিনী
ময়ূর আমাকে দলে নাও আমি সে সব কথাই
রঙচঙে বিশেষ দামে ছেড়ে দেব, চলো হাট বসাই
মানুষ তো বোকা নয়, তারা বলবে এই হল সভ্যতার শেষ পুণ্যবাণী
ময়ূর, আগে তো তুমি সাপ খেতে ভালবাসতে, আজ
খবর খেতে যে কতো ভালবাসো তা তো আমি জানি!

কীভাবে পেয়েছি

কীভাবে পেয়েছি তার মৃতদেহ বৃষ্টিজলে ধোয়া
ঘুরেছি সমস্ত রাত কীভাবে মুখ ভর্তি বিষ নিয়ে
কীভাবে প্রাণের বন্ধু একবাটি প্রতিশোধস্পৃহা
মুখের সামনে ধরে দিয়ে বলেছে তলার বিষটুকু
তুলে নাও তুলে নাও দেরী হয়ে যাচ্ছে, তুলে নিয়ে
শরীর লোহায় ছড়ে নর্দমার নীচে পাঁক মেখে
পরের বাগানে কাঁটাতার আর পাঁচিলের কাচে
শতচ্ছিন্ন হতে হতে রাতশেষে পুকুরধারে এসে
হঠাৎ পেলাম তার মৃতদেহ বৃষ্টিজলে ধোয়া
এতখানি প্রতিহিংসা এখন কী করি? কোথা রাখি!
বরং পুকুরে ঢালি, এ পুকুর বহুদিন চিনি—
ঢালামাত্র জ্বলে উঠে বাষ্প হয়ে গেছে পুষ্করিনী
ধোঁয়া যেই সরে গেল আকাশে প্রথম নীলচে রং
কেমন একটা হাওয়া আসছে, সবে ডাকতে শুরু করল পাখি
শরীর বিষাদভরা, প্রতিহিংসা নেমে গ্যাছে, গিয়ে,
দেখি যে পুড়িয়ে-ফেলা কাদাপাঁকে শুয়ে আছে
তার মৃতদেহটি জড়িয়ে...

ময়ূর, তোমাকে দেখে

ময়ূর, তোমাকে দেখে আমার জেগেছে সমকাম
গোঁফ দাড়ি কিচ্ছু নেই, লম্বা চুল, কানে একটা দুল
কী দারুণ নাচতে পারো, পাশে নারী, তাকে ঈর্ষা করি
নারী হতে তো পারব না, তার বদলে অঙ্গচ্ছেদ করে
শাড়ি পরা হিজরে হই, বহুকষ্টে ভেঙে ফেলি গলা
হাঁটাচলা রপ্ত করি—তোমার টাইট জিন্‌স্‌, কালো
গোলগলা টি শার্ট, না না শার্ট নয়, হাতা নেই, মুক্ত বাহুমূল
দারুণ পোশাক, আমি ঢোল নিয়ে যাব তোমার ফ্লোরে
তুমি ওই মেয়েটিকে ছেড়ে একটু আমার এই ক্ষীণ কটি ধরে
অন্তত দুপাক নেচো, তারপরে স্মৃতিটুকু নিয়ে
বাড়ি ফিরে আমি দেখব স্ক্রিনে স্ক্রিনে তুমি আসছ সমস্ত বাড়িতে
সব্বাই হাঁ করে দেখছে তোমার প্রকাশ, তুমি প্রত্যেক কাগজে
ক্রোড়পত্রে দেখা দিচ্ছ একসঙ্গে দু পাতা জুড়ে সঙ্গিনীকে নিয়ে
কী সুন্দর গলা চেপে কথা বলছ তরঙ্গ এফ. এমে

আমি ছুটে ফোন করছি, চিনতে পারছ, আমার আর সৌভাগ্য ধরে না
ময়ূর, তোমাকে দেখে আজ আমি এই বয়সে এসে
ধপাস ধপাস করে পড়ে যাচ্ছি সমলিঙ্গ প্রেমে!

বাঁশপাতা মন্দিরের গায়ে

বাঁশপাতা মন্দিরের গায়ে মুখে ঝাড়ন চালায়
যতবার হাওয়া আসে মন্দিরে চুনবালি উড়ে যায়
মন্দিরে বিগ্রহ নেই, ভিতরে খোঁদলভর্তি সাপ
কাটে না কাউকেই, শুধু লম্বা দাগ টেনে সাঁতরায়
পুকুরে-চান করে কেউ উঠে গেলে সিঁড়ি রাখে তার পায়ের ছাপ
সাইকেল হেলানো আছে মন্দির রোয়াকে, লোক নেই
ওখানে দুপুরে বসে কারা করে চাপা আলোচনা
কারো চোখ ছোট, কারো কাটা দাগ মুখে, ভাঙা হাত
তারা কেউ নেই আজ, কে বউটি কাপড় জামা কেচে
উল্টো ঘাটে উঠে যায়, দুপুর গড়িয়ে চলে মাটির রাস্তায়,
একজন
কিশোর একলাটি বসে ঢিল ফেলছে পুকুরের জলে
সে আজ দুপুরবেলা জীবনে প্রথম একটা কবিতা লিখেছে

শরীর থরথর করছে

শরীর থরথর করছে, এইমাত্র বিষ ঢেলে এলাম!
সে এখন বাড়ি ফিরে উল্টিয়ে পাল্টিয়ে মরে যাবে
সে এখন বমি করবে জ্ঞান হারাবে ফেনা তুলবে মুখে
আমি খুব সুখে নেই, পড়ে আছি জলার পাশটায়
ল্যাজ মাড়িয়ে রিক্সা চলে গেছে, পিঁপড়ে কামড়েছে দু চোখে
গায়ে সাড় নেই আর শীত গ্রীষ্ম বোধ নেই, সব বিষ নিঃশেষ
পড়ে আছি পড়ে আছি দিনরাত্রি নেই বৃষ্টিরোদ
নেই আছে নেই আছে থাকতে থাকতে শুকনো খিদেবোধ
খোঁচাচ্ছে নাড়াচ্ছে উঠে বার করছে পথে উল্টোসিধে
রাস্তায় আবার নামছি এ খোঁচাচ্ছে ও তাড়াচ্ছে গর্তে দিচ্ছে শিক
আমি পালিয়ে পালিয়ে ঘুরছি অলিতেগলিতে
আবার সন্ধান করছি লোক কই লোক কই
আবার আবার বিষ জন্মাচ্ছে থলিতে!

সন্ধ্যার এপারে বৃষ্টি

সন্ধ্যার এপারে বৃষ্টি, ওই পারে লোক চলাচল
ধানক্ষেতে টর্চলাইট, অন্ধকার সন্তানসন্ততি
টালিছাদে লাউলতা, বেড়ায় মুখ নিচু কুমড়োফুল
এ বাড়িতে কী কারণে, কার কাছে, কোথায় এসেছি?
সন্ধ্যার ওপারে বৃষ্টি, এই পারে আমি-তুমি লোক
দুই পার ফুঁড়ে দেয় না-বোঝা কালের মতিগতি
হ্যাজাক লাঠিতে ভাঙছে, টর্চলাইট লুটোচ্ছে কাদায়
চুল ধরে হিঁচড়ে আনছে এক্ষুনি বিধবা করল যাকে
কাপড়ে, কাদায়, রক্তে, বীর্যে—না, ক্লীবত্বে মাখামাখি
তাকে ছুটতে দেখা গেছে, না তাকে পাওয়া যাবে না আর
সন্ধ্যার ওপার থেকে সন্ধ্যার এপার একাকার
দুই পারে আমরা লোক, চলাচল করি, বসে থাকি,
ক্ষতি হয়, ক্ষতি হয়, আমাদের হাত থেকে ক্ষতি
নেয় আর ফিরি করে অন্ধকার সন্তান-সন্ততি!

রূপ আসে। পুড়ে যায়

রূপ আসে। পুড়ে যায়। বুক ভেঙে দিয়ে যায় কাম।
ধুলো হওয়া জনপদ, বালি হয়ে যাওয়া সমুদ্রকে
পেরোতে গিয়েই আমি তার নীচে হৃৎপিণ্ড শুনলাম।
প্রকাণ্ড ঘড়ির মতো! বন্ধ না, এখনও ধকধকে।
রূপ এল। জ্বলে উঠল, ধোঁয়া হল ছাই রেখে রেখে—
ঘরে ঘরে পড়ে রইল কালা আর বোবা মনস্কাম
স্বামী ও সন্তান দিয়ে দু দিনেই অমন মেয়েকে
পিছমোড়া বেঁধে ফেলল তোমাদের সংসারের থাম।
কোনোদিন বলা হয়নি, আর কখনও বলাও হবে না
ছেলেমেয়ে বড় হচ্ছে, ফ্ল্যাটজমি দর করছে লোকে
যা এখন জল তা-ই মুঠো থেকে বাষ্প পরক্ষণে
তবু আসে, ভেঙে ফ্যালে—রূপ, রূপ—প্রকাশ্যে, গোপনে...
আমি নিরুপায়, বলি পালাতে পালাতে নিজেকেই
শেষ হয়ে যাওয়া প্রেম, বিষ হয়ে যাওয়া বন্ধুত্বকে
ফের যদি ডাকিস তবে গলা টিপে মেরে ফেলব তোকে!

ঘরে ঘরে এত অগ্নি

ঘরে ঘরে এত অগ্নি-সংযোগ করেছি চুপিসাড়ে
পাত্রে পাত্রে মিশিয়েছি এত এত বিষ নির্বিকার
তাড়া করে গেছি এত, মেরেছি পিছন থেকে ঘাড়ে
গড়েছি নগর থেকে গ্রামে এই দাসের পাহাড়
লুকিয়ে ফিরেছি কত পিঠে নিয়ে মুমূর্ষু বন্ধুকে
রাজার পশ্চাৎ থেকে সরিয়ে নিয়েছি সিংহাসন
উড়িয়ে দিয়েছি ব্রিজ, ভয় পাইনি কামানে বন্দুকে
ট্যাঙ্কের পিছনে ট্যাঙ্ক, নীচে আমরা, প্রেমিক-প্রেমিকা, ভাইবোন
পিষে গেছি মিশে গেছি ভাঙা বাড়ি ইটকাঠ-গুঁড়োয়
মাইনে স্পিলন্টারে ছিটকে পড়েছি ধানক্ষেত থেকে জলে
ঝড়ে উড়ে যাব আর ঝড়কে উড়িয়ে দেব বলে
আর অন্য কারণে না, আর অন্য উদ্দেশ্য ছিল না
কিন্তু আমাদের হাত, আমাদের হাড় থেকে সোনা
আর কেউ খুবলে নিল, আর কেউ প্রমোদ তরণী
বানাল, অথচ তুমি বেলা থাকতে লক্ষই করনি!
একদিন বারুদঘরে আগুন দিয়েছিলাম কেন?
একদিন আমার হাত ছিঁড়ে শূন্যে উঠেছিল কেন?
একদিন তোমার দেহ তালগোল পাকিয়ে কেন শব?
এখন ধুলোর পথে ধুলোমাটিকাদা হয়ে থেকে
মর্মে মর্মে বুঝে দেখি আর কোনো কারণ ছিল না
এগিয়ে গিয়েছিলাম সেদিন এগোতে হবে তাই
আজ সেই যাত্রাপথে ছাইমাত্র ওড়ে আর সেই ছাই গায়ে মেখে আসে
বিশ্বাস ভাঙার বন্ধু, ভাইকে পিছন থেকে ছুরি মারা ভাই!

একবার তাকাও সোজা

একবার তাকাও সোজা, চোখে চোখ রাখুক ছলনা
একবার সবাইকে বলো, যজ্ঞ নেই, কী হবে সমিধ?
বয়ে আনা কাঠ-বোঝা, না তোমার কথায় ফেলবো না
মাথায় থাকুক, জ্বলে উঠুক মস্তকে শেষ মিথ!
সব বানানো? যোগসাজশ? সাফল্যের নোংরা ব্যাকডোর?
কার বাড়ি কে বেশি যায়, কাকে ফোন করে, তার উপর
নির্ভর করার তত্ত্ব, নিজের চোখে দ্যাখোতো কীভাবে শব্দভেদী
ধনুকবান ছেড়ে দিয়ে নিজ ব্রহ্মতালুতে বানালো যজ্ঞবেদী

হু হু ওঠে হুতাশন, খুলিতে আগুন নিয়ে ঘোরে
অরণ্যে অরণ্যে গ্রামে জনপদে নদীমাতৃক্রোড়ে
বসে না বিশ্রাম নেয় না একাধারে কবি আর ব্যাধ
নিজ অভিশাপ নিজ মস্তকে ধারণ করে করে
এক যুগ পেরিয়ে ওই যে পরবর্তী যুগে ঢুকে পড়ে
মিথ গড়ে, মিথ ভাঙে, ওই সে দাম্ভিক, মূর্খ, জেদী!

আজ একটা অজগর

আজ একটা অজগর আমাকে পায়ের দিক থেকে
গিলতে শুরু করল আমি বোঝার আগেই, এই বনে
কাঠ কুড়োতে আসি আমি, কাঠ কাটতে নয়, কোনও গাছে
কুঠার ছোঁয়াইনি আমি, আমার কুঠারই নেই, শুধু
শুকনো পাতা শুকনো ডাল মাটি থেকে তুলে নিয়ে যাই
উনোনে জ্বালানি করে বিক্রি করে পাঁচ টাকা পাই
আমারও স্ত্রীপুত্র আছে বাড়িতে, আজ একটা অজগর
আমাকে গিলতেই থাকল পায়ের দিক থেকে আমি
চেঁচিয়ে সাড়া পাইনি কারও
ভোরবেলার পাখি দেখল অসাড় ময়াল তার চোয়াল ফেটেছে, মুখে
আটকে আছে মাথা আর আঁকাবাঁকা শিং
শিংয়ের তলায় মুখ তখনও কবিতা বলছে, কবিতার মধ্য থেকে
যত ছন্দ যত অপরাধ
নিমেষে নিমেষে তার এক শৃঙ্গে সূর্য গাঁথে, অন্যটিতে শেষ রাতের চাঁদ...

কেন আমি অন্ধকার

কেন আমি অন্ধকার বিষাদ ছাপাই?
কেন আমি মেঘে মৃত তারার শরীর
এখনও বহন করে নিয়ে চলি কাঁধে?
কেন বা আমার রাস্তা ফাঁদ থেকে ফাঁদে
গিয়ে পড়ে বারবার? অচেনা পরীর
ডানা ছিঁড়ে কেন আমি হাহাকার করি
ঘরে এসে? কেন করি? কেন রোজ রাতে

ভুল মন্ত্র দিয়ে তার জীবন ফেরাই?
কেন সে শয্যার পাশে বসে চুল বাঁধে?
কেন সে আমার জন্য যত্নে বিষ রাঁধে?
যেই তাকে নিজের দিকে জোর করে ঘোরাই
ফের সে নিহত ওগো দেখি সে মৃতাই!
ঘরে ঘরে ভগবান সাধু ও যোগিনী
মাঠে পথে ফুটপাতে যাকে যাকে চিনি
তুমি বলো, তুমি বলো, বলো তোমরাই
এরপরেও কেন আমি কেন দেখতে পাই

একটি সোনার মই উঠে গেছে চাঁদে!

পুড়ে যায় বিফলতা

পুড়ে যায় বিফলতা। কে মানুষ সাফল্যের পাঁকে
পুঁতে যায় গলা অব্দি? দূরে তার আত্মীয়রা থাকে।
সম্পর্ক রাখে না তারা, চিঠি বয়ে নিয়ে যায় জল...
নদী না, পুকুরমাত্র, যে কোনো পুকুরধারে গিয়ে
চিঠিকে ভাসিয়ে দাও। কাগজের নৌকো? তাও পারো!
সেটাই চিঠির মতো—তারপর যে কোনো দেশে
যে কোনো দীঘির ধারে গিয়ে
দেখবে কয়েকটা পাতা উড়ে পড়ছে ভেসে থাকছে, তাদের শরীরে
কত আঁকিবুঁকি দাগ, শিশির ফোঁটাকে পাশে পেয়ে
কী গর্ব তাদের! আজ তুমি কি জলের ধারে ঝুঁকে
ও গো ও সফল কবি, সে সব পাতায়
তোমার ভাইয়ের চিঠি, বন্ধুর কবিতা, দেখতে পেলে?

আমার হাত ফসকে প্রেম

আমার হাত ফসকে প্রেম পড়ে গেল কুয়োর তলায়
ঝুঁকে কিছু দেখা যায় না। অন্ধকার থেকে তার
মরণচিৎকার শোনা যায়

মৃত কবিদের দল

মৃত কবিদের দল বসেছে রাত্রির ভিজে ঘাসে
কারোর মাথায় টোকা, কারোর মাথায় সাদা চুল
কেউ বা তরুণ আজও, জামায় সিগারেটের ফুটো
কারো হাতে তাম্রকূট, কারো চোখ নিবদ্ধ মাটিতে
কেউ বা আধশোয়া হয়ে হাঁটুর উপরে এক পা তুলে
দেখছে তারার পর তারা আর তারও পর তারা
তারাদের মধ্যে থেকে আগুনের জমাট বাঁধা চাকা
ঘুরে ঘুরে কবিদের মাথার ওপরে আসে, দূরে চলে যায়
তখন গ্রামের লোক সবাই ঘুমিয়ে—গ্রাম আলো হয়ে ওঠে
রাতে কেউ বাইরে এলে এক ঝলক দেখে মূর্ছা যায়
মৃত কবিদের দল খেয়াল করে না কিছু, তারা সব জলমাটি থেকে রাত্রিবেলা
মাঝে মাঝে উঠে আসে, ঘাসে বসে কিছুক্ষণ, সময় কাটায়...

কয়েকটি মাটির টব

কয়েকটি মাটির টব, ভিতরে আমার হাড়গোড়
তুমি গাছ পুঁতে দাও, আমি বলব: 'শিকড়, শিকড়'

কয়েকটি পুকুর, তার তলায় আমার মরামুখ
তুমি স্নান করতে নামো, আমি বলব: পদ্মেরা ফুটুক

কয়েকটি শ্মশান, জ্বলছে বেওয়ারিশ লাশগুলো আমার
একফোঁটা চোখের জল ফেলো তুমি, জন্মাবো আবার!

রোদ্দুর নরম হয়ে এল

রোদ্দুর নরম হয়ে এল আজ, মা চলে যাবেন।
দশমী তিথির শেষ, দুপুরে সিঁদুরখেলা সেরে
এয়োতীরা ঘরে ফিরছে, তাদের মঙ্গলকামনারা
হাত উপচে পড়ে যাচ্ছে রাস্তার ধুলোয়...এই ছবি
এতদিন ভাল করে দেখেও দেখিনি কেন ভেবে
রাস্তার ধুলোর থেকে সমস্ত মঙ্গল আশীর্বাদ
কুড়োতে কুড়োতে চলে দ্বেষ-হিংসাদষ্ট এক কবি!

হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়লে

হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়লে অমনি ঠ্যালা: চলো সামনে চলো
মুহূর্ত জিরোও যদি চাবুক চমকায়: টানো দাঁড়
একবার হাঁফ ছাড়লে পায়ে পড়বে লাঠি: অ্যাই ছোট্
ছুটতে ছুটতে ছুটতে ছুটতে হুমড়ি খাবে, মট্ ভাঙবে হাড়
ভাঙা পায়ে ছুটতে হবে, অন্য সকলেই তাই ছোটে
ছুটতে ছুটতে ছুটতে ছুটতে 'জী হুজুর' কথামাত্র সার
অপমান সইতে সইতে প্রতিরোধশক্তি চলে যায়
অপমান সইতে সইতে দুবেলা ভাতের থালা জোটে
অপমান সইতে সইতে মরে যায় মানুষ চুপচাপ
অপমান সইতে সইতে মানুষই মরিয়া হয়ে ওঠে।

পাখিটি আমাকে ডেকে

পাখিটি আমাকে ডেকে বলল তার ডানার জখম
বলল যে কীভাবে তার পালকে সংসার পোড়া ছ্যাঁকা
কীভাবে পায়ের মধ্যে ফুটো করে ঢুকে এল চেন
ঠোঁট দিয়ে খাঁচার শিক কাটতে গিয়ে ঠোঁটের জখম
দ্যাখালো, বাইরে থেকে আমি নিজ ওষ্ঠ থেকে ওম
দিলাম, খাঁচার দরজা খুলে তাকে 'বাঁচবি যদি আয়',
বলে বার করে এনে রাখলাম আর একটা খাঁচায়
সেখানে দুজন বন্দি পরস্পর দোষারোপ করি,
দোষারোপ করতে করতে বৃষ্টি আসে, সন্ধে হয়ে যায়...

ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে দেখি

ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে দেখি শত্রুর বারান্দা আর ঘর
বারান্দাটি নীল রঙের, ঘরে ঘুরছে লালরঙ আগুন
শিখারা মুখ বার করছে ঝুপসি জানলার ফাঁক দিয়ে
শত্রুর বাড়িতে শত্রু থাকে না, সে বন্ধুর বাড়িতে
উঠে গেছে বহুদিন, এ বাড়িটি লোকসঙ্গহারা
ঝুলে পড়া কড়িবরগা, কাঠ ফাটছে, লালরঙ আগুন

পাকাচ্ছে ঘরের মধ্যে, চারজন শত্রু চুপচাপ
গোল হয়ে বসে আছে, পিঠ পোড়ে চুল পোড়ে তাদের
কিন্তু উঠছে না কেউ, মন দিয়ে তাস খেলছে তারা
তাদের মাথায় স্থির বাঁকা খড়্গ, অর্ধেক চাঁদের

জানি যে আমাকে তুমি

জানি যে আমাকে তুমি ঘৃণা করো, মেয়েদের ঘৃণা
যেখানে যেখানে পড়ে সে জায়গাটা কালো হয়ে যায়
নতুন অঙ্কুর উঠে দাঁড়াতে পারে না সোজা হয়ে
তোমার ঘেন্নার ভয়ে পালাতে পালাতে আমি এই
দিগন্তে শুয়েছি, সামনে সভ্যতা পর্যন্ত পড়ে থাকা
যতটা শরীর, তার কোথাও এক কণা শস্য নেই
শুধু কালো কালো দাগ পোড়া শক্ত ঝামা গুঁড়োমাটি
তাও তুমি আকাশপথে জলপথে বৃষ্টিপথে এসে
মুখে যে নিঃশ্বাস ফেলছ, না তাতে আবেশ, যৌনজ্বর
নেই, শান্ত ঘুম নেই—সে নিঃশ্বাসে কিছু নেই আর
তার শুধু ক্ষমতা আছে প্রেমিককে বন্ধ্যা করবার!

তোমার নিঃশ্বাস পড়ছে কপালে

তোমার নিঃশ্বাস পড়ছে কপালে আবার! কিন্তু তা তো
নীল তেজস্ক্রিয়া, নীল পণ্য শুধু, বিজ্ঞাপিত দ্রব্যের পাহাড়
শরীরের নীচে মাটি, শরীর-উপরে স্তূপ মাটি
সে-মাটির তলা থেকে জিভ বার করে আমি পণ্যের গা চাটি
যখন পিছন থেকে তোমার ফিসফিসে গলা লোভ দেখিয়ে চলে:
আরো চাও, আরো চাও, যাও গিয়ে আবার হাত পাতো!

শেষরাত্রে বৃষ্টি এলো

শেষরাত্রে বৃষ্টি এলো, শব্দে উঠে বসলাম দুজন
মাঝখানে মেয়ে শুয়ে, উঠে পড়বে, কথা বলবো না
কলহ অর্ধেক রেখে মাঝরাত্রে দুজনে শুয়েছি
দু-দুটো লোহার বস্তা বুকে চাপিয়ে শুয়েছি দুজন
এখন জানলায় বৃষ্টি, দুজনেই অঝোর তাকিয়ে
এখন কোথায় রাখবো লৌহভরা অভিযোগভরা
এমন সামান? আও উঠাকে লে যাও কোই ইসে
নেবার তো কেউ নেই, বরং পেতেই বসা যাক!
শেষরাত্তিরের বৃষ্টি ঝরতে ঝরতে মাঝখান দিয়ে
একটা নদী তৈরি করলো, যে নদীর শেষে মেঘলা ভোর
আকাশে রং নেই আজ, কেমন ফ্যাকাসে একটা আলো
ময়লা একটা রোদ উঠবে আর একটু পরেই, শুরু হবে
একে একে অভাব অভিযোগ শাস্তি ব্যস্ততা অশান্তি কর গোনা
কলহ অর্ধেক দেহ নিয়ে আসবে ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে
ফের উঠবে সেই কথা একসঙ্গে থাকবো কি থাকবো না
কে কাকে কী কষ্ট দিলো, কী পেয়েছি তোমার কাছে এসে
নিকেল, অচল পয়সা ঝনঝন করবে ঘরে
এক সময় যাকে ভাবতে সোনা

মেয়ে তো এখখুনি উঠবে, ওর সামনে ঝগড়া কোরো না!

মরে পড়ে আছে নদী

মরে পড়ে আছে নদী, অন্ধকার শোয় কাঁটাতারে
এতক্ষণ জেগে থেকে পুবে রাত শেষ করছে চাঁদ
ওই তার বাঁকানো খেয়া নেমে পড়ল দিগন্তের পারে
আমরা কজন বন্ধু ছুরি খুলে নিলাম এবার
এবার মীমাংসা হবে এলাকায় থাকতে হয় যদি
সে তাকে নিহত করে তারপর খাটে দেবে কাঁধ
এ ওকে ডুবিয়ে তার নাম দিয়ে বাঁধাবে পুকুর
বা আমি তোমার দরজা চেনাবো ভাড়াটে খুনিদের
তা হবে না। মুখোমুখি হোক এবার সেই বন্ধুদল
যারা কেউ বন্ধু নয়, প্রতিযোগী, অন্ধ বোবা কালা
আমারই ওগরানো বর্জ্য পদার্থে, জঞ্জালে, রক্তে, তেলে

মরে পড়ে থাক এই কাঁটাতারে বেড়া দেওয়া নদী
গলা অব্দি পুঁতে যাক পথ ভুল করে আসা ছেলে
ওপারে যখন চলছে তিনটে চারটে পাঁচটা চিতা জ্বালা
যখন এপারে করছে বন্ধুরা বন্ধুর সঙ্গে শেষ ফয়সালা

কখনো চোখের জল

কখনো চোখের জল ফেলতে নেই ভাতের থালায়
তাহলে সে-জল গিয়ে শ্রীভগবানের হাতে পড়ে
হাতে ফোস্কা পড়ে যায়, তিনিও তো খেতে বসেছেন
তাঁর সেদিন খাওয়া হয় না। তিন দিন হাতে ব্যথা থাকে।
শ্রমভাগ্যে যা এসেছে দু মুঠো চার মুঠো তাতে খুশি থাকতে হয়
খুশি যদি নাও থাকি তবুও ভাতের সামনে বসে
অন্তত ভাতের সামনে বসে আর অভিযোগ করতে নেই তাকে
এ কথাটা কতবার, কতভাবে, বলেছি, তোমাকে?

তুমি তা শোনোনি আর আমিও শুনি না—দিন যায়...
খেতে বসি, দায়ী করি, দোষ ধরি পরস্পর, অশ্রু পড়ে
ভাতের থালায়

কোনো মেঘ কেটে যায় না

কোনো মেঘ কেটে যায় না, ঠিক জমে থাকে তলে তলে
একদিন হঠাৎ ফেটে সম্পর্ক উড়িয়ে দেবে বলে
তোমরা তক্কে তক্কে থাকো, ঠিক কখন কার জীবনে কী কী
ভুল হয়েছে, পা পিছলেছে, পকেট থেকে কার আধুলি সিকি
চরিত্রের দোষে ফসকে পড়েছে, আটকেছে কোন ড্রেনের ঝাঁঝরিতে
তোমরা সব খুঁজে নিয়ে মহোৎসাহে সে খবর দিতে
পাশের বাড়িতে যাচ্ছো, তার থেকে পাশের পাড়ায়
দেখছ না যে ঝড় আসছে, ঐ ঐ এসে পড়ল। আমি অসহায়
দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছি এত যত্নে গড়ে তোলা কুৎসা আর কূটতর্ক সহ
ঝড় কিভাবে তোমাদের ওল্টাতে পাল্টাতে নিয়ে যায়...

কলসিতে অমৃত আছে

কলসিতে অমৃত আছে। তার জন্যে বুকে হেঁটে যাওয়া
উটের কঙ্কাল, কাঁটা, ফণীমনসা, দস্যুদের হাড়
জিরজিরে পাঁজরে বিঁধলে সাধ্য নেই উপড়ে ফেলবার
কলসিতে অমৃত বুঝি? তার জন্যে নিঃশ্বাসের হাওয়া
বন্ধ রেখে হামাগুড়ি মানুষ চলেছে, দাঁতে-নখে
মাটি ফেঁড়ে ফেলে, টুঁটি ছিড়ে নিয়ে, শিক ঢুকিয়ে চোখে
জ্ঞাতিকে মাটিতে পুঁতে, সাক্ষ্য ও প্রমাণ গিলে খেয়ে
চলেছে পুরুষলোক, অতি উচ্চ-আশাপূর্ণ মেয়ে
কলসিতে অমৃত আছে, কলসিতে অমৃত আছে তাই!
কলসিটি উপুড় দিতে পড়েছে অমৃতপোড়া ছাই
বুক ঘষে বুক ঘষে কবিজীবনের মরুভূমি
এরই জন্যে পেরোচ্ছি, ফাউস্ট? ব্যস, যথেষ্ট হয়েছে, আর নয়!
এইবার দেখতে হবে উল্টোপথে কীভাবে কী হয়!
চব্বিশ বছর সুখ, বদলে আত্মাটি বেচতে চাই
চলো, শয়তানের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবে তুমি!

ওই যে দুজন তোমরা

ওই যে দুজন তোমরা থামের আড়ালে ঘন হয়ে
মেট্রো স্টেশনের মধ্যে ওই যে দুজন দাঁড়িয়েছ
যে-মেয়েটি কথা বলছ ছেলেটির শার্টের বোতামে হাত রেখে
যে-ছেলেটি বান্ধবীর কপালের ঝুঁকে আসা চুল
সরাচ্ছ আঙুলে—তারা কদিন, কদিন পরে আর
শিক দিয়ে খন্তা দিয়ে এ অন্যের কয়লা ঘ্যাঁস চাপাপড়া মন
খুঁড়ে খুঁড়ে তুলবে না তো? প্রত্যাশার পচা হাড়গোড়
ছুড়ে ছুড়ে ফেলবে না তো পাড়াপড়শি আত্মীয়বাড়িতে?
অভিযোগে অভিযোগে নোংরা ফেলে রাখবে না তো সমস্ত জায়গায়?
মেট্রো স্টেশনের মধ্যে ট্রেন ঢুকে পড়ল আর ট্রেন ছেড়ে যায়।
থামের আড়ালে তোমরা তেমনি দাঁড়িয়ে ঘন হয়ে
তোমাদের দেখে এক প্রেমভ্রষ্ট কবি আজ মিথ্যে এইসব ভয় পায়!

এই ঘরে পড়শি ছিল

এই ঘরে পড়শি ছিল আমার লালন, এ পল্লীতে
আসতেন কুবির গোঁসাই, এই নদীতে নাইতেন চণ্ডীদাস
কবির পাশের গাঁয়ে কবি ছিল, গানের পাশের গাঁয়ে গান।
এ কোন গরলসুধা বয়ে এল গেলাসে গেলাসে? ভাইজান,
আমায় ডুবিয়ে মারছ তোমার ডোবায়, আর আমি
বাড়ির কুয়োর মধ্যে বালতি নামালে উঠছে
তোমার নিখোঁজ হওয়া লাশ!

হাঁ-করা উচ্চাশামুখ

হাঁ-করা উচ্চাশামুখ, আমি তার মুখের ভেতরে
দেখেছি দাঁতের সারি। আমি তার মুখের ভেতরে
দেখেছি আলোর মালা। আমি তার মুখের ভেতরে
মুখ ঢুকিয়েছি, মুখ ওঠালেই মাথা ঠুকে যায়
লোহাশক্ত টাগরায়, প্রতিষ্ঠার পচা গন্ধ নাকে আর আমার গলার
নলিতে ঠেকানো দাঁতে বাঁকানো ক্ষুরের মতো ধার

হাঁ-করা উচ্চাশা তার মুখ বন্ধ করেছে এবার
মুখের ভেতরে মুণ্ড রয়ে গেল, মুণ্ডহীন ধড়
উঁচুনিচু ঢাল বেয়ে ধাক্কা খেতে খেতে নামছে—
নামছে এই শহরে আবার!

ওই তো পার্কের বেঞ্চ

ওই তো পার্কের বেঞ্চ, ওই তো ফুটপাথে রাখা ইট
ওই তো রোয়াক, ওই তো গাড়িবারান্দার খালি কোণ
শোও ঘরহারা ছেলে, শোও পথে বেড়ানো পাগল
এক নারী ছেড়ে গেলে অপর নারীর কাছে গিয়ে
যারা যারা চেয়েছিলে মুখ রেখে ঘুমোবার কোল!

যা কিছু বুঝেছ তুমি

যা কিছু বুঝেছ তুমি তারও পরে শুরু হল মাঠ
যা কিছু জেনেছ তুমি তারও পরে নদী গেল বেঁকে
যা কিছু শুনেছ তুমি তারই আগে ডেকেছে তক্ষক
যে চোখে তাকাও তুমি সেই চোখই কাচে গড়া চোখ
যাকে যাকে ছুঁতে যাও সে-ই হয় কাঠ, পোড়াকাঠ

অথচ একদিন নারী উঠে এসেছিল জল থেকে
যখন লিখছিলে তুমি গাছের গুঁড়িতে পিঠ রেখে।

এইখানে এসে প্রেম

এইখানে এসে প্রেম শেষ হল। শরীর মরেছে।
তোমার হাত ধরে আমি দাঁড়িয়েছি বৃষ্টির ভিতরে
গাছ থেকে জল পড়ছে, বৃষ্টিছাট ছুটে আসছে গা-য়,
'ভিজে যাবে'—তুমি বলছ, 'সরে এসো ছাতার তলায়'
আমাদের একটাই ছাতা। তাতে দুজনেরই চলে যায়।

আরও কালো করে এল, গাছে ডানা ঝাপটায়।
দুজনে দাঁড়িয়ে আছি। দুজনে দাঁড়িয়ে থাকব। যতদিন পাশে থাকা যায়।

আমাদের ঘরে এসো

আমাদের ঘরে এসো, এসো শান্তি, আমার শহরে
পড়োশির ঘরে এসো, থাকো শান্তি, পল্লীতে আমার
বন্ধুদের ঘরে যাও, বোসো শান্তি, পিঁড়ি তো পাবে না
সোফায় ডিভানে তুমি বসবে না তো বোসো মন পেতে
যার যা অশান্তি আছে আমাকেই দিক, আমি জল
জল তো কবির ভার্যা, আঘাতে আঘাতে স্নাত নারী
সে পারে নিঃশব্দে সব অশান্তিকে বয়ে নিয়ে যেতে

অন্ধকার থেকে আমি

অন্ধকার থেকে আমি অপমান নিয়ে ফিরে আসি
জল থেকে ডাঙায় উঠি, ডাঙা থেকে ফিরে আসি জলে
দগ্ধ হওয়া গৃহ থেকে হাওয়া ধরে ফিরে আসি ছাই
একমাঠ শস্য থেকে ফিরে আসি খরার কবলে
ফাটলে ফাটলে আমি হাঁ করে তাকিয়ে থাকি ক্ষয়
সীমান্ত ডিঙিয়ে যাই তার ছিঁড়ে চাটাই বগলে
মাটিতে আগুনে সব কবিতা ভাসিয়ে দিতে চাই
ঝুঁকে ঝুঁকে ধানচারা লাগাই একহাঁটু কাদাজলে
তা কোনো উচ্চাশা থেকে, না কোনো উচ্চাশা থেকে নয়
নিজে শান্তি পাবো আর তোমাকেও শান্তি দেব বলে

রোদ ওঠে সকালবেলা

রোদ ওঠে সকালবেলা। সে কার শত্রুতা করতে যায়?
পথে উড়ে যাচ্ছে ধুলো। ও কাকে কী বোঝাতে গেল রে?
মুখে লাগল বৃষ্টিফোঁটা। মনে মনে কী মতলব ওর?
আমগাছে চিকচিকে জল। চুপি চুপি কার নিন্দে করে?
আমার? আমার? নাকি আমার শত্রুর? মেঘ সরে
চাঁদ বাইরে এল, চাঁদ, পাশের বাড়িতে জ্যোৎস্না পড়ে।
ওদের বাড়িতে আগে? আমার বাড়িতে কেন পরে?

সকালে, দুপুরে, রাত্রে, বর্ষায়, বসন্তে, জলে ঝড়ে
সন্দেহ, সন্দেহ শুধু, সন্দেহ, সন্দেহ তাড়া করে...

কষ্ট দিয়ে কষ্ট দিয়ে

কষ্ট দিয়ে কষ্ট দিয়ে রান্না কাজ ঘরমোছার পাকে
আমি বেঁধে রেখে দিই আমার ওই দুঃখী মহিলাকে
তাকে ছেড়ে চলে যাবো? জায়গা নেই আমার যাবার
এ বয়সে সব ছেড়ে সে-ই বা কোথায় যাবে আর?
দুজনে দু ঘরে থাকি, মাঝখানে পলকা এক সাঁকো

পিঠে ইস্কুলের ব্যাগ, নতুন রঙের বাক্সো হাতে
স্নেহ ছুটোছুটি করে এপার ওপার করছে, আর
প্রতিদিন মরে যাওয়া পলকা সাঁকোর ওই কাঠে
তার দাপাদাপি করা ছোট ছোট পায়ের আঘাতে
ফুল ফুটে ওঠে, ফুল ফুটে উঠতে থাকো...

কাদের রান্নার গন্ধ

কাদের রান্নার গন্ধ? বাচ্চার কাপড় মেলছে আয়া
পাশের টালির ছাদ, রিক্সা যায়, পিছনে পোস্টার
পুকুরের শান্ত জল, সুপুরিগাছের লম্বা ছায়া
সঙ্গীদের দেওয়া বিষ হাতের আংটিতে আছে তার

রান্নায় সহজ ভুল, ঝোল-শুক্তো ঝালে পুড়ে খাক
হাতাখুন্তি ভুল করে না, ভুল করে সহজ এই হাত
সহজ পাঁচিলে এসে বসেছে সহজ দাঁড়কাক
বেড়াল পাতের সামনে, থালায় মাছের ঝোল ভাত

যে-হাতটি বিষ মাখে, বলো গিয়ে সেই হাতকেও
খাবার তো বাড়া আছে, ভাল করে হাত ধুয়ে খেও।

কী নেবে আমার কাছে

কী নেবে আমার কাছে? পাহাড় ডিঙোনো ক্লান্ত ঠ্যাং!
দেয়াল ভাঙার পর ঢুসোমারা ফুটিফাটা মাথা?
কাচ ফাটানোর পর স্লিং-করা রক্তমাখা ঘুসি?
মিছিলের সামনে থেকে স্ট্রেচারে ফেরৎ শিরদাঁড়া?
কী চাও আমার কাছে?
ব্যর্থ স্বার্থপর প্রেম? দাম্পত্যের শবদেহ পাহারা?
প্রত্যেক পালানো লোক জীবিকায় অপমানাহত
তাদের বাড়ির ঝগড়া, আকাশে তাদের ছোড়া ঘুসি
অপরের প্রেম দেখে তাদের হিংসেয় মরে যাওয়া

কী চাও আমার কাছে আমার বিষয়বস্তু এনে দিল হাওয়া
আমার কানের কাছে সে ফেলে চলেছে শুধু হেরে যাওয়া লোকের নিঃশ্বাস
সে বলে চলেছে শুধু: শুনো না তত্ত্বের কথা
তুমি লেখো তোমার যা খুশি!

সন্ধেবেলা দরজা ধরে দাঁড়াল বিষাদ

সন্ধেবেলা দরজা ধরে দাঁড়াল বিষাদ, তার মুখ
দেখা যায় না, বিকেলের অস্তাকাশ থেকে
কয়েকটা রঙ নিয়ে গায়ে লাগিয়েছে, মুখে কালো।
বিষাদ সন্ধ্যায় এসে দরজায় দাঁড়াল, সে পুরুষ,
আমি হাত বাড়ালাম, মুঠো করল, লোহাশক্ত মুঠো
সে আমাকে ঘর থেকে বাইরে টেনে আনল, তার মুখ
দেখা যায় না, আগে চলছে, আমি পিছু পিছু,
সন্ধে পার হয়ে রাত, রাত থেকে ভোর থেকে সকাল দুপুর দিনমাস
জল রাত্রি গাছ নৌকো জনপদ টিলা উঁচুনিচু
ঠোক্কর, আঘাত, বিষ সন্দেহ ঈর্ষার কাদা
কবর গণকবর সভ্যতার হাড়গোড় মড়াপোঁতা জলা আর ঘাস
পেরিয়ে, নিজের মৃত্যু, মৃত্যুর পরের মৃত্যু পেরিয়ে চলেছি
হাড়ের আঙুলে ধরা একটা কলম ছাড়া কিছু
নেই...

আমরা এই তীর থেকে

চাঁদের কপালে চাঁদ, ঘড়ি বয়ে চলেছে নদীতে
তারার পিছনে তারা, ঘড়ি বয়ে চলেছে নদীতে
সূর্যের পিছনে সূর্য ঘুরে পড়ে গেল নদীখাতে
আমরা নদীর তীরে বসে থাকি, কাদা-মাটি হাতে

এ নদীতে জল নয় স্রোত বইছে মূল পদার্থের
বইছে সূর্যের পরে সূর্য চাঁদ, তার থেকে দুটো একটা তুলে

কাদা মেখে মাটি মেখে আমরা তাতে ভাস্কর্য বানাই
দূরে গ্রাম শুরু হয়, নিভে আসে সভ্যতার পিছনে সভ্যতা
ধোঁয়া ওঠে, পোড়া আলো, আকাশে ছাতার মতো ভেসে থাকে ছাই

আমরা এই তীর থেকে পৃথিবীর শেষ দেখতে পাই

মা নিষাদ

সূচিপত্র

আমার দোতারা ১২৩ • শ্রীচরণকমলেষু ১২৮ • আমরা পথিক ১৩৪ •
ন হন্যাতে ১৪০ • মা নিষাদ ১৪৬ • সোনার ধনুক ১৫২

আমার দোতারা

(আবহমান বাংলার বাউল-ফকিরদের প্রতি নিবেদিত)

সুর তো ফকির, চলে ধুলো পায়ে গ্রাম থেকে গ্রামে
সুরের মাথায় চূড়া, পরওয়ারদিগারের নামে

সুর তো গাছের পাতা, উড়ে পড়ে জলে সহজিয়া
বাউলে বীরভূম মাতে, দাওয়া ঘেরে কীর্তনে নদীয়া

গুবগুবি কোথায় বাজল, কোথা খোল, কোথায় দোতারা
দু'ঘর চারঘর, তবু বাংলা ভ'রে বাউলের পাড়া

খাড়া তালগাছ, শুকনো পুষ্করিণী, মাটি খানখান
পায়ে ক্যাম্বিসের জুতো, দাওয়ায় জিরোতে বসল গান

তাপ্পি দেওয়া আলখাল্লা, ঝুলিটি ভিক্ষের চালে ধনী
কেউ সখীভাবুকী, কেউ রাধাশ্যামী, কিশোরীভজনী

কে ঢালে মনের দুঃখ জলে ঢেলে ভাবে ভালোবাসি
কে আসে তোমার কাছে গান শিখতে, ও খুশিবিশ্বাসী

ধুলোতে কুড়োয় ধূলি, ধূলি দেহতত্ত্বের দুপুর
গান বলতে পারি আজ্ঞে, কার্য নয়, নিষেধ গুরুর

পারি তো মাটির কাজ, পারি তো নালের কাজ, পারি
প্রতিবিন্দু ধ'রে রাখতে দেহের ভিতরে বিন্দুধারী

খাঁজকাটা খেজুর গাছ, গলার দড়িতে ঝুলছে হাঁড়ি
কুবিরে আরম্ভ কারো, কারো শুরু বলরাম হাড়ি

এত উপধর্ম এত ধারণ নির্ধন সম্প্রদায়
অজয়ের তীরে তাঁবু, কুপি জ্বলে আখড়ায় আখড়ায়

কুপি হাতে তুলে নিয়ে অচেনা কে নারী ডাকল, 'চল্'
আমার একপায়ে ভয়, অন্য পদক্ষেপে কৌতূহল

তোমাকে চিনি না, কোন্ জেলের ঘরের মেয়ে তুমি
সাধনে সাহায্য করছ, না দেখব না, মাপ করো বোষ্টুমী

পালায় শহুরে লোক, না বুঝে একতিল গুহ্যকথা
কাপড়েচোপড়ে হল, ব্যাগে কাঁদছো ও খোকা ভদ্রতা

বাবুদের জন্য নও ওগো আল্লাতালা ব্রহ্মসাঁই
চরণ পালের বস্তু সুরে বলে কুবির গোঁসাই

সুর তো ফকির মাত্র, বটগাছের তলায় আস্তানা
তাকে পাখি পড়াবে কে? উঁহু, অত সহজ রাস্তা না

ও পাখি, পড়াতে গেলে যুগে যুগে শত শত ক্রোশ
পড়ুয়া পালিয়ে যায়, ধরে শুধু ছলছুতো দোষ

আন্ধার করেছে বাইরে, নারীতে দৌড়িয়ে মরে মন
খোদার এমন সৃষ্টি, খোদা নিজে দেখবেন কখন

আকাশ খোদার চক্ষু, বাতাস খোদার করাঙ্গুলি
মাটি তো খোদার জানু, পাঁজাকোলা রমণীকে তুলি

মাতা ও সঙ্গিনী সে-ই, তার জন্যে সব ভোগরাগ
আল্লাধনি, রাইধনি, ললাট-তিলকে জন্মদাগ

গানের মানুষ আমরা, সব গোত্র-হারানো কাশ্যপ
নিকিরি, কৈবর্ত, বাগদী, কলু, জোলা, নমঃশূদ্র সব

আমাদের উপবীত ছিঁড়ে উড়ছে রামধনু আকাশে
আমরা দ্বিজোত্তম, আমরা গাইতে উঠি বোলপুরের বাসে

সুর, দোয়া করো, সুর, আজ্ঞা দাও ট্রেনের কামরায়
আমার ঘরের গানে যেন সব ঘর ভ'রে যায়

তিনটে কলেজের মেয়ে, জানালার ধারে মরীচিকা
কে চোখে তাকালো? আমি তার চোখে দেখেছি রাধিকা

আমার ঘুঙুর বোল, আমার আকাশছোঁয়া গলা
তাই শুনে শহর থেকে ছুটে এল, খসালো মেখলা

আমার নাচের ছন্দ তুমি বইতে পারো বা না পারো
মোমের পুত্তলী, আমি আগুন ফেলব না একবারও

ঝাঁপিয়ে লাফিয়ে কামড়ে উন্মাদিনী আকুলি বিকুলি
আকাশ কৃষ্ণের চক্ষু, বাতাস কৃষ্ণের করাঙ্গুলি

এ মাটি কৃষ্ণের জানু, পাঁজাকোলা শোয়াই মেয়েকে
বাপদাদা শহর থেকে ছুটে এল পুলিশকে ডেকে

যতবার নিয়ে যায় ততবার ফেরে ছুটে ছুটে
বর্ধমান থেকে আমি গান গাইছি রেলগাড়িতে উঠে

পাশে পাশে ও-ও যাচ্ছে আধময়লা শালোয়ার কামিজে
এত গরমের দিন, ঘাম মুছে-মুছে ওড়না ভিজে

অফিসবাবুরা দ্যাখে, সকলের বাক্যি হ'রে যায়
মেয়ের মা সাঁঝের বেলা ছুটে এসে ধরে দুটো পা-য়

হাতের বাঁধন পায়ে, হাতের বাঁধন গলা ঘিরে
শেষ রাতে বেরিয়ে পড়ি মা-মেয়ের মালাবেড়ি ছিঁড়ে

আমরা বাঁধনে ঢুকি, আমরা বাঁধন ছিঁড়ে আসি
আমরা মটুকধারী, চামার বৈষ্ণব, রুইদাসী

আমরা জেতের রূপ দেখিনি নজর ক'রে, তাই
যে কোনো ধানের শীষে শিশিরবিন্দুটি দেখতে পাই

মাঠে চলে শ্যালো পাম্প, আই. আর. এইট. দোলে ক্ষেতে
ইস্কুল বাড়ির মাঠে লোক বসে গোল পঞ্চায়েতে

পার্টির লোকেরা ঘোরে, ভোটের পোস্টার ডাইনে বাঁয়ে
ন্যাংটো-মেয়েলোক দেখা ভিডিও আরম্ভ হয় গাঁয়ে

জমিতে জমিতে দাঙ্গা, দিন-দুপুরে খুন হয়ে যায়
সন্ধেয় ঘরের সামনে মা-বহিন ইজ্জত খোয়ায়

কারা ঘোরে গ্রামে গ্রামে কালোচশমা মোটরবাইকে
কাদের ছাতখোলা জিপ অস্ত্র নিয়ে ফেরে দিকে-দিকে

থানার বাবুর সঙ্গে কাদের কাদের মাখামাখি
দু'ঘর তিনঘর আমরা, চোখে পড়লে চুপ করে থাকি

ঝুঁটি কেটে, দাড়ি চেঁছে, কৌপিন ছাড়িয়ে, ঘাড় ধ'রে
গত শতাব্দীতে কারা দিয়েছিল গ্রামছাড়া ক'রে

নায়েব গোমস্তা ছিল, লেঠেল পাইক পুরোহিত
তখনও সবাই বলত, চুপ করে থাকাই উচিত

চুপ করে ছিলাম, শুধু গান গেছে গ্রাম থেকে গ্রামে
গানের চূড়ায় দুঃখ, পরওয়ারদিগারের নামে

দুঃখের চূড়ায় সুর, যে তুলেছে ভোরবেলা আজান
যে ভুলেছে সব দুঃখ, আশ্রমে আশ্রমে বেদগান

আখড়ায় আখড়ায় খ্যাপা বলে, দ্যাখ্ সুরচন্দ্রোদয়!
জলে তার ছায়া পড়ে, আগুনে হল আগুনময়

আগুন শরীরে থাকে, হুতাশন সঙ্গে ওঠাবসা
দাঁড়িয়ে রাত্রির মাঠে সে দ্যাখে দিগন্তে তারাখসা

যখন সবাই ঘুমে, অচেতন গ্রামের ভিতরে
গান পৌঁছে দিয়েছে সে, রাত-টহলিয়া, ঘরে ঘরে

তারা ডোবা দেখেছে সে, মেঘে মুখ বাড়িয়েছে ঊষা
ওঠো যে-পাখির ডাকে, সেই পাখি লালন, দুদ্দু শা'

মড়ক এসেছে, ধান মজুত হয়েছে গোলা ভ'রে
না-খেয়ে মরেছে লোক শত বছরের আগে-পরে

বর্ডার পেরিয়ে আসা দলে দলে লোক ঘড়ছাড়া
কাঁথামুড়ি বস্তামুড়ি—আকাশে আকাশভরা তারা

মারীতে উজাড় গ্রাম, ভেদবমি ডেঙ্গু কালাজ্বর
মরা লোকালয়ে চাঁদ, আস্তে চলো, যেয়ো না সত্বর

ফের গাছে ফুল আসছে, দুধ আসছে ধানের মরমে
ক্ষেতের ওপারে ক্ষেত, সরু নদী, জল বাড়ে কমে

নদীর দু'ধারে কুঁড়ে, মাটির দেওয়াল, খোড়ো চাল
বেড়ায় লাউয়ের লতা, নুয়ে আছে টগরের ডাল
পরের বর্ষায় ভাসবে, পালাবে ও-বাউল সংসার
মরশুম কাটিয়ে ফিরবে, ভাঙা ঘর ওঠাবে আবার

আবার গুবগুবি বাজল, বাজে খোল, বাজো হে দোতারা
দু'ঘর চারঘর, তবু বেঁচে থাকো বাউলের পাড়া

সব মাঠ, সব নদী, আসলে তো বাউলপাড়া-ই
আমরা সে-পাড়া দিয়ে লালন শাহের সঙ্গে যাই

ফকির চলেছে আগে, সুরে কাঁপছে গাছের পাতারা
শতাব্দী পরের কবি, আমি বাঁধছি আমার দোতারা

লোকে ভুল বোঝে, লোকে ভুল ধ'রে হেরে যায় কত
লোকের উত্তর তুমি—ও তোমার জয় লোকায়ত

তোমাকে শোনাবো, তাই মাঠ নদী বৃক্ষকে শোনাই
আড়াইশো বছর পরে আমিও কবিতা বেঁধে যাই

এখনো বসেছে মেলা, তাঁবু ভ'রে সুরকাব্যলোক
কম্বল, শীতের রাত্রি—সম্প্রদায় ভুলে যাচ্ছে লোক

ধন্য ধন্য করে সব—পাখি ডাকে—ভোর হয়ে যায়...
ফকির, তোমার বাংলা জেগে ওঠে আমার বাংলায়!

শ্রীচরণকমলেষু

উৎসর্গ: জীবনানন্দ দাশ ১৮৯৯-১৯৫৪

এক

১৭ ফেব্রুয়ারি, ১৮৯৯

সতেরোই ফেব্রুয়ারি কতই ফাল্গুন?

তারিখ পিছিয়ে যাচ্ছ পায়ে পায়ে, ডানায় ডানায়
সম্মুখে চলেছ দাঁড়
ছপছপ জল, তীরে,
দুই মাল্লা হাঁইয়ো-হাই গুণ
টেনে যাচ্ছ—টেনে যাও, জলধানসিঁড়িধারা
দুধারে মাঠের শেষে ধোঁয়া, পাতা-পোড়ানো আগুন...
এ তবে শীতের শেষ? ক'তারিখ? ক'তারিখ?
ঠিক দিন পেতে হলে যেতে হবে আরও কতগুণ
পথ?
জানি না, যতই যাবে দুপায়ে ততই জল,
তত বীজ,
ততই ফাল্গুন!

দুই

'অন্ধকার থেকে এসে নব সূর্যে জাগার মতন'

একটি পাখি ডাকছে তার কাকলি মাধবীলতা যতটা বাগান...
আকাশে চক্কর মেরে মাথায় দু'-চারটি তারা ডুবে গেলে পর
এককোণে আড়ামোড়া ভেঙে উঠে সর্বনিম্ন ডালের উপর
হাফ হাতা গেঞ্জিপরা কনুই লাগিয়ে সোজা দাঁড়ান মালকোঁচা টানটান

কে উনি? কে উনি? ব্যক্তি? মহাশয়? বাগানের মালি বা দেখাশোনার লোক?
দুটি পাখি ডাকছে, তিনটি, কাকলি মাধবীলতা কতটা বাগান
পার হল? দোর খোলো, সারা মাথা তারা ডুবে সবাই যখন ঘুমচোখ
চারজন, পাঁচজন, ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম পাখি জড়ো হচ্ছে ভুলে যাচ্ছে কাকলি বা গান
মাথায় চক্কর মেরে ভোর-অন্ধকার দেখছে, দুরে, হাওড়া ব্রিজের মাথায়
কুয়াশা সরিয়ে দিয়ে আবার অনেকদিন পর
শ্রীদাশ, জীবনানন্দ, কীরকম সূর্যটিকে তুলে দিয়ে যান!

তিন

'কবিতার কথা'

এসো আমাদের পাতে 'আহার' শব্দটি রাখো আগে,
এসো আমাদের ঘরে রাখো আগে 'বসত' শব্দটি
একচুমুক জল দাও 'ক্ষুধা' শব্দ গিলে খাই রাগে
'পূর্ণ' শব্দটির সামনে জড়ো করো খালি কলসি ঘটি

সূর্য আর চাঁদ রাখো 'শূন্য' শব্দটির দুই দিকে
মধ্যে মধ্যে ভ'রে দাও বুটি তারা উল্কা ধূমকেতু
'নদী' শব্দটির পাশে পাড়াগাঁ-টি রাখো, আঁকো চালাঘরটিকে
'পারাপার' শব্দে রাখো খেয়ানৌকা, মাঝি আর সেতু

সেতুটি দিলেই দেখবে সেতু দিয়ে পৌঁছবে পাঠক
না-ই বা মীমাংসা হল ছন্দ অলঙ্কার দাঁড়ি কমা
কে কবি কে কবি নয় সে-তর্কে কুসুম আর কীট
এ ওকে মোক্ষণ করবে? ছিঁড়বে নাড়ি? ফুঁড়ে দেবে পিঠ?

কোন তত্ত্ব সর্বজয়ী? কার পায়ে বিশ্বপরিক্রমা?
তত্ত্বের উপরে তত্ত্ব টেবিলে হাতুড়ি মারে: ঠক্!
হাতের ধাক্কায় ভাঙে কফিপাত্র, সমাপ্ত পাঁইট
একটি তিল খুলে নিলে ঝুরঝুর গড়ায় তিলোত্তমা
ধুলোয়—সে-ধূলাতল ফুৎকারে ওড়ায় ঘূর্ণিঝড়...

অসমাপ্ত লেখাদের শরীরে জন্মায় মাটি,
বুকে পিঠে পাখির আঁচড়!

চার

'তার ভালবাসা পেয়ে ভয়াবহভাবে সৎ হয়ে আছি—ভাবি'

ঘরে ঠিক বনিবনা ছিল না? অবৈধ প্রেমে যেতে
সাহস ছিল না? তবে ভাড়াঘরে নতুন ভাড়াটে
বসাতে সাহস তো ছিল, সাশ্রয়ের কথা ভেবে? রাতে
বাতাসের রঙ দেখতে ভ্রমণ তো ছিল পূর্ণ একা!
পদচারণা তো ছিল জলের উপরে, মধ্যে? তলে তলে দেখা
জলের সমস্ত তারা, তারার সমস্ত নদী, নদীর সকল
লুকোছাপা অগ্নি স্বতঃশ্চল।

ছিল সব অভিজ্ঞতা। খানখান দাম্পত্য হাত পেতে
নিলে ও বহন করলে। আমার সন্দিগ্ধ মন বলে
নতুন সম্পর্ক এলে তুমি কি এগিয়ে যেতে,
জল কি ফিরিয়ে দিতে, শ্রীচরণকমলেষু, জলে?

পাঁচ

বেশি ঠেকে পড়েছি...এখুনি চার পাঁচশো টাকার দরকার। দয়া করে
ব্যবস্থা করুন। এই সঙ্গে পাঁচটি কবিতা পাঠাচ্ছি।
[পূর্বাশা সম্পাদক সঞ্জয় ভট্টাচার্যকে লেখা চিঠি]

বাড়িতে গঞ্জনা আর শনিবার নিন্দায় ভরানো।
চাকরিতে স্থায়ী নয়—আজ এখানে, তো কাল ওখানে
লেখায় রোজগার কত? হা কপাল, টাকা দিয়ে
বই ছেপে আনে

রাত্রে সেই পথ হাঁটা, তারা-মনুমেন্ট-কলকাতা
কুষ্ঠ, নারী, লোল নিগ্রো শহরের নিষ্প্রদীপ মাথা
দাঙ্গা ও লঙ্গরখানা, লিবিয়ার জঙ্গলের দানো...

বাড়িতে ফিরলেই ঝগড়া? বাড়িওয়ালা? ভাড়াটে ওঠানো?
কী করে সংসার চলবে? স্ত্রী বলেন ভগবানই জানে

কিন্তু তোমরা ভগবান মানো বা না-মানো
লোকটা যে কী করে লিখতো এর পরেও—সত্যি কেউ জানো?

ছয়

'বরং নিজেই তুমি লেখো না কো একটি কবিতা'

দোষ, দোষ, দোষী...কেউ সমস্ত তোমার মন ভেঙে
ছড়িয়েছে টুকরো টুকরো এই ক্ষেতে-মাঠে
কোনোটি জোনাকপোকা হল তার, কোনোটি ফড়িং
উড়ে উড়ে দিনরাত্রি কাটে।

কেউ লিখতে ডাকল না। খাতা খাতা উপন্যাস লিখে
শুয়ে পড়লে ট্রামের তলায়
বুক থেকে চাকা ঠেলে উঠে পড়ল লেখা সব—

লাইনের পাশে
কাটা সমালোচক গড়ায়।

আমরা তার রক্তমাখা মুখ থেকে শেষ হাসি পান করলাম
আমাদেরও গ্লাস রক্ত ভরা
ঠোঁট তুলে থমকে আছি দু-এক সেকেন্ড—
এক্ষুনি আরম্ভ হবে পানোৎসব, হুল্লোড়, মশকরা।

তার আগে জোনাকপাখি, কোন ফাঁকে তার আগে ফড়িং
ঢুকে এল? ধর, ধর, একযোগে হুমড়ি খেয়ে ধরে দেখি,
মরা!
দোষ, দোষ, দোষী...কেউ কবির সমস্ত মন
দলে পিষে ভেঙে
একটু একটু ক'রে গড়ছে, প্রতিদিন এই বসুন্ধরা।

সাত

'তবু এই ভালবাসা ধুলো আর কাদা'

তুমি কাকে ভালবাসতে? তেমন কেউ এসেছে জীবনে?

এই মাত্র মেঘ ছিল, এইমাত্র বাইরে এল চাঁদ
এই মাত্র শীত ছিল, এই মাত্র তীব্র দাবদাহ
এই চলল সুস্থ পথ, এক্ষুনি পায়ের নীচে খাদ

পিছলে পড়ে যেতে যেতে, নিমেষে ঝুলন্ত ডাল ধরে
বেঁচেছ?
পা রেখেছ তো? দেয়াল বেয়ে উঠেছ তো ঠিক?
জানতাম পারবে তুমি, পারা স্বাভাবিক।
তোমার পায়ের কাছে বন্ধ হবে হাঙর চোয়াল
কিন্তু ধরতে পারবে না। তোমাকে ডুবিয়ে মারতে চেয়ে
আজীবন আছড়ে পড়ে, ঝাপটে ঝাপটে মরে যাবে ঢেউ...

কে তোমাকে ভালবাসতো? লুকিয়ে কি চিঠি লিখত কেউ?

আট

কারুবাসনা আমাকে নষ্ট করে দিয়েছে। সব সময়ই শিল্প সৃষ্টি করবার
আগ্রহ, তৃষ্ণা...কারুকর্মীর এই জন্মগত অভিশাপ আমার সমস্ত
সামাজিক সফলতা নষ্ট করে দিয়েছে।
[কারুবাসনা। উপন্যাস।]

জানলা দিয়ে আলো আসছে, একটি টেবিল মাত্র জেগে...
কে ঝুঁকে খসখস লিখছে? পেনসিল এক পৃষ্ঠা শেষ ক'রে
অপর পাতায় উঠে দম নিল: কমা ড্যাস সেমিকোলোনের
দম, শ্বাস, বাঁক ফেরা...ধাক্কা খাওয়া প্রত্যেক পাথরে

প্রতি মুহূর্তের শ্রম। এক বিন্দু শিল্প উপার্জন।
এর জন্য শব্দ কাটা, অর্থ ভাঙা, লাইন বদলানো।
এ জন্য সে রাত্রি জাগে। বালতিতে গলানো লোহা ঢালে
দু হাতে দু বালতি নিয়ে উঠে ওই পাহাড়ে দাঁড়ালে
দেখা যায় ধোঁয়া উঠছে, না, হাতের বালতি থেকে নয়
ঢাকনা খোলা করোটির বাষ্প ধোঁয়া ছাই শেষ ক'রে
আকাশে লকলক উঠে হাঁপ ছাড়ছে স্বয়ং আগুন

এসবই কথার কথা। রুজিরোজগার খুঁজতে তার
সারাদিন হয়রানি। তাকে ঘিরে হতশ্রী সংসার
তাও রোজ রাত্রিবেলা বালতি করে গলে যাওয়া লোহা তুলতে গিয়ে
হাতপোড়া বুকপোড়া ওই মানুষটা পাহাড়ের ঢালে
জ্ঞান হারিয়েছে। পাশে বউ ছেলে মেয়ে কেউ নেই
কারোকে সন্তুষ্টি দিতে, শান্তি দিতে, পারেনি যেন সে—
অথচ এক মাইল শান্তিকল্যাণ করে রেখেছিল পৃথিবীকে
দু'চার পৃষ্ঠায়
শিল্পের পিছনে ছুটে, শিল্পের সম্মুখে ছুটে শেষে
হাতের ওই একমুষ্টি অগ্নিরজ্জু জড়িয়ে পেঁচিয়ে নিংড়ে তাকে
ঘষটাতে ঘষটাতে চলল রাসবিহারী অ্যাভেনিউতে
দু দশ পঞ্চাশ একশ গজ...

মানুষটা পড়েই থাকবে? না কি সে ধড়মড় উঠে
গা থেকে জড়ানো ওই লৌহসর্প খুলে
বাঁকিয়ে আবার গড়বে রূপ, মূর্তি, ছন্দ, বাঁক?
ধরবে সে অদৃষ্টপূর্ব গতি আর পথ?
কী হবে জানি না, শুধু আমরা দূর থেকে দেখছি
জানলা দিয়ে আলো আসছে,
খসখস পেনসিল চলছে, আর

জানলার বাইরে রাত জেগে
লেখা নিতে এসে একা দাঁড়িয়ে রয়েছে ভাবীকাল!

উপসংহার

'গ্রাম পতনের শব্দ হয়'

রক্ত আগুনের পারে গুঁড়ো গুঁড়ো উড়ছে জলকণা
ভাঙা দেবালয়, মজা পুষ্করিণী নোয়া বাঁশবন
উঠোনে শুকোনো রক্ত, দগ্ধ চালা, সমস্ত পুরুষ পলাতক
পাশের গ্রামের শত্রু আগুন দিয়েছে পড়শিঘরে

রাত শেষ হয়ে এল, মেঘলা ভোরে বৃষ্টি দেখা দেয়
ভাঙা আটচালায় ব'সে একটি রমণী, চুলে জট
বাঁশের খুঁটিতে মাথা এলানো রয়েছে, শূন্য চোখ
খুনের পিছনে খুন, পালানোর পিছনে পালানো

গ্রামের পিছনে গ্রাম, হ্যাজাক দুলিয়ে ফিরছে লোক
মাটিতে চাটাই পাতা ভি.ডি.ও.-র হল থেকে লোক
জেনারেটরের শব্দ, নিশিডাক ডেকে ফিরছে লোক
ধান কেটে নিচ্ছে লোক, নারীকে দখল করছে লোক

গ্রামপতনের শব্দে উঠে আরও একজন লোক
দাঁড়াল মাঠের পারে। মাথায় পাখির বাসা, ঘাস
অন্ধকারে এতদিন সে ছিল ঘাসের মধ্যে ঘাস
চুলে ঘাস, চোখে ঘাস, কাঁধে পিঠে ঘাস, শুধু ঘাস

কেউ লক্ষ করছে না, কেউ চিনতে পারছে না এবারও
রক্ত আগুনের পারে আবার মাঠের আল ধ'রে
ঝিরঝিরে বৃষ্টির মধ্যে, আনমনে, মাথা নিচু ক'রে
একশো বছরের দিকে হাঁটছেন জীবনানন্দ দাশ!

আমরা পথিক

১
আগুন উড়ছে
স্বপ্নের মধ্যে একটা মাঠ, সেই মাঠের শেষে
আগুন উড়ছে—গাছের আকারে আগুন

স্বপ্নের এ প্রান্তে আমরা। আমরা পথিক
সারা জীবৎকাল ধুলোপায়ে হেঁটে আসার পর
দিনান্তে থেমেছি এখানে
তারপর আমাদের তন্দ্রা এসেছিল
অর্ধেক রাত্রে তন্দ্রার ভিতরে হাওয়া ঢুকে পড়তেই
আমরা চমকে তাকিয়ে দেখলাম
আগুন উড়ছে
স্বপ্নের শেষপ্রান্ত দিয়ে তোমার আগুনের গাছগুলি
উড়ে যাচ্ছে দয়াল
জানি ওইভাবে তুমি আমাদেরও ফুৎকারে
উড়িয়ে নিয়ে ফেলবে
তোমার দয়ার মধ্যে চুবিয়ে মারতে
তার আগে একবার, শুধু একবারের জন্যে ওই মাঠে তুমি
নামাও তোমার অপ্সরাদের
ঘুমে ঢুলে পড়া ক্রীতদাস যেমন
প্রভুর এক চাবুকে জেগে ওঠে
তেমনি আমাদের বন্ধ হয়ে আসা চোখের পাতা
শেষবারের মতো তড়িৎস্পর্শে খুলে যাক

২
আমরা পথিক
গাছের পর গাছ থেকে পাতা যেমন খুলে আসে রাস্তায়
উলটে পালটে উড়ে চলে
আমরাও তেমনই খসে পড়েছি
ভিন্ন ভিন্ন সংসার থেকে সম্পর্ক থেকে বৃত্তি থেকে
ভিন্ন ভিন্ন জনপদ থেকে রাজদ্বার থেকে
শ্মশানবন্ধুর দল থেকে
খসে এসেছি উড়তে উড়তে চলেছি ঘাসের মাঠ বালুর মাঠ
জলামাঠের উপর দিয়ে
নুনের খাদ ডিঙিয়ে
পরিত্যক্ত বধ্যভূমি, মরচেপড়া কামান আর দুশো বছরের

ঘুমিয়েপড়া গোলাবারুদ মাড়িয়ে
পায়ের চাপে সব অভিশাপ মাটির মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে
এসেছি, আমরা পথিক
আমাদের পায়ে কাঁচ পেরেক লোভ লিপ্সা ঈর্ষা আতঙ্ক ফুটেছিল

তুমি আমাদের পায়ের ক্ষত সারিয়ে তোলো, তৃণ

৩
পথিককে সঙ্গে কিছু রাখতে নেই
তাই খুলে খুলে আমরা রাস্তায় ফেলতে ফেলতে এসেছি
রাগ অভিযোগ দংশনের ইচ্ছা
আমাদের এত দাও তত দাও এর দাবি
আমাদের পিঠে লাগানো বড় বড় বিজ্ঞাপন
ঝনঝন করে আমরা ফেলে দিয়েছি সড়কের উপর
আর আমাদের বন্ধুরা
রইরই ক'রে সেগুলোই তুলে নিয়ে গিয়ে ঘর সাজিয়েছে
শহর সাজিয়েছে
আমাদের সেসব নিয়ে কথা বলতে নেই
আমরা পথিক
আমাদের পথ এখন পায়ের তলা থেকে শুরু হয়ে
ওই মাঠের শেষ পর্যন্ত গিয়ে বাঁকা একটি রেখার মতো
শূন্যে উঠে গেছে

৪
তোমার হাতের পাতায় একটি গ্রাম, ও দয়াল
তোমার অন্য হাতের পাতায় একটি আস্ত পর্বত
আমরা পথিক
কত কষ্টে পাহাড় ডিঙোই, ডিঙিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে
কত কষ্টে গ্রামে আসি
সে তো কেউ দাওয়ায় বসতে দেবে বলে
একঘটি জল দুটো বাতাসা দেবে বলে
আর সেদিন এমনই কপাল গৃহস্থের বাড়িতে আর লোক নেই
ওই ছদ্মবেশী রাজকুমারী ছাড়া
একটা হাতপাখা এগিয়ে দেবার সময় ফিক ক'রে
হেসেও ফেলবে যে
জলের ঘটি নেবার সময় হাত ঠেকে যাবে যার হাতে
জলের হাতের সঙ্গে ঠেকে যাবে তেষ্টার হাত
কাঠফাটা গ্রীষ্মের মধ্যে বুক ভরানো সেই তেষ্টা
যে জিজ্ঞেস করবে আমার বাড়ি কোথায়

আমার কোন দেশ
ও দয়াল তোমার এক হাতের পাতায় গ্রাম এক হাতের পাতায়
পর্বত
এক হাতের পাতায় নদীর পর নদীর রেখা এক হাতের পাতায়
মহাদেশ
এর মধ্যে কোথায় আমার বাড়ি কোনটুকুনি আমার গ্রাম
আমরা পথিক
আমাদের উত্তর দিতে নেই

ছদ্মবেশী রাজকুমারী দাঁড়িয়ে থাকল বেড়ার ধারে
বিকেল শেষ হয়ে এল, পিছনে পড়ে রইল গ্রামের
শেষ গাছটাও
আমাদের পিছন ফিরে তাকাতে নেই

৫
প্রেমিকারা অঞ্জলি ভরে আমাদের জীবনে ঢেলে দিয়েছে
বিদ্বেষ
অন্য প্রেমিক নিযুক্ত থেকেও তারা কখনও কখনও ঘাড় ঘুরিয়েছে

আমাদের ফিরে যাওয়া দেখে
অন্তত একটা হাত ছড়িয়ে ডেকেছে, এসো
ও হো হো করতে করতে দল বেঁধে ছুটে এসে আমরা
ধাক্কা খেয়েছি নিজেদের সঙ্গেই
আমার ঘিলুর সঙ্গে ওর ঘিলু আমার রক্তের সঙ্গে তার রক্ত
আমার কলজের সঙ্গে ভাঙাফাটা আগ্নেয়গিরির
দোমড়ানো হৃৎপিণ্ড মিশে গেছে
সেইসব হৃৎপিণ্ড খুঁজতে খুঁজতেই আমরা স্বপ্নের এই প্রান্তে এসে পৌঁছেছি
জ্বলন্ত ঘাসফুলের মতো দপদপ করে
মাটি থেকে তারা চিনিয়ে দিচ্ছে নিজেদের
তারা আমাদের পূর্ব পূর্বজন্মের হৃদয়
আজও তাদের গরল কিছু নামেনি
জ্বালা নরম হয়নি
কেন অমন করেছিলে সেদিন কেন অমন কেন অমন
বলতে বলতে তারা যুগ যুগ ধরে এই মাঠের মধ্যে আগুনের
বলের মতো ছুটে বেরিয়েছে
আমরা আজ তাদের জড়ো করলাম আমাদের অঞ্জলিতে
আজ আমরা তাকে ঢেলে দেব তোমার পায়ে
শত শত বছর ধ'রে যে বাসনা মেটেনি
তার ছোঁয়ায়, ও দয়াল,

দেখি তোমার পায়ের পাতা পোড়ে কিনা
দেখি কাম জাগে কিনা তোমারও

৬

দয়াল, তোমার হাতের পাতার নাম স্রোত
তোমার স্রোতের নাম গানের ভেলা
তোমার গানের নাম জলের ধারে দাঁড়িয়ে থাকা গাছ
যে গাছের নীচে সে এসে দাঁড়াত
সে তোমার কেউ নয়, দয়াল, সে আমার বন্ধুর প্রেমিকা
যদিও এক দুর্যোগের মধ্যে তার উপর ভেঙে পড়েছিল
আমার শরীর
সে অবাক হয়নি আমাকে চেপে রেখেছিল তার কোটরে
যতক্ষণ না আমার কাঁপুনি শান্ত হয়
পরে আমি তার দায়িত্ব নিলাম না, বন্ধুও ছেড়ে গেল তাকে
এরপর সে যদি কখনও ভুলক্রমেও আসে জলের ধারে
জল যেন আমায় আছড়ে ফেলে
যেন ঠুকে ঠুকে ভাঙে আমায় তার পায়ের পাথরে
চুরমার মস্তক তার পায়ের ঠেলায়
যেন তট থেকে গড়িয়ে পড়ে স্রোতে
স্রোত—তোমার হাতের পাতায় রক্তমুণ্ড
সমস্ত দিগন্ত লাল
এমন সূর্যাস্ত, দয়াল, তুমিও কখনও দেখোনি।

৭

গাছেদের নাম গাছ
ধুলোদের নাম ধুলো
নদীদের নাম বলতে পারবে গ্রামবাসীরা
কিন্তু ঘরের নাম ঘর দাওয়ার নাম দাওয়া
দাওয়ার ধারে মেয়েটির নাম কী?
তা জানতে হলে তোমাকে নৌকো বাইতে হবে
গুন টানতে হবে
কাঠ কাঠতে যেতে হবে বনে
ডাকাতের হাতে পড়তে হবে
বেড়া ডিঙিয়ে পৌঁছতে হবে দাওয়ায়
দাওয়া ডিঙিয়ে ঘরে
ঘরের মধ্যে সে যখন আঁকড়ে নেবে তোমায়
তার ঘূর্ণির মধ্যে তলিয়ে যাওয়ার সেই সময়টায়
গাছের উপর আছড়ে পড়বে গাছ

ধুলোর ভেতর থেকে পাকিয়ে উঠবে ধুলিস্তম্ভ
গ্রামের উপর আছড়ে পড়বে নদী
তোমার মনে থাকবে না তোমার নাম ছিল পথিক
সেই নারীর বুকভাঙা দমক দমক আনন্দচিৎকারের নীচে
হুড়মুড় করে চাপা পড়ে যাবে তুমি

৮
ও হো হো হো উল্লাস
আ হা হা হা উন্মাদনা
ই হি হি হি বদমায়েশী
এটা চোরেদের আড্ডা এটা গাঁটকাটাদের মেহফিল
এটা চুকলিবাজদের খাসমহল এটা নিমকহারামদের সরাইখানা
এখানে খাও পিয়ো জিয়ো ও হো হো আমায় প্রাণে মেরো না বাবা
এখানে ফেলো কড়ি মাখো তেল হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ তাহলে ওই
কথাই রইল
এখানে ফুর্তি শেষ ফুর্তি শুরু কথা পাক্কা ঠিক ঠিক শর্ত দিলে রাজি
এখানে হা-উস্-হুউ হাউই আতশ ফুটছে
তারা জ্বলছে তারা নিবছে রাতভর্তি বাজি
হা হা হা উন্মাদনা হো হো হো উল্লাস উঠছে
আকাশে আকাশে ঘুরে ঘুরে
নাচো বন্ধু, শত্রু নাচো, নাচো গো নারীরা জ্বলেপুড়ে...

৯
লকলক করছে তোমার স্বপ্ন
পশুর মতো মুখ তোমার
মদে ডুবিয়ে রাখা তাকানোর নীচে ঠাণ্ডা অভিসন্ধি
ঘোর লাগানো হাসির পিছনে শ্বাপদের দাঁত
তুমি রাত্রিবেলার মাঠ থেকে ভারী শরীর নিয়ে এসেছে আমার
ঘাড় কামড়ে টেনে নিয়ে যেতে
দাঁড়াও, সঙ্গীরা জেগে উঠবে, আমি নিজেই যাচ্ছি তোমার সঙ্গে
দাঁড়াও, ওদের টপকে আমার কাছে আসবার চেষ্টা কোরো না
এই তৃণের শয্যা ভেঙে যাবে তোমার থাবার চাপে
আমি নিজেই যাচ্ছি চিনিয়ে দিচ্ছি আমার
প্রধান রক্তবহা ধমনীকে
চলো ওই পাশটায়, এখানে না, হ্যাঁ দাঁত বসাও
কিন্তু রক্তের চাপে যে শ্বাসরোধ হল তোমার
চোখের তারা স্থির হয়ে গেল
তোমার জিভ বেরিয়ে গেল হে মোহিনীমায়া
আমি মাটি থেকে তুলে নিলাম আমার উত্তরীয়

অঙ্গবস্ত্র থেকে ঝেড়ে ফেললাম কাঁটা
ললাট বক্ষদেশ এবং উরু থেকে তোমার দাঁতনখের দাগ
ঝেড়ে ফেলতে ফেলতে ফিরে এলাম সঙ্গীদের মাঝখানে
ওরা তখনও ঘুমিয়ে
একটু পরেই ওদের ডেকে তুলতে হবে
কারণ, আমরা পথিক
আমাদের বেরিয়ে পড়তে হবে ভোরের আগেই

১০
আমরা পেছনে ফেলে এলাম রাজসড়ক
সড়কে প্রতিদিন গতি আর রক্ত
আমরা পেছনে ফেলে এলাম ঘর
ঘরে প্রত্যেকদিন ক্ষুধা আর গ্রাস
পিছনে ফেলে এলাম বিছানা
বিছানায় প্রত্যেকদিন অতৃপ্তি
ফেলে এলাম সব স্থাবর অস্থাবর
সব অধিকার ও মালিকানা
হানাহানি আর প্রতিযোগিতা
চক্রান্ত আর মন্ত্রণা
আমরা ত্যাগ করে এলাম সব শর্ত
আমাদের সঙ্গে সঙ্গে এসেছে কেবল
ঘাড়ের পেছনে বিঁধে থাকা একটি লোহার শলাকা
সে আমাদেরই কৃতকর্ম
এইবার সেই শলাকা আমরা উপড়ে ফেলব
ক্ষতগহ্বরের উপর চাপা দেব একমুঠো ঘাস

স্বপ্নের এ প্রান্তে আমরা রাত কাটিয়েছি
স্বপ্নের ওই প্রান্ত আর দেখা যাচ্ছে না
সেখানে ধোঁয়া উঠছে
উঠে পড় সঙ্গীদল
সার বেঁধে দাঁড়াই আমরা
দয়াল এবার হাঁ করবেন
তাঁর অন্ধকার গলার ভেতর থেকে উঠে আসবে একদলা সূর্য
এসো সূর্য, পুড়ে মরবার জন্য আমরা তৈরি

ন হন্যতে

[জেহানাবাদে জমিদারগুণ্ডাদের গণহত্যার বলি ৬১। নিহতদের ৩৫ জন মহিলা আর শিশু। নকশালপন্থীদের শক্ত ঘাঁটি হবার কারণেই এই লছমনপুর বাথে গ্রামটিকে বেছে নিয়েছিল ভূমিহারদের নিজস্ব বাহিনী রণবীর সেনা।—আনন্দবাজার পত্রিকা, ২ ডিসেম্বর, ১৯৯৭]

সেই যে সেই অন্ধকার মাঠের পরে মাঠ
সেই যে সেই ভোরবেলার ক্ষেতের পরে ক্ষেত
ক্ষেত পেরিয়ে ঝোপের পাশে হাঁটা পায়ের নদী
নদীর পাশে দাঁড়িয়ে আছে প্রেত

এপারে আর ওপারে গ্রাম, কুপি জ্বালার ঘর
ঘর না চালা? খাটিয়া বেড়া উঠোন চারপাই
মুর্গি ঘোরে—বালতি, জল, না-মাজা বর্তন
উনুনে পোড়া ছাই

দাওয়ার পরে আলো-আঁধার ঘরের চৌকাঠ
চৌকাঠের পিছনে দুটো পা বেরিয়ে আছে
মুর্গি ওঠে দাওয়ায়, পায়ে ঠোকর মেরে যায়
প্রেত বসল গাছে

আকাশে ঠিক তেমনই এক ময়লা রঙ আকাশ
উঠোনে এলো আগের মতো শীত ভোরের রোদ
গাদি খেলার কোর্টের ওপর রক্ত শুকিয়েছে
শান্ত, কালো, ক্রোধ

হিংসা, রণ হিংসা, ঘন হিংসা-গোলা জল
পায়ের কাছে পুকুর, আর থেঁতলে যাওয়া ঘাস
হাতের কাছে পুকুর, তাতে সটান শুয়ে প'ড়ে
জল খাচ্ছে লাশ

কার বাড়ির মরদ? আজ খেতির কাম ছিল?
কার বাড়ির মরদ মেয়ে মজুর কার বাড়ির?
দেউড়ি-দ্বার-ফটক-জিপ-মালিক মহাজন—
সোনার তরবারি

কী নাম ওর? ওমপ্রকাশ? জটুয়া? ভিখু? রামা?
ক্ষেতের পরে ক্ষেতে কেবল নামবিহীন নাম
চরপোখরি, নগরকোঠি, চাঁদি, হায়াসপুর—
গঞ্জ, থানা, গ্রাম

খড়বিছানো মাটির মেঝে, জানলা ছাড়া ঘর
ছেলের মাথা মায়ের পিঠে—বোনের গায়ে দাদা
কোপের পরে কোপ পড়েছে, জলের কুজো ভাঙা—
রক্ত কাদা-কাদা

কোন জাতের রক্ত এটা? যাদব, না দুসাদ?
কাদের দিকে জল চলে না? চামার? ধোবি? কাহার?
লোটার থেকে হাতের কোষে এগিয়ে যায় জল—
মধ্যে ওঠে পাহাড়

তেষ্টা নিয়ে দুপুররোদে হাঁটতে থাকে মাঠ
আনন্দ তো হাত পেতেছে, চণ্ডালিনী কই?
কূপের ধারে ওরা দুজন পাতা উল্টে পড়ে
জাতপাতের বই

বই-এর ওপর শোন নদীর জলের ধারা বয়
ধুলো ওড়ার পুলিশ জিপ, ঠাণ্ডা ভোজপুর
চণ্ডালিনী খাটতে যায় দেউড়ির ভিতরে—
আনন্দ মজুর

বুদ্ধও তো এই জীবনে দলিত হরিজন
ন্যাড়া মাথায় ঝুলছে টিকি—খড়ের বোঝা ওঠায়
শ্বাস পড়েছে পরিশ্রমের সহস্রটি শ্বাস
ধুলোর ঘোড়া ছোটায়

লু-এর ঘোড়া দৌড়ে যায়: ফসল আমার, আমার!
জমি আমার নেই বলে কি খিদেও থাকবে না?
মুঠোয় ধরি খাবার আর দৌড়ে আসে কারা?
বেসরকারী সেনা

কখনো শীত রাত, কখনো হোলির সাঁঝ বেলা
মাটিতে পড়ে দুখন, হীরা, লছমি পাসোয়ান
মরণপণ খাটার পরে ওদের ভাগে ছিল
দেড়-দু কিলো ধান

কুয়োর পাশে মদের ভাঁড়, রক্ত, ছেঁড়া চটি
খৈনি ভরা ডিব্বা, মরা আঙুলে শুখা চুন
খাটা নিয়ম—নিয়ম ছেড়ে এক পা নড়লেই
খুন, কেবল খুন

ওই তো ধনরাজিয়া, ওর বাচ্চা ছিল পেটে
ঝাঁকিয়া, মোতি—ওদেরও ছিল গর্ভে ধরা প্রাণ
কজন মরে খুন করলে গর্ভবতী মা-কে
বলতে পারো, হে পরিসংখ্যান?

ঘাতকদল ঘুরে বেড়ায় দিন দুপুরবেলা
হাসে, গড়ায়, গল্প করে জুয়োখেলার ঠেকে
খুনির পাশে বন্ধু খুনি, হাতের পাশে জামিন—
পেয়েছে প্রত্যেকে

গ্রামে ঘুরছে পার্টির লোক, দু দল তিন দল
হতাহতের তালিকা বলে রিলিফ নিয়ে যাও
বিশ পঁচিশ তিরিশ কিলো শস্য মাথা পিছু—
হবিষ্যি বানাও

কড়াই তাওয়া ছত্রখান, দুমড়ে যাওয়া থালা
উঠোনে ঢুকে রিলিফপার্টি ডাকছে—ডাকছেই
ক্ষতিপূরণ নেবার মতো ওদের পরিবারে
মানুষ বেঁচে নেই

মানুষ নেই, প্রেত রয়েছে, প্রেত বসেছে গাছে
স্নানের পর নদীর থেকে উঠে এসেছে প্রেত
শীতের ঝিম দুপুরে তাকে অসাড় হয়ে দ্যাখে
রবিশস্যক্ষেত

ক্ষেতের পাশে শকুন খোঁটে কোন জাতের শব?
শস্যে কোন জাতের ছোঁয়া? লাঙল কোন জাত?
অস্ত্র হাতে দাঁড়িয়ে আছে পাহারা, তুমি যাও
গুঁড়িয়ে দাও হাত

পুলিশ এসে দাঁড়াবে, পাশে মালিক ভট্‌ভটি
পুলিশ, সাদা পুলিশ, খাঁকি পুলিশে ছয়লাপ
যতক্ষণ শেষ না হয় দাঁড়িয়ে থেকে ওরা
মারবে কালসাপ

চিতার পর চিতা পড়বে শোন নদীর চরে
আধপোড়ানো শরীরগুলো ক্রমশ কঙ্কাল
আবার লোক খাটতে যাবে, খাটার পরে এসে
চাইবে ফের রুটির পাশে ডাল

দেবে না কেউ দেবে না এই মাঠের পর মাঠ
ক্ষেতের পরে এই যে ক্ষেত, নদীর পাশে নদী
তোমায় দেবে ফসল, জল, কুটির, জনপদ
সাহস ক'রে ছিনিয়ে নাও যদি

আক্রমণ করো নয়ত আক্রান্ত হবে
জোট বানাও, বন্ধু করো, ফিরো না এক পা-ও
লুকিয়ে থাকো পাহাড়ে জলে খনির গহ্বরে
উঠে আবার আগুনে হাত দাও

লুকিয়ে আছে গর্ভে শিশু, রক্তবীজ নাম
মাঠে যেভাবে তৃণাঙ্কুর দাঁড়ায়, সেইভাবে
গরিব হয়ে জন্ম নেবে ঝাঁকের পরে ঝাঁক
ঘুরে রক্ত খাবে

মারের মুখে মার দাঁড়াবে? শোকের মুখে শোক
এই তাহলে উপায়? পথ? পদ্ধতি? সহায়?
ফিরে যাবার রাস্তা শুধু একদিকেই যাবে?
হত্যা থেকে পাল্টা হত্যায়?

তোমার মুখ কী ক'রে আমি হাতে ধরব তবে?
তোমার মাথা কী ক'রে বুকে আঁকড়ে নেবো আর
তোমার ঠোঁট খুঁজতে গিয়ে মাটিতে ঠোঁট ঘ'ষে
কী পাবো আমি? মরা শ্রমিক? নিহত ভূমিহার?

তোমার ঠোঁটে ঠোঁট রাখলে রক্ত উঠে আসে
তোমার মুখে পুরোনো সব হাড়গোড়ের ঘ্রাণ
মাটিতে নয়, তোমার দেহে কবর দিয়ে গেছে
ওরা আমার ঘরণী, ঘর, আমার সন্তান

এখনো বেঁচে রয়েছি কেন? শরীর ধ'রে আছি?
মাটিতে পিষে দিয়েছে এত ভয়ের পর ভয়
মাটিতে পিষে গিয়েছি তবু মাটি ধরেই ফের
উঠেছি কেন? তুমি বলেছো, এখনও হয়, হয়

বাজারে এসে পড়েছি, আর বাজার এসে পড়ে
আমার ওপর, নিজেকে তাই বিক্রি করি আজো
নিজের হাতে নিজেকে শেষ করে দেবার আগে
মনে পড়েছে তোমার মুখ: তুমি তাকিয়ে আছো।

তোমার হাতে কাটার দাগ, সে দাগে মুখ রাখি
প্রেত বসলো গাছের ওপর, ডেকেছে তক্ষক
যুগের পর যুগ পেরোল—আমার মনে আছে
এক পলক চোখের দিকে এক পলক চোখ

এখন তুমি কোথায়? কোন জলের নীচে আছো?
আমাকে তুমি শরীরে তুলে নাওনি কতদিন
ওঠানামার নৌকো যেত, সময় ছিঁড়ে গিয়ে
আকাশভরা গহ্বরের স্বর্গরেখা...ক্ষীণ...

নীচে পৃথিবী ফিরে আসছে আবছা কথা কারও
জানলা খুলে গেলো হাওয়ায় চড়ুই ঢুকে আসে
হারিয়ে যাওয়া চোখের তারা, ছড়িয়ে যাওয়া হাত
শান্ত হল শতবছর এই হাতের পাশে

হঠাৎ কেন ধুলোর ঝড় ঢেকে দিয়েছে তোমায়?
হঠাৎ কেন শবের পাশে শব শুইয়ে রাখা
যেভাবে লোক এক খাটেই, এক ছাদের নীচে
কাটায়, বলে, সেটাই হল একসঙ্গে থাকা

বাড়ির পর বাড়িতে সেই একই খাটের শব
অফিসে ঘাটে বাজারে ঘোরে সেই শবের জোড়া
শোন নদীর চড়ায় জ্বলে শরীর সার সার—
কাগজ পড়ে, ভুলেও যায় মধ্যবিত্তরা

আমি কিন্তু ভুলিনি, এক মুহূর্তও নয়
আমাকে তুমি চেয়েছো সব বাধাবিপদ সহ
আমিও ছুটে গিয়েছি যত নিষেধ পার ক'রে
ভাবিনি এই পথশ্রম কঠিন, দুর্বহ

আসলে এই লড়াই সেও গেরিলা কায়দায়
আমাকে তুমি চেয়েছো আর আমি তোমাকে চাই
তোমাকে ভাল বাসতে গেলে যে জোরটুকু লাগে
আগুন মাটি জলের কাছে ঋণ করেছি তা-ই

এবার সেই ঋণের শোধ মাঠের পর মাঠে
নদীর পর নদীতে সেই ঋণ রাখার পণ
খেতি খামার খাটিয়া বেড়া উঠোন চারপাই
গ্রামের পর গ্রামে সমান ভূমির বণ্টন

তুমি আমার প্রেমের দিন, তোমাকে হাতে নিয়ে
দাঁড়াব আমি সভায়, পথে, আঘাতে, সম্মানে
তোমায় আমি ছুঁইয়ে দেব মরা দিনের গায়ে
খরায় আর অজন্মায়, জড়বধির প্রাণে

প্রেতের মুখ একপলকে ভস্ম হয়ে যাবে
শীতের ভোরে ঘিরে আসবে ডালপালার রোধ
মেয়েরা যাবে মেলার দিকে শিশুর হাত ধরে
জলের নীচে ঘুমিয়ে যাবে গতদিনের ক্রোধ

সূর্যে হাত রাখবে তুমি মাটি জলের মেয়ে
সূর্য জ্ঞান হারাবে; তুমি পারো? এমন পারো?
উচ্ছ্বসিত শরীর দুটি আগুন বীজধারা
না আমাদের হত্যা করা যাবে না একবারও

আকাশ এসে দাঁড়াবে এই মাটিতে সেইদিন
তুমি তখন ফসল, আমি সকল গ্রামবাসী
তুমি তখন ঢোলক, নাচ, পরব, হোলিখেলা—
তুমি তখন আমার, আমি তোমাকে ভালবাসি

মা নিষাদ

স্তব্ধতা ফাটে, পাকিয়ে উঠেছে ধুলো
ধূলিস্তম্ভে মেঘযূথ মিশে যায়
ভূগোল ঘুরছে, ধক ধক করে চুলো
সূর্য লুপ্ত প্রায়

সূর্য তো নয়, কালরাত্রির চাঁদ
চাঁদ মুখে নিয়ে উড়ে যায় কালোপাখি
সেই চাঁদকেই বাণে বেঁধে উন্মাদ
ব্যাধ নামে তারে ডাকি

পুরাকালে সে-ই মিথুনাবদ্ধ প্রাণ
হনন করেছে তীরে আর বল্লমে
সেই অভিশাপ আজও তাকে দেয় টান
চাঁদ বাড়ে, চাঁদ কমে

আদিম অস্ত্রযুগ থেকে টানাটানি
মুখের খাবার মুখ থেকে কেড়ে খাওয়া
জিরজিরে গায়ে বল্কল, কাঁথাখানি
মাথার ওপরে সূর্য গরম তাওয়া

বালিতে শুকোয়, সমুদ্রজলে ভাসে
হতাহত দেহ, ভাঙা রথ, মৃত ঘোড়া
অস্ত্র মুঠোয় মুখ গুঁজে আছে ঘাসে
দুজন মানুষ, প্রতিবেশী ছিল ওরা

প্রতিবেশী, তার জমিটি, আমার চাই
প্রতিবেশী গ্রাম আমার অধীনে থাক
প্রতিবেশী রাজা আমাকেই কর দিক
আমার অস্ত্রে প্রতিবেশী ভয় পাক

প্রতিবেশীরা কি এই পৃথিবীতে থাকে?
তাদের বাতাসে, তাদের রৌদ্রজলে
আজ যদি বিষ মেশাতে বলি তোমাকে
মেশাবেই তুমি ছলে বলে কৌশলে

সে-ষড়যন্ত্র কৌশল লোফালুফি
উন্নতি করে প্রহরীবসানো ঘরে

প্রযুক্তি মেধা বিজ্ঞান চুপিচুপি
বুকে হেঁটে গিয়ে মাটিতে গর্ত করে

গর্তে উনুন, ধক-ধক-করা চুলো
চুল্লী মাটিতে দাঁড়িয়েছে একবার
ছাতার মতন আকাশে ভস্মগুলো
পথ নেই পালাবার

ঢিলের মতন পাখি পড়ে দলেদলে
তীরে লাফ দিয়ে ওঠে বিষাক্ত জল
হাজার মাইল কণা কণা ছাই জ্বলে
হাজার মাইল পুড়ে যাওয়া জঙ্গল

পোড়া বাড়ি ভাঙা হাড়গোড় ইটকাঠ
স্তূপের পেছনে স্তূপ ওঠা জনপদে
চুরমার মাটি, দগ্ধশস্য মাঠ
মানুষ মরেছে ঘরে দপ্তরে পথে

মানুষ মরেছে, জন্মেছে আরও আরও
বাঁকা হাত, ঘোর জড়ভরতের দেহ—
মুখে জিভ নেই পায়ে হাড় নেই কারও
জন্তুর মতো হামাগুড়ি দেয় কে ও?

পুরুষের বীজে বিষ এসে মিশে যায়
নারী ও শস্য ক্ষয়ে যায় পিঠোপিঠি
হেলিকপ্টার পাক মেরে গর্জায়:
একতিলও নেই রেডিও অ্যাকটিভিটি

তুমি কত সালে জন্মেছ বিজ্ঞানী?
কত সালে তুমি জন্মেছ হে শাসক?
তোমাদের ঘরে ছেলেপুলে জন্মেছে?
ঠিক-ঠিক আছে নাক মুখ হাত চোখ?

আমাদের আরও জন্মানোর কি বাকি?
আছে তুলে নেওয়া ধানের গুচ্ছ, ঘাস
আছে মাটি থেকে ডালে তুলে দেওয়া পাখি
গান বাঁধবার নানক তুলসীদাস

পোড়াগ্রাম দিয়ে তুলসীজী হেঁটে যান

ঘাটে ব'সে গান ভাসায় কবীর জোলা
শ্রীরামচরিত পথে পথে খানখান্
লালচোখ সাধু হাতে তলোয়ার খোলা

ও কবীর ভাই, কে তোমার গান শোনে
কে পাগল বলে বুঝিয়ে দে বুঝিয়ে দে
ফুটপাথে কারা পড়ে থাকে সারারাত
ও কার বাচ্চা খাবার চাইছে কেঁদে?

কোন বাচ্চাটা চা-দোকানে সারাদিন
খেটে খায়, খায় মালিকের থাপ্পড়
কোন মা নিজের ছেলেকে ঘুম পাড়িয়ে
খদ্দের নেয় রাত্তির থেকে ভোর

ওদের হালত, থাক, এরকমই থাক
ওদের জীবন ঢেলে দাও একখাতে
দুবেলা দুমুঠো খেতে পাক নাই পাক
তবু তো অস্ত্র এসেছে আমার হাতে

অস্ত্র মাটিতে, অস্ত্র আকাশগামী
দিগন্ত রাঙা অস্ত্রের মহিমায়
রাঙা অস্ত্রের কিরণ পড়েছে জলে
গ্রন্থসাহেব নদীজলে ভেসে যায়

সেই জলে ভাসে বেহুলার মান্দাস
মশারির নীচে শোয়ানো লখিন্দর
বিকলাঙ্গ সে, তেজস্ক্রিয়ার বিষে
থামে মান্দাস, একঘাট অন্তর

একেকটি ঘাটে থমকে একেক যুগ
নদী সমুদ্রে বিরাট সেতুর ছায়া
পঙ্গু কামড়ে ধরেছে তোমার বুক
স্বামী না শ্বাপদ শিশুসন্তান মায়া

সন্তান আর শস্যের ভার ব'হে
তুমি শুয়ে আছ স্তব্ধ বসুন্ধরা
স্তব্ধতা ফেটে উত্থিত হয় কাল
মাথায় আকাশ—মুঠোয় দণ্ড ধরা

দণ্ডের মুখে গেঁথে আছে ভাঙা চাঁদ
পায়ের তলায় সমুদ্র আছড়ায়
কাঁধ ছুঁয়ে আছে পাহাড়ের উঁচু কাঁধ
রাত্রি লুপ্ত প্রায়

ভোরবেলা সেই মূর্তিটি নেই আর
সূর্যপূজারি আকাঙ্ক্ষা করে তাপ
জেন্দ-অবেস্তা খুলে ধরে রোদ্দুরে
তারও পৃষ্ঠায় তেজস্ক্রিয়ার ছাপ

ভূগোল ঘুরছে, ঘোরে নদী গিরিশিরা
লছমনপুরে শবমাংসের ঘ্রাণ
মাটির তলায় মাটি হয় ইহুদিরা
গণহত্যার কবরে দুলছে ধান

এই দেশ থেকে ও দেশে সূর্য যায়
নমাজে বসেছে গরিব মুসলমান
তার সাদা টুপি শান্তির পারাবত
তার খাওয়া হলে ঈশ্বর জল খান

কেউ চিনি রাখে পিঁপড়ের গর্তেও
ভাঙা চারাগাছে কাঠি বেঁধে দেয় কেউ
ধ্বংস, ধ্বংস, ধ্বংসেরা সত্ত্বেও
জাগে উদ্ভিদপ্রাণীপতঙ্গ ঢেউ

কে হিন্দু? এই জিজ্ঞাসে কোন্‌জন?
এই প্রশ্নের সম্মুখে তারা খসে
স্নান ক'রে উঠে কুপিটি জ্বালিয়ে নিয়ে
নিরন্ন সাধু অন্নসমীপে বসে

আমরা সবাই অন্নের কাছে আসি
ঘণ্টা বাজছে গ্রামের গির্জেঘরে
নৌকোতে ফেরে কেরালার মাছচাষী
মা মেরী তোমার জীবন রক্ষা করে

রক্ষা তো নয়, প্রতিরক্ষার খাত
সে-খাতে গড়ায় যুদ্ধ-আড়ম্বর
অজন্তা-ঘরে কালো হয়ে যাও একা
হে পদ্মপাণি, অবলোকিতেশ্বর

হাতের পদ্ম মাটিতে আছড়ে পড়ে
সে মাটিতে শুধু গহ্বর, গহ্বর
ফোয়ারার মতো মরুবালু ফুঁসে ওঠে
'ছোট্ট বুদ্ধ' হেসে ওঠবার পর

ভূগর্ভবিষ ফসলের দেহে ঢাকে
ও মেয়ে তোদের শরীরে শরীরে যায়
দূরে ব'সে কেউ বন্ধ্যা করেছে তোকে
তুই ভেবেছিস মাটিরই তো সব দায়

মাটিতে ছড়ানো প্রেমিকের দুটি হাত
সে হাতে ফাটল, ফেটে যাওয়া বাড়ি ঘর
ফাটা পাথরের মূর্তি পার্শ্বনাথ
মাটিতে শয়ান সব তীর্থংকর

ঠোঁটে চাঁদ ধ'রে উড়ে যায় কালো পাখি
ও মারণাস্ত্র, চাঁদ নয় বাস্তবে
পুরাকাল থেকে তীর তুলে আছে ব্যাধ
বোতাম টিপলে পৃথিবী ধ্বংস হবে

এসো কবি, এসো বাধা দাও, মা নিষাদ
বলে ওঠ তুমি, ভেঙে যাক উইঢিবি
দিনের দুপাশে দাঁড়াক সূর্যচাঁদ
গুহায় জ্বলুক প্রাচীন চিত্রলিপি

ওই দেখ রাত বইছে গঙ্গাতীরে
ওই দেখ মাঝি দাঁড় টানে পদ্মায়
ওই শোন আমি আমরা যে-কথা বলি
কীভাবে সেসবই ভাটিয়ালি হয়ে যায়

ওই দেখ দূরে থেমে গেছে ধুলোঝড়
জ্যোৎস্না সাঁতরে শান্তির পায়রাটি
চালে ফিরে আসে, উঠোনের গম খায়
গম ভুট্টার জমিনে আমরা খাটি

ওই যে রাত্রি বইছে যমুনাতীরে
ওই যে এসেছে আমাদের শ্যাম-রাই
ওই শুনছ না, ভাঙা মন্দিরে বসে
প্রেম গাইছেন আমাদের মীরাবাঈ!

অতই সহজ আমাদের মেরে ফেলা?
আমাদের পায়ে রাত্রিচক্র ঘোরে
আমরা এসেছি মহাভারতের পর
আমরা এসেছি দেশকাল পার করে

নিষাদ, তোমার অস্ত্রের মুখে এসে
আমাদের গ্রাম হোক ধুলো, হোক ছাই
স্তূপাকার ওই ছাইয়ের ভিতর থেকে
ওঠে নিরস্ত্র, আমরা দেখতে পাই

তার পশ্চাতে সমুদ্র ফুলে ওঠে
তার সম্মুখে মেঘে বাজ চমকায়

সে তোমার হাত মুচড়ে ধরেছে জলে
হাতের অস্ত্র মুচড়ে ফেলেছে জলে

দেখ ওই জলে সূর্য অস্ত যায়

অদূরে পাহাড়, স্রোত মাথা ঠুকে চলে

স্রোতের পিছনে সূর্য অস্ত যায়

ঘোরে শতাব্দী—সূর্য অস্ত যায়...

সোনার ধনুক

All the time I am working at
various heads and hands.
Letter to theo, Vincent Van Gogh.
January, 1885

সেই গল্প জানো, অন্ধকার?

জন্মের পিছনে জন্ম মুখে হাড় নিয়ে ছুটে গিয়ে
গাছের গুঁড়িতে ঠিকরে, স্বজাতির মুখে ভুক্ত হয়ে
মরণ কামড়ে দংশে জ্ঞাতিশত্রুভাইভগিনিকে
নিজের থাবার দাগ উদগ্রীব নাসায় চিনে চিনে
শেষ অবধি খুঁজে পেয়ে গুহা আর গুহার ভিতরে
নিজেরই মতন অন্য প্রাণী বা শ্বাপদ, ভক্ষ্য থেকে
শোণিতাক্ত মুখ তুলে যে বলে তোমারই মতো: আমার ক্ষুধার চেয়ে
মূল্যবান আর কিছু নয়।

প্রান্তরে চিৎকার করে ভয়
চাঁদ অর্ধচক্ষু আর তারাগুচ্ছ ভাঙা ভাঙা দাঁত
গৃহের সূচনা হয় নি, সমতলে উঁচুনিচু খণ্ড খণ্ড শিলা
জন্তুর বিলীয়মান শব
অধিকার করে আছে দীর্ঘকায় শীত
কে ওই অর্ধেক পশু অর্ধেক মানুষ পার হয় তৃণভূমি?
কী তার গন্তব্য? লক্ষ্য? প্রান্তরের পরে
মহাঅরণ্যের দেশ, ঘাসে গুল্মে শিকড়ে কণ্টকে
আচ্ছাদিত প্রতি পদক্ষেপে
ওৎ পেতে আছে ক্ষুধা—খোঁড়াতে খোঁড়াতে
দৈব ও পুরুষকার জঙ্গলে ঢুকেছে
দুজনে দুদিক থেকে একে অপরের দিকে এগোচ্ছে না জেনে
মধ্যে গাছ, লতাজাল, বনের বিচিত্র শব্দ, পাতার খসখস
শ্বাপদের উগ্র গন্ধ, নিশিপক্ষিণীর আর্তডাক
একে অপরের দিকে, একে অপরের দিকে, খুঁড়িয়ে, না জেনে...
ওদের কখন দেখা হবে? সেই গল্প জানো অন্ধকার?

মহাবালুকার দেশ, মরুভূমি রাত্তিরে হাঁপায়
কে ওই উটের মতো হাঁটুভেঙে ঘাড় গুঁজে আছে
ঝড়ে চোখ অন্ধ, দেহ চাপা পড়ে গেছে
অদূরে খেজুর গাছ উপড়ে পড়ল জলে

বালুকাপর্বত ভেঙে সে মাথা তুলেছে, কালো,
নিকষ প্রস্তরবৎ ছায়া
রোমশ পিঠের মধ্যে রাত্রি ধাক্কা খায়
সে মাথা ঝাঁকায় আর চিকিচিকি তারা খ'সে পড়ে
সে হাত বাড়িয়ে দেয় চাঁদে—চাঁদ দ্রুত সরে যায়
এই মেঘ থেকে ওই মেঘে
সে চলে পশ্চাতে, ছুটে, হুমড়ি খেয়ে, মরিয়ার প্রায়
মেদিনীর হৃৎপিণ্ড দু পায়ে মাড়ায়
মুহূর্তে বালুর দেশ পার হয়ে হাঁটুজল সমুদ্রে ছপছপ
চলে সে বৃহদাকার বামন—জগৎপ্রান্তে এসে
অতি আকাশের দিকে ঝুঁকে পড়ে—
চাঁদ
তার হাত পিছ্‌লে সরে যায়
এই সৌরলোক থেকে ওই সৌরলোকে...
ক্ষুধা, তৃষ্ণা, কামসমাপন
কখনো ঘটে না তার—আক্রোশের তাপে
দুচোখের মণি গলে যায়
একদল তারা সূর্য নিভে গিয়ে অন্য সূর্যতারা
আকাশে গড়ায়
দুই অন্ধ চক্ষুর কোটরে
চাঁদের বদলে দুটি অসম্পূর্ণ চাঁদ
জ্ব'লে ওঠে কত কত কল্পান্তের পরে
কবিদৃষ্টি দেখতে পায় জগৎ আবার
সেই গল্প জানো, অন্ধকার?

শিকার ভ্রমণ করে বনমধ্যে, নিষ্পাপ শিকার
শিকার পিপাসাতপ্ত ক্লান্তমুখ রাখে সরোবরে
শিকার শান্তির নিদ্রা বৃক্ষছায়াতলে ঢেলে দেয়
তুমিও তৎপর হয়ে শিবারূপ, ব্যাঘ্ররূপ, মাংসাশী পিশাচরূপ ছেড়ে
তার সামনে দেখা দাও মনোমুগ্ধকর কবিরূপে
ঋষিপুরুষের বেশ, দুচোখে সুদূর কোনো মায়া
প্রশস্ত ললাটে যশটিকা
শিকার তোমাকে দেখে চমকিত—পালাতে যেতেই
তুমি তার পথরোধ ক'রে
বসেছ ভূমিতে রেখে জানু
বলেছ হে অপরূপা, তুমি কি বৃক্ষের কন্যা? জলের ভগিনি?
না তুমি মাটির সহোদরা?
শিকার হতচকিত! সে বলে না আমি...না, না...আমি...
—হ্যাঁ তুমি হ্যাঁ বলো সুলক্ষণা

তুমি কে? তুমি কি বনের জন্মদিন?
না তুমি সূর্যের কোনো ছদ্মবেশী রঙ?
শিকার দুহাতে মুখ ঢেকে বলে আমি কেউ নই, আমি
যে হই সে হই না গো...না কেহই না...
তুমি উঠে দাঁড়িয়েছ, কাঁধ থেকে অঙ্গবস্ত্র ঝুঁকে
ভূমি স্পর্শ করে
শিকার মাটিতে ছোঁয়া শ্বেত উত্তরীয় ধ'রে ধ'রে
দৃষ্টি উত্তোলন করে তার। বলে, কিন্তু...
কিন্তু আপনি কে মহাত্মন?
—আমি কবি, আমি এই বনে
কেবল তোমার জন্যে এতকাল দেহ ধ'রে আছি
কেবল তোমাকে দেখতে পাবো এই অস্পষ্ট আশায়
এতদিন...এতদিন...আছি
—আমাকে? আমার জন্যে?
—হ্যাঁ আমি জানতাম, জানতাম
—কী জানতেন?
—জানতাম এমন কেউ আছেই কোথাও
আমার চিন্তারা যাকে জানে
জানতাম একদিন কেউ আসবেই আসবে যে আমার
সাষ্টাঙ্গ কল্পনা
—আমি?...আমি তাই?
শিকারের ঘোর কাটছে না
কিন্তু আপনি কী চান আমার কাছে, কবি?
—তোমার মাধ্যমে আমি শুধু
কয়েকটি শ্লোক উৎপাদন ক'রে নিতে চাই
—শ্লোক? আমার মাধ্যমে? আমার কি সে যোগ্যতা আছে?
—নিজেকে জানো না তুমি। তুমি শ্লোকসম্ভবা নীরব
আমি তোমাতে লেখনী দিতে চাই।
শিকার বৃক্ষের তলে বসে আছে। যেন মর্মে তার
প্রবেশ করছে না কিছু। তুমি বলো
ওঠো, চলো আমার কুটিরে।
— কুটির? কুটিরে কেন?
—শ্লোক আনয়ন কালে একত্রেই রচনাক্রিয়াটি
সম্পাদন করতে হয়। এই নাও আমার লেখনী, ধ'রে দ্যাখো
তুমি ভিন্ন এর তেজ আর কেউ ধারণযোগ্য নেই
শিকার বিস্ময়ে, লোভে, পাপবোধে, তীব্র পিপাসায়
নীল হ'য়ে যায়! বিস্ফারিত চোখে বলে
না প্রভু, এ শরীর আমার
প্রাচীন কালের শত্রু! এই চোখ, এই বাহু, গাত্রবর্ণ ত্বক

এই ওষ্ঠাধর, এই জিহ্বা, এই হাতের আঙুল, জানুদ্বয় আর...আর...
আর যা আপনার সামনে বলা যায় না সেইসব আশ্চর্যসম্পদ
সমস্ত, সমস্ত শত্রু—আমি শুধু এদের ভয়েই
লোকালয় ত্যাগ ক'রে বন থেকে বনান্তরে পালিয়ে চলেছি, আপনি
আমাকে ক্ষমা করুন, অনুগ্রহ ক'রে যাত্রাপথ
ছেড়ে দিন, যাই, আমি যাই
তুমি স্তব্ধ হয়ে রইলে। সে চ'লে যাবার উপক্রম
করতেই তোমার চোখ থেকে
উচ্ছ্বসিত হল অশ্রু, নিঃশ্বাস আওয়াজ করল, শরীরের ভার
দেহ বইতে পারল না, তুমি দুমড়ে ব'সে পড়লে ঘাসের ওপরে
হাত রেখে...বৃক্ষকূল
হঠাৎ চঞ্চল হল, পাখি ডেকে উঠল চারিধারে
শিকার তাকাল ঘুরে, এ কী? আপনি কাঁদছেন দেব?
আমি...আমি অন্যায় করলাম?
ব'লে সে পাগলপারা দৌড়ে এসে দুটি হাত পেতে
অঞ্জলিতে ধরে নিল তোমার সকল অশ্রু আর সেই জলে
তার হস্ত দগ্ধ হল, তার ওষ্ঠাধর
তার ত্বক, গাত্রবর্ণ, জানুদ্বয় আর যা যা তোমার সামনে বলা যায় না, সব
দগ্ধ, দগ্ধ হল—জ্বলতে জ্বলতে একাকী শিকার
নিঃশব্দে মিলিয়ে গেল আরো দূর বন অন্তরালে
স্বর্ণরঙ এক ধূম্ররেখা
জেগে রইল কিছুক্ষণ। লতাগুল্মে মিশে গেল তাও
আজও রাত্রে মাঝে মাঝে তার
জ্বলন্ত শরীর আসে জল খেতে ওই সরোবরে
তুমি কি আড়াল থেকে তাকে লক্ষ্য করো
অন্ধকার?

জগতে ক্ষুধার চেয়ে মূল্যবান আর কিছু নেই
দৈব ও পুরুষকার সেই হেতু দুই দিক থেকে
জগতে ঢুকেছে, অস্ত্র পিঠে নিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে
একে অপরের দিকে এগিয়ে চলেছে
বগবগ শব্দ শুনে একই পশুর দিকে বাণ
নিক্ষেপ করেছে দুজনেই
একই পাথর ঠুকে দুই প্রান্তে দুজনেই আবিষ্কার করেছে আগুন
একই গুহায় ঢুকে পথ হারিয়ে আত্তিলিও গাত্তির কঙ্কাল
পেয়েছে ডায়েরিশুদ্ধ, ভূগর্ভে বিলীন স্নানাগার
হরপ্পা নগর খুঁড়ে উদ্ধার করেছে, একই
চাঁদের পাহাড়
খুঁজে বার করে ওরা গুহার দেওয়ালে

দুই দিক থেকে দুই ক্রুদ্ধ বৃষ ছুটিয়ে দিয়েছে
পাথরের ছুরি দিয়ে...অল দ্য টাইম
আই অ্যাম ওয়ার্কিং অ্যাট ভেরিয়াস হেড্‌স্ অ্যান্ড হ্যান্ড্‌স্
আই অ্যাম ওয়ার্কিং অ্যাট ভেরিয়াস হেড্‌স্ অ্যান্ড হ্যান্ড্‌স্
খনি শ্রমিকের স্কেচ, কয়লাবহনকারী পিঠ—মুখহারা—
আলুভোজীদের হাত, ঝোলানো নিষ্প্রভ লম্ফ, শক্ত আর বাঁকানো
আঙুল, ভাই থিও,
কেবল থালায় নয়, হাতগুলো থালার বদলে
মাটিকে খনন করে ঢুকেছে ক্ষুধায়
কারণ ক্ষুধার চেয়ে, কারণ ক্ষুধার চেয়ে মূল্যবান
আর কিছু...আর কিছু...আর...
সাইপ্রেস অ্যান্ড স্টারস্...মূল্যবান...মেয়েটির সঙ্গে থাকা...মূল্যবান
স্কেচ করা...হোক না সে গর্ভবতী, হোক না সে দেহোপজীবিনী
তার নগ্ন একা মুখ ঢেকে
বসে থাকবার নাম 'দুঃখ' ছাড়া আর কিছু হয়
দৈব না পুরুষকার কে এই মেয়ের ছবি আঁকতে পারে
শুধু আমি ছাড়া?
কাকেরা গমের ক্ষেতে নেমে আসছে, আমাকে আবার আসতে হল
সেন্ট রেমি স্যানাটোরিয়ামে—
সূর্যপুষ্প, হলুদ উজ্জ্বল সূর্যাধার,
কোন মাঠে জ্বলে উঠছে আজ?
দড়ির ল্যাসোর মতো সর্পিল গ্যালাক্সি নীহারিকা
ঘুরন্ত গোলার ন্যায় তারা আর তারা আর তারা
তলায় বসতি রেখে ঢেউমেঘ, মিনারচূড়া, বৃক্ষের পালকগুচ্ছ রেখে
আলোজ্বলা ছোট ছোট ঘননীল ঘরগুলি রেখে
ও স্টারি নাইট
আমার ক্যানভাস থেকে বয়ে যাচ্ছ আকাশে আবার
জগতে কোথাও কেউ জেগে ব'সে নেই
আমি ছাড়া আর
কেউ নেই
আছে এই উন্মাদ আগার
আমি আর উন্মাদ
আগার

তুমি উন্মাদের বন্ধু নও অন্ধকার?
জন্মের পিছনে জন্ম, ক্ষুধা চেপে, কাম সহ্য ক'রে
জগতে জগতে ফিরছ সেই হেতু দণ্ডকাষ্ঠ হাতে
সুর তোমার ভিতরে ঢুকে তোমাকে বিদীর্ণ ক'রে যায়
তোমার ওষ্ঠের শ্লোক তোমাকেই বলে: শান্তি

পাবে না কখনো
তোমারই হাতের তুলি, প্যাস্টেল, স্প্যাচুলা
তোমারই শোণিত, স্বপ্ন, সম্পর্ক, আকাঙ্ক্ষা ছিঁড়ে কুটে
ক্যানভাস জ্যান্ত করে দেওয়ালে দেওয়ালে
শুক্র ও শোণিতযুক্ত হয়ে তুমি জননীজাতির গর্ভাশয়ে
যখন সমুদ্রে ছিলে—পারাপারহীন ঘোর নিশা
তোমার কপালে এক স্থির বজ্র বসিয়ে দিয়েছে
সেই অভিশাপে
আজীবন বিদ্যুৎ তোমার
পা থেকে মাথায় বইছে...তুমি শান্তি পাবে না কখনো
দৈব ও পুরুষকার তোমারই সন্ধানে এতকাল
মহাঅরণ্যের মধ্যে ঘুরে বেড়িয়েছে, এতকাল
মহামরু পার করে মহাগিরি কন্দরে কন্দরে
দুজনে দুদিক থেকে তাড়া ক'রে গেছে তোমাকেই
আজ তারা অস্ত্র ত্যাগ ক'রে
খোঁড়াতে খোঁড়াতে ক্লান্ত হ'য়ে
জগতের বাইরে এসে
দেখল সমুদ্রতীরে তুমি বসে আছো
তোমার মুখ থেকে একটি শ্বেতবর্ণ সহস্র শীর্ষের
রক্তবর্ণ মহানাগ
ক্রমশ নির্গত হয়ে সাগরে প্রবেশ করছেন,
তোমার নিস্পন্দ দেহ সৈকতে আসীন
পাশে পড়ে বিরাট লাঙল
দিগন্তে ছড়ানো হলচিহ্নিত পৃথিবী
ভূমিতে উদ্‌গত শস্যমুখ
দৈব না পুরুষকার এই শস্যে কার অধিকার?
অক্ষর আগুন ধাতু ঢালাই পাথর মাটি জল
বহুবিধ মাথা আর হাতে
তোমাকে গ্রহণ করছে
সাগর প্রান্তর বৃক্ষ বায়ু প্রাণ প্রাণের অতীত
সূর্যোদয় সূর্যাস্তসকল
তোমাকে বহন করছে স্বর্গ ও নরক ভেদ ক'রে
তলায় জনতালোক: এই দৃশ্য দেখে সকলের
শোক শান্ত হয়, সন্তাপ জুড়িয়ে যায় জলে
হে প্রেত, পিশাচ, দৈত্য, দেবতা হে কবি চিত্রকর
তুমি অন্ধকার নও—রাত্রির আকাশে
তোমার অশান্তি জ্বলছে দীর্ঘ এক সোনার ধনুক
ক্ষুধামূল্য তৃষ্ণামূল্যহারা
জন্মের পিছনে জন্ম এইমতো সে এক ভাবে জ্বলে—

আর প্রতি জন্ম থেকে সেই এক বন অন্তরালে লুপ্ত নারী
উঠে আসে
জ্বলন্ত শরীর নিয়ে বলে:
কই শ্লোক? শ্লোক ফিরে দাও!
আমার ওষ্ঠের থেকে যত বাক শোষণ করেছ
যত গান লুটিয়েছ এই জলে স্থলে
আমার জিহ্বায় জিহ্বাস্পর্শ দিয়ে যত সরস্বতী
লুণ্ঠন করেছ একদিন—ফিরে দাও আজ
মরণকামড়ে দংশে, স্বজাতির মুখে ভুক্ত হ'য়ে
মাথা ঠুকে হাতের শৃঙ্খলে
শিকড়ে কণ্টকে বিদ্ধ আমি তো এসেছিলাম
আমি তো এসেছিলাম তবু—

শুধু কবি ডেকেছেন বলে!

জয় গোস্বামী

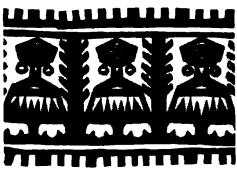

তোমাকে, আশ্চর্যময়ী

তোমাকে, আশ্চর্যময়ী

এক

এই যে আমার নীল ধারণা আমার নগ্নপদ
কী অসীম বালকতা ক্রিয়া শুরু করে হাবুডুবু
ওই যে মলয়ানীল উচ্চতা আমার মাথা উঁচু
তার পূর্বে ঘাস গজায়, উত্তরে-দক্ষিণে কলমিলতা
পশ্চিমে অনেক সূর্য সাশ্রু হল অস্তরাঙা মুখে
সেই যে সৈন্ধবনীল ধারণা আমার ঢেউ ছাড়া
তার নীচে সারাবেলা অভিশাপ দস্তখত করো
যার উত্তরে ধ্বংস হয়, ধ্বংস হতে হতে পুনঃপুন
অগ্নিপাত করে চলে আকাশের প্রতিষ্ঠিত তারা

দুই

জল ও সাবানগন্ধ অন্ধ হয়ে ফেরত পেলাম
কী রূপ কী অপরূপ প্রধান মধ্যাহ্নকালে সাঁঝ
অনেক জোয়ারে চড়তে পেরেছি যখন, স্রোতে খড়
হাতে এসে বিঁধে যায় বজ্রের উপায়ে—যুদ্ধবাজ
নৌকাগণ দাঁড় দিয়ে জল পিটিয়েছে কতক্ষণ
তবু তা সুধার ধারা, শেষমেষ, ঘুরে যাওয়া ঝড়
জল ও সাবানফেনা চোখে ঢুকে দিব্যদৃষ্টি ফিরে দেয় আজ
যা তুই যা অপরূপ একা বজ্রে মাথাকুটে দিনরাত্রি গানবৃদ্ধি কর

তিন

পুরুষ তো লিপিকার, নারী হলে কী যে বলে তাকে!
ধরো ছাদ বলা যাক, সন্ধ্যায় মাদুরপাতা শোক
যে কান্নায় শব্দ হয় না—বুকে মুখ সেই অন্ধকার
তলায় কাষ্ঠের জিহ্বা সব জল শুকিয়ে নিঃসাড়
কী বলে তোমাকে ডাকবো? খরা-ফাটা হাতে মাঠ পাতা
ধরো তরু বলা যাক, ছায়ারৌদ্রতরু নাম ধরে
তোমার শরীরে আমি দেহ পুঁতে মরেছি ক'বার
ডাল থেকে ফাঁসির দড়ি খুলে আজ ছিঁড়েকুটে ফেলে

বলা যায় ঠিক থাকো, দিন যাবে অকূলপাথার
রাত যাবে পূর্বাকাশে, আকাশের নীচে লেখা পেলে
কুড়োতে কুড়োতে তুমি পার হবে আলো অন্ধকার
তাই তো এমনভাবে বারবার প্রেমের রক্ত খেলে

চার

পা পুঁতে পা পুঁতে রাখা কোমর বা ঊর্ধ্বদেহ নেই
চন্দ্র আলোকিত দেশ পা-গুলি দণ্ডায়মান গোড়ালি মাটিতে
শরীর কোথায় গেল উহাদের বাকি দেহ কোথা পড়ে আছে
পা-গুলি হাঁটে না এক-পা নড়ে না এক ইঞ্চি যেন ওরা
লাইটপোস্ট বাঁশখুঁটি
দূরপ্রান্তে ট্রেন স্তব্ধ চাঁদ স্থির বাতাস নড়ছে না
ভূমি ফুঁড়ে মুণ্ডু তুলে তুমি স্বপ্নে চেয়ে আছো
প্রান্তরে গড়াচ্ছে চক্ষুদুটি

পাঁচ

এইবার ধাঁধা শোনো মূর্তিমতী ধাঁধাশীল ছায়া ও চন্দ্রিমা
জানালা ফাটিয়ে দাও নাকচোখহীন অন্ধ কামরায় সুজন
তেঁতুলপাতায় উঠে ঘুরে শোও সরে বোসো ঠেলাঠেলি না করো চন্দ্রিমা
মায়াবশে ভেসে চলল জাহাজ উল্টে ডুবন্ত মাল্লারা
আমার কী দোষ ছিল আমার তো দোষগুণ লাজলজ্জাগাছে
ধাঁধা-দিন যুক্ত করো, তিনচোখো ঈশ্বরী তাতে দোল দিয়ে খিলখিল হাসেন
এইটুকু ধাঁধা তার উত্তর কোথায় জলে হাত চাপড়ে খুঁজে পাও দেখি
হ্যাঁ নিশ্চয় চন্দ্রপাত না কক্ষনো নিশীথিনী নয় হাতে সুবিধা নতুন
চাঁদ পড়ে গেলে তার জ্যোৎস্নারা কোথায় দূর অট্টালিকাচূড়ে
ধাবমান ঝাঁটা চড়ে ডাকিনি চলেন ঝাঁটা আকাশের অপযশভার
ঝেড়েমুছে ফ্যালে আর তারকা ফুটিয়ে তোলে এক দুই তিন চার পাঁচ
তাই দেখে ধাঁধা বলে, এসো, বোসো, ঘরে থাকো,
ছেড়ে যাও, প্রেতাত্মা আমার

ছয়

মণিকাঞ্চনের যোগ এইমাত্র হল মণি কাঞ্চনের পায়ে
ওষ্ঠ ঘসা দিয়ে বলে কী ভাল কী ভাল অমনি কাঞ্চন দু হাতে
মণিকে পরিয়ে নেয় আপন শরীরপরে আর মণিকাঞ্চন মিলন
শুরু হয়ে যায় যত দেবী ও দেবতা আছে আকাশে পাতালে
তারা উঁকিঝুঁকি দিয়ে আলোচনা করে আহা এমন দেখিনি
দুজনে একত্রে ওঠে চূড়ায় চূড়ায় ঘটে চূড়া থেকে একত্র পতন
পুনশ্চ তখনই তারা সমুচ্চ পাহাড় বাইছে দড়ি ধরে ঝুলে পাক মেরে
ওদিকে সূর্যাস্ত হচ্ছে ওদিকে সন্ধ্যায় ডুবছে লোক সৃষ্টি লয় কতক্ষণ
মণিকাঞ্চনের যোগে আকাশ টলমল করছে কখনও দ্যাখেনি কেউ
এমন পর্বত আরোহণ

সাত

মেয়াদ খেটেছি আমি শ্রীশ্রীডনবৈঠক মেয়াদ
ভূপৃষ্ঠে দু'হাত রেখে শ্রম পরিশ্রম ছন্দ মাটি থেকে শূন্যে ওঠা ছাদ
চাঁদের ভেলায় আমি ভাসমান কক্ষপথ ছিঁড়ে কোথা যেতে চায় চাঁদ
দু'বাহুতে মিষ্ট ব্যথা শ্রম পরিশ্রম স্কন্ধে চন্দ্রপৃষ্ঠে পদচারণার
দুষ্ট অতি দুষ্ট স্মৃতি ভুজবন্ধে কম নয় ব্যথাবাহু নীল আর্মস্ট্রং
গায়ে হাতে পায়ে গতি কোমর পায়ের ঢাল, মাটি ফাটে ধসে পড়ে ছাদ
মেয়াদ খেটেছি আমি খাট শূন্যে তুলে দিয়ে স্যার ডন বৈঠক মেয়াদ

আট

আমার দুশ্চিন্তা নেই আমার দুশ্চিন্তারূপ সাতরং সাত সাত্তে
ঊনপঞ্চাশৎ
কাব্যটি প্রেরণ করে অপরের হাত দিয়ে যাও পাখি বোলো তারে
মরিবাঁচি ভাষা
আমার দুশ্চিন্তা নেই কহতব্য প্রাণরূপ নেই আছে দু কামরার বাসা
সপ্তরং তার মধ্যে লেপেচুবে একাক্কার মুখ মিথ্যা চক্ষুভরা রচনাটি সৎ
ধূলার বিদ্যায় বড় পারদর্শী ও কাঞ্চন দিবাকে আন্ধার করে
মণিটিকে করায় সিনান
সায়র পুষ্কর হ্রদ খিলিখিলি হাস্য করে,
চক্রবাক সারাবেলা ছোঁ মেরে হয়রান

নয়

আমার যখন খুশি বোধবুদ্ধি জাগে, আমি পরিধান করেছি তামাশা
আমাকে যখন খুশি ঘোড়ামুখ ডাক দেয় মা বলেছে ডাকিনী যোগিনী
ডাকিনী—ডাকার কালে, যোগিনী—যখন যুক্ত হয়
আমার বিস্মিত হাত কী ছোঁয়া পেয়েছে তাই বুঝতে আজ বেলা বহমান
আকথা কুকথা কত কান্তারে বেড়ালো তায় ধরে আনতে দু'তিনটি আকাশ
একে একে ফর্সা হয়ে আসে কোন মালগাড়ি প্রান্তরে দাঁড়ায় তার উপরে
কয়লা ধোঁয়া ঘিরে ঘিরে পাখি চক্রাকার ওগো পাখি চক্রাকার
তার ডাক শুনে কেউ ডাকিনী ভেবো না আমি পরিধান করেছি আহ্লান
তাই দেখে মা বলেছে গেল গেল যায় যায় তাই শুনে তামাশার মন
খানখান
কী আর নতুন কথা কাকপক্ষীরাও জানে আমার যখন খুশি বোধবুদ্ধি
জাগে
আমার যখন খুশি আমার যেমন খুশি আহ্লান আসেন আর যান

দশ

এ যে কী সহাস্য কী যে হাসির ব্যাপার চৌকো গোল
লম্বা বেঁটে বাঁকা উঁচু তেকোনা গড়িয়ে যাওয়া ভাব
ভাবগত তফাৎ বা পথিক passer by যত
মত তত পথ বলে যে যার আপনাপন দিকে
স্ফুলিঙ্গের মতো ক্ষিপ্ত বহির্গত হয় লক্ষ্যে মণি
কাঞ্চন কোথায় আহা কাঞ্চন কোথায় বলে ফেরে
মণি ও কাঞ্চনে তবু ঠোকাটুকি ঘটে যথাকালে
শিখাও নিক্ষিপ্ত হয় যে দ্যাখে সে রঙিন ধার্মিক
শয্যা নিলো বিষাদের রোগে কিছুদিন, বটপাতা
মুখে আলোছায়া ফেলল, বোঝালো অনেক, তবু হায়
সেই উন্মাদনা কিছু শিখবে না তেকোনা বা গোল
চৌকো ছোটো মস্ত নিচু ধরাবাঁধা সাধনা দেখেই
মোহের ছলনে ভুলবে, বিদ্রোহী বা বিদ্রোহিনীরূপে
নিজেকে সর্বদা ভাববে, পূজা পাবে একটি দুটি, আমি সে পূজার
ছলে যে তোমাকে ভুলব তা হবে না যাদুমণি এটাই তো হাসির ব্যাপার

এগারো

পালাও অসীমে আজ চিরবন্ধু বিহঙ্গের রাজা
তোমার রচনারীতি সাঙ্গ করো অনেক পশ্চিমে
অনেক পাখিত্বে আজ রূপ দাও বয়ঃক্রমহারা
যে যত ময়ূর যত রাজস্থান, উট, কাঁটাগাছ
যে যত দেহাত, ঘাঘরা, কাশীষাঁড়, ছুটে যাওয়া টাঙা
সে তত দু'হাত ভরে দৃশ্য পায় রাজা বিহঙ্গম
গরিব রানির মুখে আলো ফ্যালো লজ্জা ফ্যালো রাঙা
কেন না দুর্বুদ্ধি জাগলে কী হবে তা বলা তো দুষ্কর
কেন না সাফল্য বলতে তুমি দেখিয়েছ বহুবার
অনেক অস্তের মুখে ঢিল ছুড়ে সূর্যকাঁচ ভাঙা

বারো

দিন আমাকে খাতা দিন, রহস্যের কয়েক প্রকার
এই বাক্সে বন্ধ আছে, দিন আমাকে খুলে সব হিসেব উদ্ধার
করে দেখি রহস্যের কয় ভাইবোন কত বিপদ আপদ
আত্মীয় তাদের, কত বিঘ্ন বাধা পাড়া প্রতিবেশী
দিন আমাকে খাতা দিন তাদের নামঠিকানা লিখে
যাত্রা করি দুর্গমের প্রতি...আমি পাঁচ সাত প্রকার
অভিযাত্রী দেখলাম যারা শূন্য বাক্স লয়ে কাঁখে
সোনা খুঁড়তে চলে যায়, প্রাণশূন্য দেহটিকে ফেলে
জনপদে ফিরে আসে মায়ের জঠরে ঢুকবে বলে
করাঘাত করে... সেই বাক্স তবু ডালাটি খোলে না
বাক্সের উপরে লিপি, পাঠোদ্ধার করি যদি ওদের পায়ের দাগ শিখে
ধনরত্নে যাব না গো, সে আপনি যা বলুন গে আমাকে
বিজলি ঝলক খাবো মাটিতে দাঁড়িয়ে আমি হা ঘরে অঙ্গার
দেব না ওদের মতো সামান্য আশায়
মণিকে কাঞ্চনমূল্য লিখে...

তেরো

হবেও বা এক স্তব্ধ ঝুমঝুমি, হবেও বা এক
কুয়োভর্তি মিষ্টতর জলস্বাদ সরাইখানার
পাশে ত্যক্ত প্রাসাদের চূড়ায় প্রত্যূষগামী কাক
হবেও বা তার ডাক ক্ষুধার আহ্বানধ্বনি খা খা...
দৌড়ায় বাণিজ্য—তীরে ফেটে পড়ে গোলগোল টাকা
হবেও বা পুনরুক্ত সেইসব সদাশয় বাক্য যাতে তুমি
মাঝখান থেকে ঢ্যাঁড়া দাও বা সমাপ্ত না করেই
উঠে যাও গৃহছাদে যেথা ব্রাহ্মমুহূর্তের কাক
ক্ষুধাশান্তি তৃষ্ণাশান্তি ডাক ছাড়ে বেলা ক্লান্ত হলে...
হবেও বা সেই স্তব্ধ ঝুমঝুমি কণ্ঠ ভেঙে দোলানোর পরে
পতিত বায়স, তার সব ক্ষুব্ধ বাসনা উত্থান
ভানুমতী হাতখানি, মায়ামতিভ্রমবদ্ধ করবিতানের
স্পর্শ পেয়ে, পাখা ঝেড়ে, মাথা গুঁজড়ে এক কূপ জলে
সমুদয় দাঁতনখচিমটিচুমকুড়িউপাখ্যান
হবেও বা শান্ত—শুধু ত্যক্ত প্রাসাদের বইঘরে
থেকে যাবে এক গ্রন্থ ভরে তার উড়ে চলা প্রাণ...

চোদ্দ

সুমন 'তোমাকে চাই' বলে লুঠ করে নিয়ে গেছে
তোমাকে, আমার কিছু করবার ছিল না তখন
আজ এই কাব্য নিয়ে সামনে গিয়ে দাঁড়ালে তোমার
বিপ্লব স্পন্দিত বুকে মনে হয় আমিই সুমন

পনেরো

মায়া এক, মোহ দুই, কামনা বাসনা তিন চার
চতুর্থ অহং ভাব, পঞ্চম এখানে মদে চুর
ষষ্ঠটি মাৎসর্য বুকে শুয়ে পড়ল, আমি গিয়ে তার
পায়ে দংশে সুধা খাই অদ্বিতীয় প্রণয়-গোখুর

ষোলো

কী সুন্দর গাছ, তাতে অন্যায়ের মুকুল ধরেছে
এত মাঠ, কেউ নেই, আছে পিছু ফিরবার তাড়া
মুকুলরা বারণ করছে: 'যেয়ো না, এমনভাবে বেঁচে
কী হবে? মাঠের নীচে মাঠ খুঁজতে বেলা হবে সারা...'

আমাদেরও হুঁশ নেই, ম ম করছে পাপবোধ, আকাশে হৈ হৈ করছে তারা
মুকুল, মুকুল ঝরছে—আমরা ছুটে যাচ্ছি তার সৌরভে শচীনে মাতোয়ারা

সতেরো

কাল যে আগুন তুমি রেখে গেছ ঘরে
তুলে নাও তাকে, এসো, ওই জলে ঝড়ে
আমার জীবন উড়ছে দ্রুত এক বজ্রপাত থেকে
অন্য বজ্রপতনের গতিতে নেমেছি, চোখ ঢেকে
রেহাই পাইনি আমি, আজো সেই রূপে জ্বলছে চোখ
আমার সে চোখ দুটি এ চোখের মুখোমুখি হোক

আঠেরো

এই একরোখা স্বপ্ন অনন্তের হাত থেকে গড়িয়ে
ভূতলে পড়েছে, তাকে পায়ে মেরে ছুটিয়ে দে বোকা
নীচে থেকে তোকে দেখব আকাশে ছুটন্ত খেলোয়াড়
তারা ধূমকেতু বাধা পা দিয়ে কাটিয়ে এঁকেবেঁকে
আকাশকে উল্টে দিয়ে চাঁদে পা দাঁড়াবি একরোখা
সেদিন তোর হাত থেকে অনন্তই গড়িয়ে ভূতলে
নেমে খেলা দেখাবেন অপূর্ব মানবজন্ম নিয়ে
এতসব জেনে তুই চোরের উপরে রাগ করে
কেন গুমরে রয়েছিস মাটি পেতে ভাত খাবি বলে

উনিশ

আমাদের হাতে ছিল অমূল্যভূষণ মাল্যখানি
ওঁ দয়া ওঁ মায়া ওঁ সর্বকামক্রোধবেগ
আমাদের কানে দিলে তুমি শত দুঃখের বাখানি
আমরা হাত থেকে ফেলে দিলাম কলসভরা মেঘ

পায়ে পায়ে দিন গেল, ছাদে উঠে চলে গেল গান
পাখিতে পাখিতে ঝগড়া, তাই নিয়ে গড়াল দুপুর
এমন সময় এলে দরজায় মুস্কিলআসান
তখন ভিতরঘরে আমরা মারামারিতে ভরপুর

সুর লেগে চটকা ভাঙল, পাখি লেগে পুড়ে গেল বাজ
যে মালার মূল্য হয় না, তুমি বললে : দাও কেনা দাম।
আমাদের হাত কাঁপল, প্রাণ ছিঁড়ল, প্রাণরক্ত লেগে
এক সূত্র থেকে আমরা দুই দিকে ঠিকরে পড়লাম।

আকাশ আকাশই রইল, ঘটে রইল টলটলে সংসার
আর সে ঘটের জলে দমবন্ধ মরে মনস্কাম
পূর্ণ সে লেখাটি আজ পড়ে দ্যাখো কীভাবে আমার
হাতে ছন্দ থেকে গেছে, ধুয়ে চলে গেছে ছন্দনাম!

কুড়ি

এসো সংকলনকর্তা, হাতে ধরে মায়ার সংগ্রহ
শেখাও, অবিচলিত মোহশক্তিপাশ নাড়াচাড়া
করো আর ক্ষতবৃক্ষে ধারালো শুশ্রূষা এনে বাঁচো
ধূলা থেকে ধাবমান খোঁচা খোঁচা সম্মানফলক
ললাটচূড়ায় বিঁধে আমি যাই কিরাতের পাড়া
অমন মুকুট দেখে তাজ্জব সকলে, কিন্তু তুমি
জানো সংকলনকর্তা সে কখনো অভিযোগ কিছু না করুক
কী হতে পেরেছি আমি তার পথে মরুভূমি ছাড়া!

একুশ

কত পরামর্শ, কত পরামর্শ, রাতগামী দিন
দিনগামী রাতভর এই করো ওই করো প্রোগ্রাম
আমার ছালায় আছে কাগজ আর কাঁচ আর লোহা আর টিন
আমার খেলনাটি আমি তা দিয়ে বানাব অ্যাই হিরের বোতাম
অ্যাইয়ো সোনার টিকলি আমাকে ছেড়েদে ভাই মোরে ক্ষ্যামা দিন
আমার খেলনাটি হবে ঘাসের খেলেনা, আমি টিটিটামটাম
মিউজিক শোনাব তাকে, হাতে ধরে বেড়ু করব, ফাঁস করব অতিছদ্মনাম
বলব, সে মেয়ের সঙ্গে হাঁটবার কালে আমি ঘাসে ঘাসে চিরশ্রেষ্ঠ দিন
আমি তো তোমারও চেয়ে আরও বেশি পক্ষীরাজ খেলনাটি হতাম

বাইশ

আমার ছলনারাশি তুমি বড় গ্রহণ করেছ
ছলনা সাত পা হাঁটা, ছলনা বন্ধুত্বে পাতা হাত
ভিক্ষার আনন্দঘূর্ণি, ছলনা অকূল ফ্লাইওভার
ভিড়ে ঠাসা বাস থেকে সন্ধ্যার তলায় নেমে পড়া
আকাশে বিশ্বাসভরা চতুর্দশী, বরণের থালা
জানলায় গোধূলিকাল, মেঝেতে পারস্য উপকথা
ছলনা, ছলনা সব, উথলে ওঠা কলসও ছলনা
ছলনা ভোরের ট্রেন, তুলে দিতে এসেছিল যারা
তারাও ছলনা আজ, ছলনা সকল সন্ধ্যাতারা
সমস্ত নিয়েছো তুমি দ্বিরুক্তি না করে, হাহাকার
আজ সন্ধ্যানগরীতে অন্ধ এই কবিতাছলনা
দেব বলে দাঁড়িয়েছি সমস্ত পথের বাঁকে,
শুধু বলো একবার—নেবো না!

তেইশ

তার কাছে ঋণ আছে একটি পুরনো বাংলা গান

উঠে যাই, ছাদে বসি, অদূরে লণ্ঠনমাত্র জ্বলে

সে বসেছে, পা গুটিয়ে, মাটিতে হাতের ভর রাখা
আমারই স্বভাবদোষে হাত ফসকে পড়ে গেল প্রাণ

আজ সব অসম্ভব। আকাশও আকাশ দিয়ে ঢাকা।
লণ্ঠন নিভেছে। শুধু দূরে ওই বাড়ির ওপারে
উঠে এল কালো চাঁদ, সেদিনের সাক্ষ্য ও প্রমাণ...

এই ছাদে গান ছিল। একটি পুরনো বাংলা গান।

চব্বিশ

তুমি সঙ্গে ছিলে তুমি সঙ্গে ছিলে একরাস্তা পার
এখনো রয়েছে স্মৃতি পারাপার-সমগ্র পড়ার
এক বৃক্ষ ছিল, বৃক্ষ প্রতিটি লাইটপোস্ট মানি
ট্র্যাফিকনগর নয়, ঝিঁঝি জোনাকির অরণ্যানী
পথ পিচ ঢাকা নয়, পথে বইছে স্রোত হাঁটুজল
তোমার গোড়ালি ডুবছে, আমার শরীর ছলোচ্ছল
কীভাবে যে পার হলাম, কী ভাবে যে এলাম ফেরৎ
সব জল শুকিয়েছে, হাতে শুকনো মাটি—ভবিষ্যৎ
সেই শুকনো মাটি থেকে আজ বৃক্ষ দাঁড় করালাম
তুমি ঠিক করে দাও ক্ষুদ্র এই পুস্তকের নাম

পঁচিশ

শুধু বাকি থেকে গেছে তোমার মায়ের গান শোনা...
আজ যাব—কাল যাব—হপ্তার পরের হপ্তা—যাব
বৎসর পিছনে রেখে—পৃথিবী ও সূর্যের ঘূর্ণন
আগুন ছিটকোনো চাকতি, শত শত চক্র পার করে
এসে দেখব বসে আছো, উনুনে দু'হাত, জ্বলছে
চিরন্তন যজ্ঞকাষ্ঠ, অসমাপ্ত রতি, ক্রোধ,
ধ্বকধ্বক ছন্দ সম্ভাবনা

তোমার মায়ের গান শুনতে আর কখনো যাব না।

ছাব্বিশ

এক বাক্য হাতে রেখে লিখিনি সম্পর্কহীনা দূর।
আমার হাতে পাতা তুমি নিয়ে চলে গেছ, সারাবাড়ি গান গাঁথা আছে
প্রত্যেক ফলকে তার ক্ষত যত ক্ষতি যত কেটেছিঁড়ে হয়েছে মধুর
আমার পায়ের পাতা দুটি হাতে ধরেছিলে, হাতদুটি থেকে গেল কাছে
যত বাক্য লিখি সব ওই হাতে রক্ষা করি,
তাও স্রোতে সব রক্ষা ভাসান জাহ্নবী
দাঁড়িয়ে নগরতীরে আমিও ভাসিয়ে দিই
তোমাকে, আশ্চর্যময়ী কবি।

পরিশিষ্ট

আজ শান্ত হল হাত। শান্ত হল দুঃখরসাতল।
আঘাত, বিদ্রুপতীর ঝরেছে সম্মান হয়ে ঘাসে
এক রৌদ্র ভ'রে দেখি তরুণ-তরুণী কবিদল
নতুন ধানের গুচ্ছ মাঠ থেকে তুলে নিয়ে আসে

আমি শস্য পার হই—জল মাটি আকাশ সম্বল...

শেষ প্রচ্ছদের কবিতা...

প্রেম বলে দোষ দাও? এই দোষ পেয়েছি আগেও।
জল থেকে, হাওয়া থেকে, পাশের নিঃশ্বাস থেকে আসে—
জ্বর থাকে কয়েকদিন, কয়েকমাস, কয়েক যুগেও
সারে না অনেকক্ষেত্রে। সারেও বা। লিখতে লিখতে যেরকম কবি
একটি বিশ্বাস ভেঙে চলে যায় অপর বিশ্বাসে...

সূর্য-পোড়া ছাই

সূচনা

সে কাব্য অনেক। তার মূল ছন্দ, গাছ।
পাতায় বলির রক্ত নিয়ে সেও পাতা।
সে অনেক নৃত্য। তার মূল পদতলে
মাটির বিরাট, রুক্ষ হাতখানি পাতা।

সে কত সমুদ্র। তার আদিমুখ জলে।
তলভূমি শুষে তুলে পাহাড় ওঠায়—
সে যত প্রান্তর—পশুচারণের দলে
তত সে দৌড়—তত রাখালকে হারায়।

সে ছন্দ অনেক। তার মূল বৃক্ষ, নাচ।
তবু, বৃক্ষ, তুমি কত দাবানলে ছাই
আমি ছাই তাড়া করি—ধরি—আমি সেই
কাব্য ভেঙে পরমাণু-ঘূর্ণি খুঁজে পাই।

[সম্পর্ক: নীলস্ বোর: ১৯১৩]

আমার বিদ্যুৎমাত্র আশা

তার দিকে, রাত্রি হলে, ধীরে ধীরে মুখ ঘুরিয়েছে
মেঘের পিছনে রাখা পুরোনো কামান

কালো, গোল গলা দিয়ে উঠে আসে অগ্নিরঙ থুতু—
বহুজনে পোড়ানো সম্মান

কে আমার লেখা শোনে? এক রক্তমাখা ভগবান!

ভূপৃষ্ঠের ধাতব মলাটে
দাঁড়িয়েছে ইস্পাতের ঘাস

রাত্রি ঢেকে শুয়েছে আকাশ

না-পড়া বিদ্যুৎশাস্ত্র হাতে
ক্রীতদাস চলে যায় কারাগার হারাতে হারাতে...

সমুদ্রে পা ডুবিয়ে ছপছপ
যে-ধীবর হাঁটে

মাথার টোকাটি উল্টে ধ'রে
যে পায় টুপটাপ উল্কা, চাঁদ

সমুদ্রের ছাদ ফুটো ক'রে
একটি ঊষায় তার মাথাটি আগুন লেগে ফাটে

তোমার ধৈর্যের ভাঙে বাঁধ

আবার শতাব্দীকাল পরে
রক্ত চলতে শুরু করে আমার ডানার শক্ত কাঠে...

শবগাছ, হাত মেলা মানুষ

তার সামনে দিয়ে জলধারা
চলে গেছে শেষ প্রান্তে, বহুদূর ভোরের ভিতরে

স্বল্প আলোকিতমুখ গুহাটির গলা অব্দি জল...
ওই পারে দিন

এপারে সমাপ্ত কবি, যার মুখ সূর্যাস্তরঙিন!

ছাদে জড়ভরত সন্তান। তার গলা
লম্বা হয়ে জল খেতে যায়
দূরের পুকুরে

রাস্তায়, বাদাড়ে নিশি থেকে থেকে ডাকে

শেষরাত্রে, মেঘের আলপথে
একটি কঙ্কাল ফেরিওয়ালা
হেঁকে যায়: চাই, দই চাই...

ছাদে জড়ভরত সন্তান, তার
খটখটে তেষ্টায় সঙ্গ দিতে
পুকুরে মুখ দিয়ে আমি খাই—
জলের বদলে রক্ত—খাই...

তমসা, আমার সীমা জল

জলের উপরকার চরে
একদিন বসেছিল পৃথিবীর মতো ভারী পাখি

ভূমিতলপিণ্ড তার চাপ
এতদিনে গলিয়ে দিয়েছে

যা গলেনি
ভূমির সমান ভারী পাপ

তার নীচে চাপা পড়ে আছে
নখচঞ্চুপালকের ধ্বংস অবশেষ

তমসা, আমার সীমাতীরে
এখন অরণ্যকূল, শান্ত গৃহসারি
স্নান আর কলহাস্য, নৌকা আর সাঁতারুর ঝাঁপ

যাদের অজ্ঞাতসারে রাত্রে মাঝে মাঝে জ্বলে ওঠে
আমার পিঠের বালি-কাদায় তারকাচিহ্ন—
দানবপক্ষির পদচ্ছাপ!

শান্তি শান্তি শান্তি শান্তি যখন সোনালি পাগলিনী
তীরে বসে বসে খায় সূর্যাস্ত একের পর এক
হা সমুদ্র জলরাশি শুকিয়ে রক্তাভ বালিখাত
পিছনে শহর মরা ইটকাঠ ইটকাঠ স্তূপ
ভোর দ্বিপ্রহর ধ্বংস, সন্ধ্যা বা নিশীথকাল শেষ
বাতাসে গর্জনশীল সোনাগুঁড়ো বালিগুঁড়ো শুষে
শান্তি শান্তি শান্তি ডাকে তীরে যে-সহিংস পাগলিনী
সূর্যেরা কেবলই অস্তে চলে তার গণ্ডুষে গণ্ডুষে...

হিংসার উপরে কালো ঘাস
নীচে হাড়, মাটি জমা খুলি

কারোর জানার কথা নয়

মালসার মতো গোল পৃথিবী মুখের কাছে ধ'রে
ভেতরের হাড় মাটি কয়লা তেল লোহা
ফেলে দিয়ে, ফাঁকা ওই করোটিতে আমি রাত্রিভোর
সশব্দ খাঁকারে রক্ত, দমকে দমকে রক্ত, ফেলি

তলায় আকাশ বয়ে যায়

আমার মায়ের নাম বাঁকাশশী, আমার শ্যামের নাম ছায়া।
আমার তরঙ্গ মানে খোলা বাড়ি—ছাদ থেকে যার
নীচে পড়ে হানাহানি খেলা—

আমার সম্পূর্ণ ভুল চাতক আকাশ খুঁড়লে বালি
আমার বাবার মুখে পান, গায়ে চাদরে উল্কারা সরে যায়

মা, নীচে, সমুদ্রে খসে পড়ে।

কাঠের ছাগল আর কাঠের মহিষ—জ্যান্ত হল।
খটখট লাফাঝাঁপি, খাট ও টেবিল ঘিরে বাঁধ—
মুখ নিচু ক'রে ওরা মেঝেতে স্ফুলিঙ্গ পান করে

পা নামাই খাট থেকে—মোজাইকে সূর্য দেখা দেয়
রক্তাভ কটাহে দু পা, ক্রুশে বেঁধা দুটি হাতে ডানার ফোয়ারা
আমি, জানলা দিয়ে বেরিয়ে এলাম

নীচে দূর মর্ত্যলোক—কাঠের মহিষ, ঘোড়া, কাঠের মেষকুল
তাদের পায়ের নীচে ঘূর্ণমান—রক্তবর্ণ লোহার প্রান্তর

স্বপ্নে মরা ময়ূর, তার
গায়ে চাঁদের আলো

কার্নিশের ফণীমনসা
ছাদের কোণে ঘর

কাঁটায় বেঁধা কতকালের
শুকোনো সব পাখি

ওদের গলায় ফিসফিসোয়
বাতাস, ডাক, স্বর

মরা ময়ূর দাঁড়িয়ে—গায়ে
ফুটফুট জোনাকি

শিকল গেঁথে ঝোলানো চাঁদ,
পেণ্ডুলাম, কালো

হেলানো গাছ, গলতে থাকা
ইটকাঠের বাড়ি

স্বপ্নে মরা ময়ূর, তার
স্পষ্ট চোখ, খোলা

মার? সে তো জানলার ওপরে এসে বসে।
হাতে ভাণ্ড। চুমুক দিতেই
তার স্বচ্ছ গলা দিয়ে নামে
গলে যাওয়া নীহারিকা, চ্যাপ্টা সূর্য, বিন্দু বিন্দু চাঁদ—
তার শিরা উপশিরা বেয়ে
বইতে থাকে পুরো ছায়াপথ

সে যখন জানলা ছেড়ে যায়
ধোঁয়ার স্রোতের মধ্যে উল্টেপাল্টে ঘরে এসে ঢোকে
অতীত—তালগোল পিণ্ড—পিণ্ডের মতন ভবিষ্যৎ!

কী দুর্গম চাঁদ তোর নৌকার কিনারে গাঁথা আছে!
অন্যদিকে কী সুন্দর মাঝি!
যার মুখ কঙ্কালের, যার বাহু জং-ধরা লোহার।

বল্, তোর মাঝিকে বল্, শুরু করতে লৌহের প্রহার।
অত যে দুর্মূল্য চাঁদ, সেও তো সুলভে ভাঙতে রাজি।
খণ্ডে খণ্ডে জলে পড়ছে, জল ছিটকে উঠছে দূরে কাছে...

বল তোর ইচ্ছে হয় না সেই দৃশ্যে দাঁড়াতে আবার
ওই উল্কাগুলি খেতে জলরাশি সরিয়ে যখন
রাক্ষুসে মাছের মুখ ভেসে উঠবে জলদেবতার?

জননী এই আঙিনা—আজ
শরীর বটচারা

বাতাস পথ বালক, আর
মেয়েটি লণ্ঠন!

আমলকীতলার নীচে মায়ের হাতের শাদা শাঁখা
ভেঙে পড়ে আছে—পাশে নতুন ইস্কুল বাড়ি ওঠে

ঘাট থেকে বাড়ি ফিরছে শ্রাদ্ধের একান্নবর্তী দল
পুরাতন স্বামীহারা বেড়া থেকে উঁকি দিয়ে দ্যাখে
নতুন বিধবামূর্তি কার?

গিরগিটি দৌড়য়, সামনে পুরনো বাড়ির হাড়গোড়
মরা গাছ, তারও গায়ে বিষাক্ত পিঁপড়ের সারি নামে

ওখানে শ্মশান বসল দশ বছর আগে

পথে প'ড়ে বাবলাফুল, ধামা ও কম্বল

আমলকীতলার নীচে আঁকমগ্ন নতুন পড়ুয়া

ঘাসের ওপরে
মায়ের হাতের ভাঙা শাঁখা—
তাতে শুভ্র রোদ্দুর পড়েছে

আমাকে প্রত্যেকবার কেটে
পশুরক্ত পাওয়া যাবে—পর্বতচূড়ায়
পা থেকে আমার ধড় উল্টো করে ঝুলিয়ে রাখলেই
পাখিরা চিৎকার করবে—লাল হবে আকাশ

সমুদ্রের জলে
আমার মহিষমুণ্ড, বেঁকে যাওয়া শিঙ
দেখা দেবে সূর্যের বদলে!

অতীতের দিকে উঠে চলে
যুদ্ধ শব, হাজার হাজার

শিখরের উপরে তুষার

তাদের পিছনে আলো জ্বেলে
বসে আছে ছোট ছোট বাড়ি

স্বামীপুত্র হারানো সংসার

ঘরে রাধাবিনোদ আকাশ
ঝুলনের চাঁদটি মেঝেতে

বিছানার পাশের লণ্ঠন
তার শুধু চক্ষু দপ্‌দপ্‌

অমাবস্যা পূর্ণিমা সড়ক
ফালাফালা ক'রে সারারাত

সে খুঁজে বেড়াচ্ছে একফালি
কবিতা লেখার যোগ্য শব!

মা এসে দাঁড়ায়
জানালায়

নিম্নে স্রোত, নদী
জল থেকে লাফিয়ে উঠছে এক একটা আগুনজ্বলা সাপ

আমি সে-নদীর থেকে তুলে নিতে আসি
আমার শিকলবাঁধা বাঁশি

আকাশের উঁচু জানালায়
মা এসে দাঁড়ায়
সরে যায়।

আমলকীতলার গন্ধে সার বিষণ্ণতা
বেতাল যে-গাছে থাকে সে-গাছের পাতাও নড়ে না

আমলকীতলার গন্ধে শোকপোড়া আলো
বেতাল আকাশপথে জোনাকি কুড়িয়ে হেরে ভূত

মরা মুখ উঠে এল রাতের জানলার বিপরীতে

আমলকীতলার বায়ু, হে ধায়, ঊনপঞ্চাশ দিকে
ধাক্কায় ফেলেছে তাকে জানলা থেকে খাড়া নর্দমায়

মাঝখানে পৃথিবী ঘোরে, সূর্য দাঁতে কামড়ে ঘোরে বায়ু।
আমার একাকী মুখে জ্যোতিশ্চক্র বিদ্যুৎ ছেটায়

দ্বিখণ্ডিত করে দিয়ে উদয়অস্তের মধ্যভাগ
রক্ত ও আনন্দমাখা কবি হন পুনর্জাগরিত

পাড়ার লোকের তাতে বিস্ময় কাটে না, গালে হাত
আলোচনা করে তারা: আরে, আরে—কই

এ তো তেমনই বজ্জাত আছে—রোদবৃষ্টি খেয়ে ফেলছে
গাছপালা উড়িয়ে নিচ্ছে আগের মতোই।

রাস্তায় পড়েছে ব্রিজ—জল নেই—বালি
রাস্তায় পড়েছে শুকনো ধুলো ও আগাছা ভরা বিরাট ইঁদারা

শ্মশান? পড়েছে তাও—
চিতায় চাদর ঢেকে শুয়েছিল যারা
তারা কাজে বেরিয়েছে প্রান্তরে, কামান গাড়ি ঠেলে

হঠাৎ কোথায় হাওয়া? চাপাচুপি খড়ের নিঃশ্বাস?

কবরে, বোমার গর্তে ঝুঁকে ঝুঁকে দেখি
মা, আর মায়ের হাতে মুখ চাপা অনাথ।

দুখানি জানুর মতো খোলা
হাড়িকাঠ
মুখ রাখো তাতে

চোখের পলক ফেলতে মাথা ছিটকে চলে যাবে সামনের মাঠে

ক্ষুধার শেষ ক্লান্তি, ক্ষার, ঘুমের শেষ জল—
যুদ্ধ, শেষ-খেলা

শেষরক্ত আকাশে পড়ে—রক্ত খেয়ে খেয়ে
সূর্য লাল ঢেলা

গোলায় পোড়া শহর, গাছ, পতাকা দিয়ে ঢাকা—
বিকেলবেলা কামানে নীল রঙ

সারাদিনের শিকার শেষ—আকাশে বেরিয়েছে
বেলুন হাতে, দেবদূতের সঙ।

স্তূপের তলায় রাখো ঘাসলতাপাতা
এনেছি বলির পশু, ছাগ

সে ভুলে গিয়েছে তার গত শিরচ্ছেদ
অথচ গলায় তার
এখনো মালার মতো দাগ

শিরশ্ছেদ, এখানে, বিষয়।
মাটি তাই নরম, কোপানো।

সমস্ত প্রমাণ শুষছে ভয়
কখনো বোলো না কাউকে কী জানো, বা, কতদূর জানো।

সমুদ্র তো বুড়ো হয়েছেন
পিঠের ওপরে কত ভারী ভারী দ্বীপ ও পাহাড়

অভিযাত্রী, তোমার নৌকাটি
খেলনার প্রায়

সংকোচ কোরো না তুমি, ওইটুকু ভার
অনায়াসে সমুদ্রকে দিয়ে দেওয়া যায়!

জল থেকে ডাঙায় উঠে ওরা
পালিয়ে চলেছে আজীবন
এক যুগ থেকে অন্য যুগে

উড়ে আসে ক্ষেপণাস্ত্র, তীর

ছেলে বউ মেয়ে বুড়ো জননী ও শিশু কোলাহল

দাউদাউ উদ্বাস্তু শিবির

অন্ধকার আকাশবাতি
এই সড়কে নয়ন

ফাটল, খাদ, গর্ত—সব
ধ্বসে পড়ার সুযোগ

পার ক'রে আর মাটির ওপর
ফুটে বেরোনো দাঁত

ব্যর্থ ক'রে, নিশিজাগর,
জলের নীচে শয়ন!

জলে তৈরি সড়ক, তাতে
আকাশবাতি ফেলে

রাস্তা দ্যাখে অন্ধ—পাশে
এক সন্ধ্যাকাশ

দুই সঙ্গী হাঁটে, তাদের
গমনপথ থেকে

কাঁটা, কামড়, গরল আদি
গুপ্তকীট নাশ!

আর কারো ময়ূর যাবে না
আমার সম্পূর্ণ খাতা—সাপ

এবার যে 'দ' আকার বাজ পড়ে, তাতে
সাপগুলো দগ্ধে পুড়ে ঝলসে এঁকেবেঁকে
জীবন পেয়েছে

ওদের আমি খালে বিলে পাহাড়ে জঙ্গলে
ছেড়ে দিই, ওদেরকে দেখে ময়ূরেরা
ধড়ফড় দৌড়য় আর দেহ থেকে শত শত চোখ
খসে পড়ে

রাত্রিবেলা আমার খাতায়
মাথা তোলে হানাবাড়ি, চাঁদ
দেখি তার ছাদে ও পাঁচিলে

ঝটপট লাফিয়ে উঠছে ওইসব ঝাঁঝরা ময়ূর

একটি শেষমুহূর্তের নারীসিন্ধুতট
অন্যটিতে আরম্ভের ডানা ছড়ানো ঈগল

ছোঁ মেরে ওঠে আবার, তার নখে সরীসৃপ
পায়ের গোছে শিকল

একটি শুভ আরম্ভের মাঙ্গলিক ঘট
ঘটের নীচে সাপের চোখ, মণি

বুড়ো আঙুল কেটে দেওয়ার পরেও বাকি থাকে
কলম, তর্জনী

মাটিতে কান, মাটির নীচে রক্ত চলাচল—
ভূগর্ভের হৃদয় নড়ে—ওষ্ঠ? নড়ে তা-ও!

দুঃখ তার কণ্ঠা ক্ষুর দিয়ে
ফাঁক করেছে—খাও

নিজের ছেলেকে খুন ক'রে
ঐ দেখ, চলেছে অভাবী

নিজের মেয়েকে বিক্রি ক'রে
ঐ ফিরে যাচ্ছেন জননী

ওদের সঞ্চয় থেকে ফেরার রাস্তায় পড়ে যায়
অশ্রুর বদলে বালি, পয়সা ও রক্তের চাকতি—গোল

তারপর সমস্ত জল। শুধু ওই গোল গোল পাথরে
আগুন ধকধক করবে একদিন, আর সেই আগুনে পা ফেলে

ক্রোধ শোক দগ্ধ এক জলে ডোবা দেশ
পুনরায়, খুঁজে খুঁজে বেড়াবে পাগল

হে অশ্ব, তোমার মুণ্ড
টেবিলে স্থাপিত। রাত্রিবেলা
হাঁ করা মুখ থেকে
ধোঁয়া ঝরে

আর সে-ধোঁয়ার মধ্যে চতুষ্পদ কবন্ধ তোমার
সারামাঠ ছুটোছুটি করে!

বাদুড় বৃষ্টির মধ্যে দেবদারু গাছ ছেড়ে যায়

বাদুড় আমার রক্ত খেয়ে
আকাশে পালায়

পালিয়ে বাঁচে না

রাত্রে দেখা যায়
বাদুর চাঁদের মধ্যে হুমড়ি খেয়ে পড়ে
পেট থেকে, রক্ত নয়, বালি ওগরায়

ওই যে বাড়ির তীরে কবর ওঠানো তার
ছায়াচরে ঘুমে শুরু হই

আমার অতীতকাল জলে ডাক দিলো: 'ওরে
লগ্নে লগ্নে ফেরী ছেড়ে যায়'

গৃহমুণ্ডে যে-বায়স নুড়িমুখে বসে তার
'কা'ধ্বনিতে সকাল অজ্ঞান

খেলনা দুর্গের সামনে যতবার হাবাখেলা
উত্থাপন করি, বাজে টাকা

যতই পালাতে যাই, ছাদ ভেঙে মাথায় পড়ে
ততবার হতভাগ্য যশ

সখার আঙুল শুষে পদ্মিনী খেলেন, ফলে
তুমিও ঝিনুকে ঢুকে খুন

মা বাবার সঙ্গে বসে বশবর্তী এ কবিতা
সকাতরে পড়া অসম্ভব

ওই যে উঠোন থেকে গৃহরক্ত বয়ে আসে
সবার দরজায় কাদা, পা পিছলে আসুন

রাস্তায় পলায়মান ভবিষ্যৎকাল, তার
হাত পায়ে বেড়ি আর পিছনে কুকুর

কালপুরুষের কাঁধে উড়ে বসে কাক, সেও
তারা ফেলে ফেলে ভরছে ব্রহ্মাণ্ড কলস

ওই যে ছায়ার তীরে-শোয়ানো কবর, তার
বাড়ি-তীরে বালি ঝুরঝুর

পূর্বের আকাশ, মত্ত, পাশে এসে দাঁড়ালেন
ও আমার ভয় ভেঙে চুর

আজ কী নিশ্চিত কী বিদ্যুৎ কী হরিণ এই দৌড়
কী প্রান্তর, কী উড়ে যাওয়া ধুলো এই হাত

কী ময়ূর এই নৃত্য

কী কূপ কী বন্ধ কী জিভ-বেরিয়ে-পড়া এই ঈর্ষা
কী অবধারিত কবর সব গর্ত
আর পশ্চাদ্ধাবনরত পিশাচদের কী হঠাৎ তলিয়ে যাওয়া

আজ কী সম্রাজ্ঞী এই ছন্দ
শয়তানও যাকে কেনবার কথা কল্পনা করে না

স্নান করে উঠে কতক্ষণ
ঘাটে বসে আছে এক উন্মাদ মহিলা

মন্দিরের পিছনে পুরনো
বটগাছ। ঝুরি।
ফাটধরা রোয়াকে কুকুর।

অনেক বছর আগে রথের বিকেলে
নৌকো থেকে ঝাঁপ দিয়ে আর ওঠেনি যে-দস্যি ছেলেটা
এতক্ষণে, জল থেকে
সে ওঠে, দৌড় মারে, ঝুরি ধরে খুব দোল খায়
সারা গা শ্যাওলায় ভরা, একটা চোখ মাছে খেয়ে গেছে

কেউ তাকে দেখতে পায় না, মন্দিরের মহাদেবও ঢুলছে গাঁজা খেয়ে
সেই ফাঁকে, এরকম দুপুরবেলায়—
সে এসে মায়ের সঙ্গে মাঝে মাঝে দেখা ক'রে যায়।

কিন্তু আগুনের মধ্যে গিয়ে দাঁড়াবার কথাটা মনে থাকে যেন!
মাটি ফেটে তলিয়ে যাবার কথাটা

যেন মনে থাকে ভূমিকম্পের ফাটল থেকে হাত বেরিয়ে আসা
আর মরুভূমিতে দাঁড়িয়ে, ডিঙি মেরে,
সূর্যের পেটে মুখ ঢুকিয়ে দেওয়া

কয়েক যুগ পরে, সূর্য নিভে আকাশ থেকে খসে পড়ল যখন
তখন, আর কিছু না পেয়ে, খিদের চোটে, পরস্পরকে
খেয়ে নিশ্চিহ্ন করে ফেলবার কথাটাও মনে থাকে যেন...

পোকা উঠছে। গাছের কাণ্ডের গায়ে পোকা।
ধানবীজ হাতে ঢেলে ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দেখছে ধুতি ও ফতুয়াপরা চাষি

হাবলা গোবলা ছেলে দৌড়ে নেমে আসছে ঢালু পিচরাস্তা থেকে

ওরে পড়ে যাবি, ওরে পড়ে যাবি, ডাকতে ডাকতে আমি
বল্মীকের স্তূপ ভেঙে সমাজ সংসারে ছুটে আসি

হৃদপিণ্ড—এক ঢিবি মাটি
তার উপরে আছে খেলবার
হাড়। পাশা। হাড়।

হৃদপিণ্ড, মাটি এক ঢিবি
তার উপরে শাবল কোদাল চালাবার
অধিকার, নিবি?

চাবড়ায় চাবড়ায় উঠে আসা
মাটি মাংস মাটি মাংস মাটি—
পাশা। হাড়। পাশা।

দূরে ক্ষতবিক্ষত পৃথিবী
জলে ভেসে রয়েছে এখনো—
তাকে একমুঠো, একমাটি

হৃদপিণ্ড, দিবি?

বাড়িটি আকাশে ফুটে আছে।

ছাদে ওই বালকবালিকা
নীচে দড়ি ফেলে ধরছে খেয়ানৌকো চাঁদ।

ক্রমশ গুটিয়ে তুলছে মেঘ থেকে আরো ঊর্ধ্বাকাশে

যা—ওদের কাছে যাবি? বিদ্যুতের মতো নীল কাছে?

ভাঙা বাড়ি। চারিদিকে ঘাস।
এখানে কি কেউ বাস করে?

জড়বুদ্ধি ক্রোধ, হাহাকার
জমে জমে পিণ্ড হয় ঘরে

বন্ধু না—বন্ধুর জ্যান্ত লাশ
হাত নাড়ে জানলার ভিতরে

জানলার এপারে লম্বা ঘাস
পোকামাকড়ের ঝাঁক চলাচল করে!

পশ্চিমে বাঁশবন। তার ধারে ধারে জল।

বিকেল দাঁড়াল ধানক্ষেতে।

জলে ভাঙা ভাঙা মেঘ। ফিরে আসছে মাছমারা বালকের দল।
খালি গা, কোমরে গামছা, লম্বা ছিপ, ঝুড়ি—
আবছা কোলাহল।

তোমার কি ইচ্ছে করে, এখন, ওদের সঙ্গে যেতে?

কয়েদি উত্তর দেয় না। সে শুধু বিকেলটুকু
এঁকে রাখছে ঘরের মেঝেতে।

কূর্ম চলেছেন। তাঁর পিঠ থেকে হঠাৎ
পৃথিবী গড়িয়ে পড়ে যায়

শূন্যে সে-গোলক ধরতে, ঘুম ভেঙে, শশক লাফায়

আকাশ ঝকঝক করে ওঠে
শ্বেতশুভ্র একটি উল্কায়

গাছেরা জন্মান্ধ।
দীপ, জন্ম থেকে গাছ।

দীপজন্মে যাই আমি—চোখ বাঁধা—
মাথায় শিখার তীব্র নাচ।

তোমাকে কাদার মধ্যে কাদাপাখি মনে করলাম।
মাছ খুঁজছ? লম্বা সরু ঠোঁট দিয়ে আমার
খাবার জোগাড় করছ বুঝি?

ওগো ও জননী পাখি, আমি স্বপ্নে ডাকি
তোমার মা নাম

তোমার জরায়ু-কলসী এখন তো শুকনো, শুধু বালিমাটি ভরা

বুড়ি, তবু আমাকে একবার, হাত পা মুড়ে
তোমার ডিমের মধ্যে শুয়ে থাকতে দেবে?

প্রেতের মিলননারী নেই।
সে তাই চন্দ্রে ও সূর্যে দুটি হাত রেখে
ক্রিয়াশীল আগ্নেয়গিরিকে ভেদ করে
পৃথিবীর সঙ্গে মিলতে চায়—

জিহ্বাহীন মুখ থেকে অতৃপ্ত রমণশব্দ
মেঘ ফেটে গেলে—শোনা যায়।

তোমার পুরুষমুখে কাঁধ অবধি ঢুকিয়ে ছিলাম
এখন আঙরা-কালো কাঠকয়লা থেকে
বাষ্প উঠছে। সবদিকে মাথা দিয়ে ঢুঁসো মারি,
বাতাসের অদৃশ্য দেওয়াল ফেটে ফেটে
গলগল আগুন ওঠে।
ও নিয়তিপুরুষ, এরপর
অর্ধেক সিংহের রূপে তোমার বিপুল অবয়ব
থাম ভেঙে একদিন আমার জানুতে আছড়ে পড়ে—
আমার কলমে, নখে, ছিন্নভিন্ন হয়।

বালি খোঁড়ে আমার বৃশ্চিক—
রৌদ্রে তার অসুবিধা হয়।

হাওয়ায়, লোকের চাপে, বালি সরলে
সে বেরিয়ে আসে।

কাঁপাকাঁপা পায়ে
তটের পাথর খুঁজে তার নীচে সুড়ঙ্গ বানায়

শুধু রাত্রিবেলা তার আদিগন্ত ছড়ানো শরীর
ভেসে ওঠে সমুদ্রের উপর-আকাশে

তারকা নির্মিত দাড়া, অগ্নিময় দুটি পুচ্ছ-হুল
খেয়ালখুশিতে সে নাড়ায়

বসতি ঘুমোয়, শুধু জগতের সকল সমুদ্র যাত্রা থেকে
নাবিকরা তাকে দেখতে পায়।

মাঠে বসে আছে জরদ্‌গব।
মাথায় পাহাড়।
সামনের থালায় মাটি। তৃণ।

সে খায়, থালায় গর্ত খুঁড়ে—
দইয়ের ভাঁড়ের মতো কেটে কেটে নামে—
তার ক্ষিদে শেষ হয় না—খনিজ সম্পদ
কমে আসে, আরো কম—সুড়ুৎ চুমুকে
জমানো তেলের গর্ভ খালি হয়ে যায়

কাদা-ঝোল মাখা হাতে, জরদ্‌গব, থালা মনে ক'রে
খালি ফুটো পৃথিবী বাজায়!

অন্ধ চলেছেন। খঞ্জ, চলেছেন। লাঠি
পুরনো বন্ধুর মতো চলেছে তাঁদের সঙ্গে।
হাত কাটা। ন্যাড়া মাথা। ঘেয়ো।
অষ্টাবক্র। ব্যান্ডেজ জড়ানো
চাকাঅলা কাঠের বাক্সের মধ্যে বসা—
সকলকে নিয়ে এই ধীরগতি মিছিলও চলেছে
অতিকায় মেঘের চাঙড় ফেটে ফেটে
গনগনে অস্তরশ্মি বেরোচ্ছো তখন

ঢাল বেয়ে ঢাল বেয়ে সকলেই ওই
চুল্লির ভিতরে নেমে যেতে
ব্যান্ডেজ, কাপড়, কাঠ, চাকা, ক্ষয়গ্রস্ত হাড়, আর
খণ্ড খণ্ড না-মেটা বাসনা
কতরকমের সব রঙিন পালক হয়ে ছিটকে ছিটকে উঠেছে আকাশে

আমলকীতলার মাঠে, এখনো একেকদিন, সেইসব রঙ ভেসে আসে

রেণু মা, আমার ঘরে তক্ষক ঢুকেছে
তক্-খো, তক্-খো—তার ডাক

রেণু মা, সংকেতগাছ দূরে দাঁড়িয়েছে
জ্যোৎস্না লেগে পুড়ে গেছে কাক

আমি সে-গাছের ডালে, দড়ি ভেবে, সর্প ধরে উঠি
সর্প থেকে বিষ খসে যায়

রেণু মা, তোমার হাতে তালি বাজে—রাতের আকাশে
ডানা মেলে জ্যোতির্ময় তক্ষক পালায়

ওই কালস্রোত। আমি
সিমেন্ট বাঁধানো পাড় থেকে
হাত ডোবাই।

আমার আঙুল গলে যায়। কব্জি, বাহু
গলে যায়। ঘাড়ের উপরে মুণ্ডু নিয়ে
আমি হাত-পা-কাটা জগন্নাথ
নদী-নালা আঁকা এক ঘুরন্ত বলের পিঠে
বসে থাকি।
শূন্যে পাক খাই।

তাত লেগে চোখ খুলল। বালিস্তর ঠেলে
বেরিয়ে এলাম। পাহাড় তুষারহীন
গাছেরা দণ্ডায়মান কাঠ
জনপদ লোহা ইট কংক্রিটের কালো স্তূপ মাটি

ফ্যাকাশে হলদেটে সূর্য বিরাট চাকার মতো ছড়িয়ে রয়েছে
৭০০ কোটি বছরের পরের আকাশে
সমস্ত জ্বালানি পুড়ে শেষ।

বালির সমুদ্রখাতে আমি হাত জোড় করে দাঁড়াই
আমার কপালে এসো, ঝরে পড়ো,
রৌদ্র নয়—সূর্য-পোড়া ছাই!

ওরা ভস্মমুখ। ওরা নির্বাপিত। ওরা
ধূম্রনাসা কাঠ

অনেক পাঁকের নীচে আধপোড়া মাছ হয়ে ওরা
পালিয়ে ঘুরেছে কতক্ষণ।

এক একটি ক্ষণের সঙ্গে এক এক শতক পার হল

এখন আমার কাজ তাদের বিছানাগুলি খোঁড়া
ওদের সযত্নে শুইয়ে গায়ে চাপা দেওয়া
চাদর কম্বল নয়—মাটি

ওরা মা বাবার মতো। ওদের অস্থি'র খোঁজ পেতে
শত শত গোর গর্ত বাঙ্কার ফস্ম-হোল খুঁড়ে খুঁড়ে
তাই এত ক্রোধ কান্না শোক ভস্ম ঘাঁটি।

এই শেষ পায়রা। এই শেষ
শান্তির পতাকা। ঘাড়ে পোঁতা। কিন্তু তার
ছুঁচালো লোহার দণ্ড ঘাড়ে ঢুকে থামে না—এগোয়।
খোঁজে শিরদাঁড়া—ইলেকট্রোড।

পায়। ছোঁয়। গর্ত করে
আর দিন চলে যায় শতলক্ষ বছরের পার

তারপর যারা আসে, তারা দেখে বসে আছে
একটি মনুষ্যমূর্তি, কাঁধে পাখি—
দুজনই অঙ্গার!

নৌকো থেকে বৈঠা পড়ে যায়
জলের তলায়

কালো ছাইরঙা জল একবার ঢেউ দিয়ে অন্ধকার

এখন কোথায় আছে সেই বৈঠাখানি?

দুটো কৌতূহলী মাছ, দু' খণ্ড পাথর, লরুড়, সাইকেল ভাঙা
গোল আংটির পাশে পাঁকে গাঁথা চারানা আট আনা। অন্ধকারে
ওদের চোখ জ্বলে। এই জলে থেকে থেকে
এখন ওরাও কোনো প্রাণী।

হারানো বৈঠার কাছে পৌঁছে দেখি, তার
দুধারে জন্মেছে পাখনা, পিঠে কাঁটা, নাকে খড়্গ, আর
খড়্গের রজ্জুর সঙ্গে বৃহৎ নৌকাটি বেঁধে নিয়ে
বৃষ্টিতে বৃষ্টিতে ঝাপসা জলমগ্ন ভূমণ্ডল পেরিয়ে সে চলেছে আবার!

তুমি কি বিশ্বাসহন্তা? না, তুমি বিশ্বাসী?

তোমার পিছনে ঘুরছে জাঁতা ও আগুনচক্র
তোমার সম্মুখে উড়ছে সোনার পতঙ্গ আর ডানামেলা বাঁশি...

মাঝখানে অশ্বত্থগাছ। মাঝখানে দড়ি আর ফাঁসি।

আমি তো আকাশসত্য গোপন রাখিনি
খুলে দ্যাখো পাখির কঙ্কাল।

নীচের প্রান্তরে উড়ত পাখি ও পাখিনী
অনেক উপরে ঢালু বাটির মতন শূন্য ধ'রে
আমি তার ছায়াচিত্র তুলে রাখতাম।

এ দৃশ্য যে দেখেছিল তার মধ্যে থেকে আজ আর
আলো অব্দি বেরোতে পারে না।
সেখানে দিবস রাত্রি নেই, শুধু জমে থাকা
থলথলে অন্ধকার সময় একতাল।
তার চারিদিকে আজ শেষ হয়ে যাওয়া
জ্যোতিষ্ককোটর ভরা ছাই।

আমি দীর্ঘাকার প্রভা নিয়ে
তার বৃত্তপথ থেকে, ধীরে ধীরে, দূরতম শূন্যে সরে যাই...

জ্বলতে জ্বলতে পাখি পড়ছে

জলে 'ছ্যাঁৎ' আওয়াজে আমার
ঘুম ভাঙে
কোটি কোটি যুগ পরেকার
ঘুম,
যার মাথার ওপরে
হাঁ করা আকাশগর্ত, লৌহমেঘ, আর
তার নিচে, ঘুরতে ঘুরতে, ক্রমশ তলিয়ে যাওয়া পৃথিবীর নিঃশব্দ চিৎকার।

আমার স্বপ্নের পর স্বপ্ন হল আরো বেলা যেতে
আমাকে ধ্বংসের পর ধ্বংসক্ষেত্রে বর্ণনার শেষে
শান্তি নেমে চলে গেল, মৃতদেহ টপকে টপকে, দূর তেপান্তর...
তার, গা থেকে স্ফুলিঙ্গ হয়ে তখনও ঝলক দিচ্ছে
রক্ত আর উল্লাসের ছিটে।
দিগন্তে মেঘের কুণ্ড। থেমে থাকা ঝড়...

আমাকে দৃশ্যের পর দৃশ্যের ওপিঠে
এইমতো এঁকে রাখছেন
এক মুণ্ডহীন চিত্রকর।

সমুদ্র? না প্রাচীন ময়াল? পৃথিবী বেষ্টন করে
শুয়ে আছে।
তার খোলা মুখের বিবরে
অন্ধকার। জলের গর্জন।
ঐ পথে
সমস্ত প্রাণীজগৎ নিজের অজান্তে গিয়ে ঢোকে

তুমি ওই বনের সীমায়
গাছে পিঠ রেখে বসে প্রাণত্যাগ করার মুহূর্তে
চোখ স্থির করছো সেই ময়ালের জ্বলজ্বলে চোখে
এতদিন পর
দেখছো সে আসলে অন্ধ। চোখ দুটো নুড়ির, শুধু
জ্যোৎস্না লেগে ঝকমক করে
দেখছো যে স্রোতের ওই গর্জন আসলে এক
জিভকাটা স্বর
দেখছো, তার মুখের গহ্বর
সীমাহীন কালো—কিন্তু দুটো একটা তারা ভেসে আছে

.....তারাখণ্ড সমুদ্রে পড়েছে

তার আগে আকাশে লম্বা আগুনের ল্যাজ—একপলক

তার আগে ঝলকে সাদা গাছপালা ভূখণ্ড পাহাড়—একপলক

উড়তে উড়তে ফ্রিজ করছে সরীসৃপ পাখি

পৃথিবী ধ্বংসের ঠিক একপলক দেরি

মৃত্যুর আগের স্বপ্নে এই দৃশ্য ফিরে আসে, সেই থেকে, সব পাখিদেরই

[সম্পর্ক: প্রাচীন উল্কা: ডাইনোসর বিলুপ্তি]

উপসংহার

সিদ্ধি, জবাকুসুম সংকাশ
মাথার পিছনে ফেটে পড়ে

দপ্ করে জ্বলে পূর্বাকাশ
রাত্রির মাথায় রক্ত চড়ে

সিদ্ধি, মহাদ্যুতি—তার মুখে
চূর্ণ হয় যশের হাড়মাস

হোমাগ্নিপ্রণীত দুটি হাত
আমাতে সংযুক্ত হয়, বলে:

বল তুই এই জলেস্থলে
কী চাস? কেমনভাবে চাস?

আমি নিরুত্তর থেকে দেখি
সূর্য ফেটে পড়ে পূর্ণ ছাই

ছাই ঘুরতে ঘুরতে পুনঃপুন
এক সূর্য সহস্র জন্মায়

সূর্যে সূর্যে আমি দেখতে পাই
ক্ষণমাত্র লেখনী থামছে না

গণেশ, আমার সামনে বসে
লিপিবদ্ধ করছেন আকাশ

চক্রের পিছনে চক্রাকার
ফুটে উঠছে ব্রহ্মাণ্ডজগৎ

এ দৃশ্যের বিবরণকালে
হে শব্দ, ব্রহ্মের মুখ, আমি

শরীরে আলোর গতি পাই
তোমাকেও এপার ওপার

ভেদ করি, ফুঁড়ে চলে যাই...

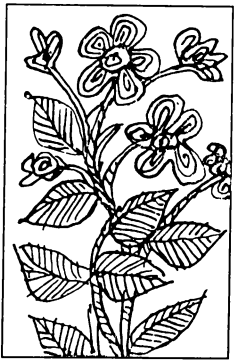

সংযোজন

সূচিপত্র

যক্ষ ২০৫ • লোক নেওয়া হয়ে গেছে ২০৫ • মারণাস্ত্র ২০৬ • সমানবৃত্তি যত লোক ২০৭ • কিন্নর ২০৯ • আস্তানা ২১১ • আদিম ২১১ • ভস্ম ২১১ • মুহূর্ত ২১২ • ছত্রাক ২১২ • জাদু ২১২ • জন্তু ২১৩ • অভিশাপ ২১৩ • পৃথিবী ২১৩ • জঙ্গল ২১৪ • উই ২১৪ • শামুক ২১৪ • জাল ২১৫ • বনসৃজন ২১৫ • আবেদন ২১৬ • আজি এ বসন্তে ২১৭ • ভোর ২১৭ • উৎসর্গ ২১৮ • উপাসক ২১৯ • যমজ ২১৯ • কবি ও কবিতা ২২০ • মধুবন ২২১ • ফুটকড়াই ২২২ • সীমান্তে সরল সত্যে ২২৫ • লেখা ২২৫ • মধুযামিনী রে ২২৬ • জনসাধারণবাটী ২২৭ • একটি কবিতা ২২৭ • সারাক্ষণ ময়ূর ২২৮ • বিষ ২২৮ • ন্যাড়াপোড়া ২২৯ • দ্বিতীয় দর্শক ২২৯ • সূর্যোদয় ২৩০ • প্রাণ ২৩০ • একটি কবিতা ২৩১ • সকালবেলা ২৩১ • এক আঁজলা ভালো ২৩২ • ওড়িশাপুকুর ২৩২ • পরদেশি ২৩৩ • বান ২৩৪ • কাঁচ ২৩৪ • ছুটি ২৩৫ • প্রেমে পড়া মেয়ে ২৩৫ • পদ্ম ও শালুক ২৩৬ • বৃষ্টি ও সকাল ২৩৬ • মেয়েটির কথা ২৩৭ • উৎসর্গ ২৩৭ • আবার রোদ্দুর ২৩৮ • কুঠার ২৪৩ • কাহিনীকার ২৪৪ • হে সম্পর্ক ২৪৫ • স্বপ্নে ২৪৬ • আগুন বিষয়ে আরেকটি ২৪৭ • দুপুর ২৪৮ • ছাইবালিকা ২৪৮ • স্বাধীনতা দিবস ২৪৯ • এই একটা দুপুর ২৫০ • অবসরের গান: জীবনানন্দকে ২৫১ • দোল উৎসব ২৫২ • রং করো ২৫৩ • কবি আর আলাদিন ২৫৫ • চড়ুইয়ের বাড়িতে ২৫৭ • যথেষ্ট কবিতা ২৫৭ • কীর্তি ২৫৮ • প্রেমিকের জন্যে আর অপেক্ষা কোরো না ২৫৮ • হাসাপাতালের গাছ ২৫৯ • আমরা দুজন একটি গাঁয়ে থাকি ২৫৯

যক্ষ

জল সরে সরে গিয়ে মাথা তোলে বিমর্ষ পাথর।
এক দুই তিন চার একে একে দশটা করোটি;
ভোরের আলোয় অল্প দেখা যায় মাথার উপর
ছত্রাক, চুলের মতো লেগে আছে; তীরে এসে দাঁড়াল যক্ষটি।

হাওয়ায় পাৎলুন ওড়ে; সে ভাবে জলের মধ্যে পুরোনো সঙ্গীরা
আজো কি ঘুমোচ্ছে সতি? 'যদি ডাকি ওরা কি এখনো
আমাকে চিনতে পারবে?'—পাকানো দড়ির মতো শিরা
কেঁপে কেঁপে ওঠে তার। বন থেকে দমকা হাওয়া এসে ঘন ঘন

ঝাপটা মেরে চলে যায়। দশজন করোটি শুধু। বাকি দেহ ঢাকা।
মাথায় অদ্ভুত ছিদ্র প্রত্যেকের। জলে অর্ধ জাগ্রত কপাল
ধুয়ে দিয়ে যাচ্ছে স্রোত। ভেসে আসছে পাখিদের ছিন্ন, মরা ছাল।
'তোমার কি উচিত নয় যেখানে আঘাত, গিয়ে সেখানে একবার
হাত রাখা?'

ডোরাকাটা জামাটিকে তীরে খুলে রাখল যক্ষটি।
এ-নদীর মধ্যে পড়ে ডুবে গেছে এক দিন ওদের হারপুন—
বাতাস সামান্য হাতে আজ যেন মুছে নেবে সেই ক্ষয়ক্ষতি,
জল এসে লাগছে পায়ে। ভিজে যাচ্ছে ডোরাকাটা জেলের পাৎলুন।

অভিমান, মার্চ ১৯৮২

লোক নেওয়া হয়ে গেছে

['বৎস, এই জল আমার অধিকারে আছে। আগে আমার প্রশ্নের উত্তর দাও, তারপর পান করো।' নকুলকে বকরূপী যক্ষ। বনপর্ব। মহাভারত।]

জলের ধারে অপেক্ষা করছি
কখন আসবে? প্রশ্ন করব, বলতে পারবে না

কখন আসবে? একের পিঠে দুই
দুইয়ের পিঠে তিনের পিঠে চার

গড়িয়ে পড়বে বীরত্ব সব, ঢনঢনাবে তূণ

জল নেই। খাবার?

পা দুখানা ডাঙার ওপর, মাথাটা প্রায় জলে
সাদা ও নীল শার্ট-ট্রাউজার, উল্টে যাওয়া চোখ

কারো শরীর উপুড় হয়ে, গর্ত গর্ত পিঠ
কাদার মধ্যে ছড়িয়ে আছে ডিগ্রি, মার্কশিট

জলের ধারে, অপেক্ষা করছি
কখন আসবে পাঁচ নম্বর
টুঁ শব্দটি করার আগেই
ঠুকরে ফেলব জলে

মাথার রক্তে সমস্ত জল ঘোলা
ঘোলা অন্ধকার

ঠুকরে ফেলব, উপড়ে ফেলব, যাতে
সুযোগ না-পায় উত্তর দেবার!

সানন্দা, অগাস্ট ১৯৯৭

মারণাস্ত্র

মারণাস্ত্র লাল সাদা, মারণাস্ত্র শঙ্কুমুখ চূড়া
এই অস্ত্রবনে আমি একা একা মুগ্ধপ্রাণে ভ্রমি
যে-ছেলে অপরিণত তার দুধে মেশাও ধুতুরা
আমি পরিষ্কার করবো তার দাস্ত, তার রক্তবমি

লাল সাদা মারণাস্ত্র, পরম অণুর মধ্যে কবে পাবে ছাড়া
তুমি হে নির্গুণ ব্রহ্ম!—দরজা খোলো, দরজা খোলো, ও মা—
ছুটে পথ পেরিয়েছি, পিছনে বুটের শব্দ, তাড়া
আমি ভালো আছি মাগো ভালো আছি শুধু এই ডানহাতটা
খেলো হাতবোমা

মারণাস্ত্র সাদা লাল, মারণাস্ত্র চোরা হাতে হঠাৎ চমকে ওঠা ক্ষুর
গলার নলীটা ফাঁক, মুখ ঘসছে ভেজা কালো পিচে
বাতাসে, কলেজ-মেসে, পরগনায় বেজে বেজে ওঠে অশ্বখুর
ডালের উপরে কেউ বসেছে, ট্রিগারে হাত, কেউ বসে ঢিবিটার নীচে

আমি বারান্দায় আছি, তুমি আছো ও বাড়ির ছাতে
কিছু এসে গেছে, বলো, কোথায় কে মরলো বা মরলো না?
রাত্তিরে আগুন রোজ, রোজ চ্যাঁচামেচি কান্না, তুমি কেন
মাথা দেবে তাতে?
চুপচাপ ঘুমোও, আর কী হচ্ছে কি, আলো জ্বালিও না

মারণাস্ত্র লাল সাদা, মারণাস্ত্র শঙ্কুমুখ চূড়া

মা কখনো একা একা খেতে পারে? তোরা আর বাড়িতে ফিরবি না!
ফিরবে শিগগির, তবে যে সব ছেলেরা আছে পাহাড়ে জঙ্গলে ট্রেঞ্চে,
খাদের পিছনে
শোন মারণাস্ত্র, তুই তাদের নিঃশ্বাসে, দুধে, এককোঁটা ধুতুরাও
মেশাতে পারবি না।

অভিমান, মার্চ ১৯৮২

সমানবৃত্তির যত লোক

[ধৃতরাষ্ট্র বললেন, পুত্র, যুধিষ্ঠির তোমার প্রতি বিদ্বেষ করে না, তার যেমন অর্থবল ও মিত্রবল আছে তোমারও তেমন আছে। ভ্রাতার সম্পত্তি কেন হরণ করতে ইচ্ছা কর?...অধর্ম থেকে নিবৃত্ত হও। দুর্যোধন বললেন,...মহারাজ, জয়লাভই ক্ষত্রিয়ের বৃত্তি, ধর্মাধর্ম বিচারের প্রয়োজন নেই। অমুক শত্রু অমুক মিত্র, এরূপ কোনও লেখ্য প্রমাণ নাই।...জাতি অনুসারে কেউ শত্রু হয় না, বৃত্তি সমান হলেই শত্রুতা হয়।

ধৃতরাষ্ট্র-শকুনি-দুর্যোধন সংবাদ। সভাপর্ব। মহাভারত]

ছোট থেকে একসঙ্গে বড় হয়ে উঠে
ওদের সমৃদ্ধি দেখে আজ আমি জ্বলে পুড়ে মরি!
হে ঈর্ষা, রাস্তায় তুমি পড়েছিলে নামহীন পেরেক—
সস্নেহে তোমাকে বুকে বিঁধিয়ে আদরযত্ন করি।

খচখচ নড়ে তুমি কেবলই জানান দিয়ে চলো;
সত্যবাদী কেন লোকে বলবে শুধু যুধিষ্ঠিরকেই?
বীর বলতে কেন শুধু অর্জুনকে বোঝাবে? কেন, আর কি কেউ নেই?
ভীম কেন মহাবলী! আরো কত রথী রয়েছেন
নৃপতি আছেন কত! ময়দানব কেন শুধু বানাবে ওদেরই রাজগৃহ?
স্ফটিককে জল বলে মনে হবে, জলকে স্ফটিক?

পিতা তো দেখেন না চোখে, তিনি বোঝাচ্ছেন:
মহৎ ঐশ্বর্য আর রাজছত্র তোমাকে দিয়েছি
তোমার ভ্রাতারা আর বন্ধুরা তোমার
অহিত করেন না, তুমি উত্তম বসন পরছ, সমাংস অন্নও
খাচ্ছ...মনোরমা নারী, বাসগৃহ, বিহারস্থানও রয়েছে তোমার
তবে তুমি দীনের ন্যায় শোক করছ কেন?

পিতা কী বুঝবেন! তিনি বালকের মতো ভোলাচ্ছেন
দর্বি তিনি, বোঝেন না সুপের আস্বাদ
শত্রুরা সমৃদ্ধ হবে আর আমরা হীন হয়ে যাবো?
সন্তাপের কারণ যে হয়, শত্রু সে-ই!
ধর্ম বলে কিছু নেই, তা কেবল কৌশল স্থাপন
সত্য শুধু দ্যূতক্রীড়া, দানের বিপক্ষে ফেলা দান
যে যত নিখুঁতভাবে প্রমাণ হাজির করতে পারে
নিজেকে ওঠাতে পারে যে কোনও ছল প্রয়োগ করে
সে-ই ঠিক।
জয়লক্ষ্মী এসে তার হাত চেপে ধরে

হে ঈর্ষা, তোমাকে আমি সেই কারণেই
বৃহতের ধর্ম বলে লোকমুখে প্রচার করেছি
জ্ঞাতি বলে কিছু হয় না—আত্মীয়ের বেশি
যে আছে, সে প্রতিহিংসা! দাঁত দাঁত আছে রেষারেষি...
চোখ খুলে তাকাও, দেখবে পাশের বেঞ্চিতে আর সহপাঠী নেই
পাশের চেয়ারে নেই সহকর্মী, সহ অভিনেতা, সহ খেলোয়াড়, সতীর্থ গায়ক
শুধু প্রতিযোগী আছে—পাশাপাশি বসে থাকা কিলার ইনসটিঙকট আছে
আছে প্রতিবেশীদের শত্রু প্রতিবেশী।
নিজের যা জোটে, তাতে দিন চলে যাচ্ছে তো আমার
একথা যে ভেবে যায় তার চেয়ে মূর্খ আর নেই
যতক্ষণ ওর চেয়ে, তার চেয়ে, তারও চেয়ে বেশি
না পাচ্ছো মুঠোয়, জেনো,
ততক্ষণ দৌড়ে যেতে হবে...
হে ঈর্ষা, দৌড়ের শক্তি, তুমি তো আমাকে
ধারণ করেছ আর চালনা করেছ বাঁকে বাঁকে
সন্দেহ আমার অস্ত্র, অবিশ্বাস শেষ কথা তাই—
যে আমার সামনে পড়বে—সমান বৃত্তির যত লোক
ভাই হোক, বন্ধু হোক, আমি তাকে রাস্তা থেকে ছুড়ে ফেলতে চাই!

সানন্দা পার্বণী, বার্ষিক সংখ্যা ১৯৯৭

কিন্নর

হঠাৎ লোহার রথ মেঘ থেকে ছুঁড়ে দিল আমাকে মাটিতে
ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে চারিদিকে শরীরের সমস্ত শিকল
ক্বচিৎ দু-এক পশলা ঝড় বাদল আসে আর ছেঁড়াকাটা শরীর ভিজিয়ে
দিতে দিতে
মুখ ঘুরিয়ে চলে যায়। পাশে মরা কুণ্ড থেকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে
ওঠে জল।

আমার শরীরে নেই স্ত্রী-পুরুষ কোনো লিঙ্গনাম
আকাশের গায়ে শুধু অজস্র জোনাকপাতা জ্বলে
ওরা এ-শরীরে এসে একদিন কিছুক্ষণ জ্বলেছিল বলে
মেঘের ভিতর থেকে কখনো আমিও গান শোনাতে পারতাম।

লাফিয়ে বেড়াচ্ছে পোকা, ঝিঁঝিঁ ডাকছে কাঁটাবাবলায়, বঁইচিতে
খিড়কি-দুয়োরের কাছে মা মনসা এসে দাঁড়ালেন, তাঁর পিছনে ধোপানি
চেলারা পায়ের নীচে ঘুরছে তাঁর, কেউ বা জড়িয়ে আছে
বেড়ার কঞ্চিতে:
'ভিতরে কে গোমরায়? চাষীবউ? যা তোরা থামিয়ে আয়
এক ছোবলে বউটার ফোঁপানি!

ওঝারা পারবে না, আর স্বাস্থ্যকেন্দ্রেও নেই যথেষ্ট সিরাম
'সাপে যদি না খায় তো খিদেই তোদের খাবে হয় এ-বর্ষায়, নয় শীতে
তোরা যে কী! এতদিনে নামধুন শিখলি না—যেন রক্ষা করেন শ্রীরাম।'
দূর থেকে হইল গোটায় কেউ। নাড়িভুঁড়ি উল্টে আসে
বাঁকানো বঁড়শিতে।

নাকি এ বাংলাই নয়? জঙ্গলে তাড়াচ্ছে হাতি বুনো পাহাড়ীরা
দল বেঁধে।
এ সালে আবার তুই ঝড় দিয়ে ভাঙ্গিস না ঘর, হেই বাপ, হেই
বোঙ্গা বুরু!'
ঝড় কি চাইবি না? গায়ে এখনও বেতের দাগ বসেনি কি?
চামড়া এত পুরু?
ফাটা মাদলের ছাল চিবোবি রাত্তিরে আর দিনমানে পায়ে
পড়বি কেঁদে?

আমাকে লোহার রথ মেঘ থেকে ছুঁড়ে দিল মাটিতে হঠাৎ
এতদিন যে-শিকল আটকে ছিল শরীরের সমস্ত গ্রন্থিতে
আজ তা ছড়িয়ে গেছে চারপাশে। তার উপর উবু হয়ে বসে পড়ল রাত

কতদিন বৃষ্টি হয়নি। টুটাফাটা জমি। বলো, এ-জমিতে
মেদ-মজ্জা-রস ঢেলে দিতে

আমারও তো ইচ্ছে হয়! এই আবেদনশূন্য, এই ছেঁড়াফাটা
দেহেরও তো
মাঝে মাঝে মনে হয় মেয়েটাকে কোলে নিই, ছেলেটার পা থেকে
মুছিয়ে দিই কাদা
হাত ধরে মেলায় গিয়ে কিনে দি পাঁপর আর গ্যাসবেলুন উড়ে যাক
লাল-নীল-কালো-হলদে-সাদা
বাড়িতে ওদের মা জানলায় দাঁড়িয়ে থাক, দেরি করলে রেগে যাক
বাচ্চাদের মতো!

কিন্তু এর কিছুই ঘটবে না। শুধু আকাশে জোনাকপাতা জ্বলে যাবে;
চিরকাল ছাই
পড়বে এ-শরীরে এসে—কখনো ছিল না যার স্ত্রী-পুরুষ কোনো
লিঙ্গনাম।
যে এখনো বলে আমি মেঘের দেবতাদের একদিন গান শুনিয়ে
মুগ্ধ করতাম।
সে আজ বলুক—'আমি পেশি রক্ত মজ্জা সব নিংড়ে নিয়ে একবার
ছিটকে উঠতে চাই

রাত্রি হাওয়ায়—' দেখো আকাশে জ্বলন্ত সব জোনাকপাতার
মধ্যে তবে
শরীর সংগতি পাবে ওর। আর, যত ছেলে হৃদপিণ্ডে, ফুসফুসে
গরম বুলেট
ভরে নিয়ে শুয়েছিল ড্রেনে আর জেলখানায়—যত মেয়ে ক্ষতভরা
ছেঁড়া তলপেট
নিয়ে পড়ে ছিল মাঠে—তারা সব, সব এই কিন্নরের কণ্ঠ ছেঁড়া স্তবে

একে একে উঠে বসবে। দেখবে মিলিয়ে গেছে শরীরের যত কাটাছেঁড়া।
এবং কিন্নর—তার দেহ ততক্ষণে জল, ততক্ষণে আলো, অম্লজান—
বাতাসে বাতাসবিন্দু হয়ে গিয়ে ভেসে আছে—আর তাকে
এত সব নারীপুরুষেরা
নিশ্বাসে গ্রহণ করছে, গ্রহণ করছে শুক্রে, কারো বেড়া দেওয়া ঘরে
কেঁদে উঠছে নতুন সন্তান।

অভিমান, মার্চ ১৯৮২

আস্তানা

ফের উড়ে এলো ডাইনি নীল রঙ ডানায় জ্বালিয়ে
যদি ভালোবাসো তোমরা, নাম দাও শ্যামল তমাল।
আমি ওর মধ্যে নেই। এত দিন পালিয়ে পালিয়ে

নিজের খুলির মধ্যে অবশেষে পেয়েছি আস্তানা;
ঘিলুরা ফিসফিস করে, কোষগুলি ধীরে ধীরে সংহত মশাল...
ঐ উড়ে এলো ডাইনি, যাও—গিয়ে শুরু করো ফের তাস টানা!

আদিম

সমুদ্র ফিরিয়ে দিলো অতিকায় প্রাণীর কঙ্কাল।
একেবারে জ্যান্ত, নড়ছে! কাঁটা কাঁটা ল্যাজ আর পিঠ।
ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াতেই বালি রাত্রিতেও তেতে উঠল লাল,

অনেক তলার থেকে ভাপ উঠছে—দুলে দুলে অত বড় জীব
হাঁটতে শুরু করল আর খসে গেল লম্বা লম্বা গলা, খুলে এলো শরীরের গিঁট
একদম শেষে দেখি আমার সামনেই সাপ! সাপ আর ফল হাতে ইভ।

ভস্ম

ফিরে এসো ভস্মগুলি আমাদের। আজ ওর চিতা
আবার জ্বলতে চাইছে অন্তরীক্ষে। ভোরের অরুণা
আড়াল করেছে তাকে। আমি জানি পুরুষবর্জিতা

যুবতীটি গতরাত্রে শরীরের প্রতিটি প্রত্যঙ্গ খুলে খুলে
ছড়ালো আকাশপথে। আজ তারা শিখা হচ্ছে; টানা চোখ,
চিবুক সরু না?
ফিরে এসো ভস্মদল—মিনু মাসি একা একা বসে আছে স্কুলে।

মুহূর্ত

মেয়েটিকে ডেকে এনে মুহূর্তের শরীরে ছোঁয়াই
সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ ফুলকির ঝাঁক উড়ে যাচ্ছে; শেষে
মেয়েটি যেখানে ছিল সেইখানে নরম খোয়াই

চলে গেছে কিছুদূর, জ্যোৎস্নাও পড়েছে ঝোপে, ফণিমনসায়—
মাথার উপরে জ্বলছে হাজার সাপের ফণা, হঠাৎ আশ্লেষে
তাদের একটি এসে চুম্বনের ছল করে আমাকে দংশায়!

ছত্রাক

মাটির ভেতরে এই সুড়ঙ্গের মধ্যে এসে থাকো।
গায়ে শ্যাওলা হয়ে যাবে, ধীরে ধীরে কয়েকটি কুশ
দেহ থেকে টেনে নেবে রস; আর, নরম ছত্রাকও

কথা বলবে কানে কানে। ততদিন সমস্ত প্রসূন
মগজের মধ্যে রাখো যতদিন না তিনলক্ষ একুশ
খ্রিস্টাব্দ এসে বলে 'হে ছত্রাক, আমাদের হৃদয়ে বসুন।

জাদু

হাত বাড়িয়ে তুলে আনি যা যা আছে কালো, অপুষ্পিত—
মরা কেউটের চোখ, বিষদাঁত, জাদুর শেকড়
রাত্রি হলে বলে ওরা 'আমাদের আদরে পুষবি তো

তোর এই গর্তের নীচে? তবে ঐদিকে দেখ, অধীর হ'বি না'—
আমি দেখি ঝাঁকে ঝাঁকে ছোট প্লেন, তেজস্ক্রিয় ছাই উড়ছে দু'লক্ষ একর
জমির উপরে, নীচে পড়ে আছে মরা পাখি, ছিন্নভিন্ন মানুষ ও বীণা।

জন্তু

দেখা যায় না, এমন এক জন্তুর পিছনে যাই। চোখের কনক-
দ্যুতি জ্বলে ঝোপঝাড়ে। পাতায় মশ্ মশ্ শব্দ, তাড়া করি ফের
ঘাসের কাদায় শুধু পাওয়া যায় ভারী থাবা, বসে যাওয়া নখ—

অবশেষ একদিন, জ্যোৎস্নায়, জঙ্গলের প্রায় শেষদিকে
আবছা মতো তাকে দেখে ঝাঁপ দিয়ে পড়তেই দু হাতের
ফাঁক দিয়ে উড়ে যেতে দেখলাম, জন্তু নয়, আমার বন্ধুর সেজদিকে...

অভিশাপ

ভাঙ্গা সিঁড়ি, দরজা নেই, দেবতার পুরোনো দেউল।
লতিয়ে উঠেছে গাছ, কাঁটাঝোপ, মাঝখানে স্থানু
হয়ে আছে ভাঙ্গা শিলা। চারিদিকে লুকিয়ে কে উল

বুনে দিয়ে গেছে, যেন। জ্যোৎস্না ভেবে ছুঁতে গেছি, হঠাৎই সৌর
তাপ এসে তুলে নিল আমাকে মুঠোয় আর পলকে উল্কাণু
হয়েছে আমার দেহ! শূন্যে ছুটবার আগে শুনলাম 'যা তুই, দৌড়ো...'

পৃথিবী

রাত্রে এনে জড়ো করে কালো মুক্তা, নরম বাঘিনী,
শ্বেত ভল্লুকের চামড়া, ময়ূরের চক্ষু ও পেখম
আমি, তাও ঘুমিয়েছি, সারারাত্রি যেহেতু জাগিনি

তাই ভোরে উঠে বলি 'সত্যি, তুমি পারো খুব যা হোক!
ওর দুই চোখ থেকে ধোঁয়া ওঠে: ও কে আসছে? কালো, কুব্জা,
চোখে দেখে কম।
ও-ই তো পৃথিবী। ওকে বলো আরও কালো হোক, আরো কুব্জা
হোক।

জঙ্গল

থমথম করছে রাত্রি; পরিত্যক্ত বাড়ি, তার ভাঙ্গা দেয়ালের
সমুখে মড়ক লাগা খাঁ খাঁ মাঠ পড়ে আছে এখনো অমনই
একা একা: 'তোর ছেঁড়া শাড়িটাকে খুলে নিয়ে পেতে দে আলের

তলায়। নে, শুয়ে পড়। চেঁচালে আসবে না কেউ। যা বলি তাই শোন।'
হঠাৎ জঙ্গল জেগে উঠেছে দুধারে আর মুছে গেছে মুহূর্তে রমণী
থমথমে জ্যোৎস্নার নীচে দাঁড়িয়ে ক্রুদ্ধ শিং বাঁকানো বাইসন...

উই

জলের কিনারে তার মৃত শরীরে রেখা, ত্বক
স্পষ্ট হয়ে উঠল আর দুই চোখে জ্বলন্ত আঙুর।
আমি তার একটিকে শুষে নিই, বলি 'কোষো, টক!'

চোখের কোটর থেকে উড়ে এসে একটি চড়ুই
পায়ের নিকটে বসে। দেহ স্থির হয়ে যায়; শিরশির হঠাৎ জানুর
নীচে, দেখি সারাদেহ ভরে ওঠে উইপোকা, শুধু তার উই...

শামুক

সুড়ঙ্গের তলা থেকে জেগে আছে দুটি সূক্ষ্ম শুঁড়
জলে ও আকাশপথে ছুটে যায় তীব্র, প্রপেলার
প্রথমে ভিজছিলো চুপ করে, আর এইবার তীরবেগে ছুটছে
বিভিন্ন পশুর

দল, তাণ্ডবের মধ্য দিয়ে। রোসো, আগে এইসব ঝড়-জল থামুক।
কিন্তু তখনো তো থাকবে ভয় পাওয়া কনভয়? থাকবে ঘড়ঘড় শব্দ
ট্যাংকের চাকার?
তার চেয়ে গর্তের মধ্যে আরো নীচে নেমে যাও বিমর্ষ শামুক।

'আস্তানা' থেকে 'শামুক' অভিমান, ১৯৭৯

জাল

মেঘের পিছন থেকে হানো জাল! পুরাতন থালা
আবার চমক দাও পিতলে, কাঁসায়। আমি ভালো
উড়তে পারি না তবু মা আমাকে শিকার শেখালো—
কাপড়, বাড়ির ছাদে; দূরে কালো কালো গাছপালা,
হাওয়ায় রাক্ষুসে ছাতা ফুলে উঠেছে রঙিন সি-বিচে
টলমলে বাতাসনৌকা, মা এখনো ডানার ঝাপটায়
সামলে নেয়: 'সাবধান, দেহটা পুরো ছেড়ে দে হাওয়ায়
ওই দ্যাখ্, জলের পাশে লম্বা কেঁচো, কিলবিলে বিছে

পারি না খাবার ধরতে, জোর পাই না দুর্বল ডানায়।
আমাকে বাসায় রেখে মা এখনো বেরোয় শিকারে—
টেনে ছিঁড়ে ফেলি চামড়া। বলো, এই রুগ্ন বিছানায়
আর কতদিন থাকব? আমিও কি হানব না জাল?
আজকেও ফিরেছে, কিন্তু কী হবে তখন অন্ধকারে
সহকর্মিণীরা যদি মাকে বয়ে নিয়ে আসে কাল?

শারদীয় যুগান্তর, ১৩৯১

বনসৃজন

অন্ধকার জলের কাছে মৃত্যুদিন খণ্ডকাজ অন্ধ ওই
জলের ভার পাথর এক মেঘের রূপ রূপের
কালো দুখানি পাত সরিয়ে দিয়ে মধ্যে পাওয়া নতুন
দ্বীপ, বসবাসের

কিন্তু তাও স্বল্পকাল, কল্পদ্বীপ সত্য মুখ
ধারণ করে সামনে আসা, চমৎকার অপূর্ব, সেসব
স্বাদ, ভোলার নয়, কিন্তু তাও ভেসে পড়ার
আগেই রাশ আটকানো, সময় ঠিক রেখেই পাশে
সরে যাওয়ার ক্ষিপ্রতা।

এ সবই সেই মৃত্যুদিন, খণ্ডকাজ, চোখ ভরেই
দেখা আবার হাত উজাড় গ্রহণ, দান

তাও কেমন স্বপ্ন, কত মেঘ উড়াল, বন
সৃজন, আঃ, তোমার, তোর, তোদের, মোচড়
মেঘ আঙুল, ঠিক দিক দেখার, পথ পাতার
শেষ কথা

স্বাধীন বাংলা, মে, ১৯৯৫

আবেদন

ক্রোধী এই বৈশ্বানর হা হা চমৎকার হুতাশন
এই নরজন্ম নিয়ে সক্কলকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে
খাক করে যাচ্ছ, আহা কী ফুর্তিতে হাড়মাস কালি হয়ে গেল
'গেল গেল গেল ওকে ধর তোর ধর' চারদিকে
লোকজন জড়ো হয়ে গেছে কিন্তু ওই অগ্নিতাল,
দড়িদড়া ফেলে টেনেটুনে
জল থেকে ডাঙায় তোলা অত সস্তা নয়, দীঘি পুষ্করিণী পাড় ঘিরে ঘিরে
কতশত শিল্পপ্রাণ কোলাহল করে:
তুমি তো নিজের ভাগ্য বেছে নিয়েছিলে, বাপ
এখন আর চেঁচিয়ে কী হবে? তবে জয় দুর্গা বলে
যাবে তো মায়ের ভোগে যাও...

কে গাছ কী গাছে উঠে ফল পেড়ে দেব কাকে নীচে এসো
গ্রামবাসীগণ
বাসী মাংস খাওয়া ভালো, অংশ যদি পেতে চাও এসো ছোট বড় চিকিৎসক
চণ্ডশোক দিয়ে দ্যাখো কী ভাবে কী করে আমি বিদ্যুৎ হজম করে ফেলে
উগরে তুলি স্বর্ণবল, অগ্নিডিম পাড়ি, আজ
যেখানে যতেক আছো সহৃদয় জনসাধারণ
মনে করে রেখো আমি হা হা হুতাশন
চমৎকার চমৎকার জ্বালিয়ে গেলাম এই বেশ্যানরপতি হাড়মাস
কালি করে গেল, কাব্য কলঙ্কিত করে সকলের
আনন্দ বিধানে, না না, আমোদ বিধানে, শুধু দু বেলা-চার বেলা
নিজের খাবার কিনতে গিয়ে—তোমরা, দেশবাসী
যেন ওকে কোনোদিন ভুলোনো ভুলেও, একটা শোকসভা আয়োজন
কোরো গো অনন্ত
ইতি

দস্তখত, শিলমোহর/কবিমুখ্য কর্তৃক প্রচারিত এই আবেদন
এতদ্বারা এখানেই সমাপ্ত হইল, তাং ৭.৯. ৮৪, সময়-বেলা
১২টা ১০ মিনিট, ৫৭ সেকেন্ড, নমস্কার

কবিতাদর্পণ, অক্টোবর, ১৯৮৪

আজি এ বসন্তে

বানর ছিলাম।
সর্ব গাছে গাছে লম্ফে চড়িতাম কী অবলীলায়
বসন্তে
বসন্তকালে কত স্নেহভরে ভাই পুষ্প 'পরে বুলাইতাম ল্যাজ
স্বীয় ল্যাজখানি! তবু কী নিমিত্ত ধোঁকা দিল হে আমারে
ভগবন উলট বুঝলি রাম!
তোমার সেবক আমি, দেখি বাপা একবার তোর মুখখানি।
তুলারাম, খেলারাম, আজি এ বসন্তে আমি
গেলাম গেলাম
কিন্তু কাঁহা যাবো ভাই?
কাজে গেলে ডর লাগে, সাঁঝে গেলে ডর, ডরো মৎ!
এক পা পিছনে রাখো ভূতের মাথায়—আর
অন্য পায়ে এক লম্ফে চড়ো ভবিষ্যৎ!

এষণা, জানুয়ারি, ১৯৮৭

ভোর

ঘুমোনোর পথগুলি খুলে গেছে জলের তলায়
শরীর, কাঠের ভেলা, ভাসিয়ে ভাসিয়ে এসে গিয়েছি যেখানে
গুল্মেরা জীবিত সব। ওরা লম্বা শুঁড়গুলি বাড়িয়ে আমার
মুখের প্রতিটি ক্ষেতে ঢেলে দেয় ঘন রস। ক্ষতগুলো জ্বলে না অথচ
দেহের ভিতরে যত রাত্রিকণা আছে তারা কোষ আর রোমকূপ দিয়ে
টানা ফোয়ারার মতো জল ভেদ করে উঠে যায়...
বাইরে যেসব রাত্রি বাগানে, বাড়ির ছাদে, অন্ধকার আকাশে বা

পাহাড়ের গায়ে
শুতে এসেছিল তারা বুদ্‌বুদ উড়ন্ত দেখে আকাশে গেলাস পেতে দিয়ে
ধরে নেয় প্রস্রবণ, পান করে চলে আর পেয়ে যায় সাঁতার পাখনাও—
এখন তো আসবেই তারা জলতল ভেদ করে, এবং তারা তো
জীবিত গুল্মের রস শুষে খেতে থাকবেই!
অথচ পাশে যে একটি নিষ্পন্দ শরীর
একা একা পড়ে আছে তার দিকে ফিরেও দেখবে না!

সে শুধু কাঠের ভেলা জড়াবে দুহাতে।
সে শুধু স্রোতের মতো প্রতিটি শিরার মুখ দিয়ে
আঙ্গুর পচানো এক তরল উগরে দেবে সারারাত। যাতে করে অন্তত একবার
নদীজল রাঙা হয় অন্তত একবার যেন লাল মদ উচ্ছ্বসিত হয়ে
আকাশের সারামুখে লেগে যায়—আর সেই ভৈরবী আভায়
একবার অন্তত যেন ভুল করে ডেকে ওঠে মোরগ কোথাও!

প্রতিবিম্ব বইমেলা, ১৯৮১

উৎসর্গ

বৃষ্টি ধ'রে আসে, আলো পড়েছে আকাশভরা জলে
ঘুমাও যে তরুবর, ঘুম থেকে অচেতন পাতা ফেলে যাও, রাশি রাশি
আমি তাই তুলে নিতে আসি হে বৈকালবেলা নিয়ে যাই পত্রনিবেদন

বৃষ্টি ধ'রে আসে, ওরে আয় সব ত্বরা ক'রে ছোটো ভাইবোন
এ বনে দিন দুপুরে জোনাক এসেছে ওর দুচোখে আকাশভরা জল
কে বা ভেসে যাবি কে রে ডুবে যাবি সব ছেড়ে আগে ভাগে বলে বলে দে এখন

চোখ চলে, অন্ধকার আলো বৃষ্টি পার হয়ে চলে যায় বর্ষদিনক্ষণ
ঘরে চলে নেই নেই, পথে চলে লাঠিসোঁটা হাতে নিয়ে আত্মীয়স্বজন

যাক, যা হবার হল, তবু তো এমন আলো ভুলিনি আকাশভরা জল
তাই তো এ পংক্তিটিকে, পাঠাচ্ছি তোমার দিকে—
তুমি পড়ে দেখবে কি এখন?

শারদীয়া সীমান্ত, ১৯৮৬

উপাসক

এভাবে কতদিন কাটাবে তুমি আর? সহ্য করবারও সীমা আছে
স্বপ্নে ভেসে ওঠে মৃত্যুদেবতারা, ঘুমেও ভেসে আসে গভীর ভয়
দ্যাখো যে তুমি সেই বিশাল মাঠে একা, তোমারই শব দোলে গাছে গাছে
মাঠের একদিকে খুলির মতো চাঁদ, বাতাসে কথা বলে অশরীরী
কোথায় শুয়ে আছো? পায়ের কাছে জল। ওদিকে ডুবে গেছে ভাঙা সিঁড়ি

অথচ একদিন তোমারও খড়্গকে জাগিয়ে তুলেছিল যক্ষিণী
আগুনে রাঙা মেঘ তোমার শরীরেও কখনো ঢেলেছিল তীব্র জ্বর
মাত্র একরাত যুবক ছিলে তুমি, পরের রাতে থেকে অশীতিপর।

কীভাবে পথে পথে ঘুরেছে সারারাত, কীভাবে কাঁটাগাছে ঘষেছ দেহ
কীভাবে ক্ষতমুখে ঢেলেছ কাদাপাঁক, ফুলের থেকে শুষে নিয়েছ কীট
সে কথা মনে আছে? আজ তো সব শেষ। জলের পাশে আজ কোন দেহ?
জানো না কতদিন কাদায় শুয়ে আছে—দেখেছে বর্ষাকে, দেখেছে শীত

তবু সে-জ্বরবেগ নেভেনি এতটুকু। এখনো শৃঙ্গার ছন্দে ও
শরীর তুলে নিয়ে দাঁড়াবে উঠে আর বাতাস ছুটে যাবে দক্ষিণে
তোমাকে না-পেলেও তোমার শবগুলি নামিয়ে আনবে ও গাছ থেকে
রাত্রি ভরে ওর সাধনা শুরু হবে, পাহারা দেবে ওকে গভীর ভয়

কী ভয়, তুমি জানো। তাকে তো পেয়েছিলে মৃত্যুদেবতার কাছ থেকে
ভয়ের পরে আছে অশুভ স্বপ্নেরা, স্বপ্নে মিশে আছে সন্দেহ
সকলে জানে তুমি শবের উপাসক, জীবন সরে যায় হাত থেকে
নিজেকে ভাবো প্রেত।
জানো না তোমারও কি রক্তমাংসের শরীর নয়?

প্রতিক্ষণ, ২ এপ্রিল ১৯৮৪

যমজ

আমার যমজ মুখ আমি একা বালির তলায় খুঁজে নিতে পেরেছি সেদিন। শুয়ে থাকা নরকপালের গায়ে জ্যোৎস্নার ঝকঝকে ছুরিকা প্রতিহত হয়ে গিয়ে পড়ে আছে সমুদ্রের পাশের পাথরে। আমার যমজ, তুই বল, আমরা কত মুহূর্তের

ছোটো-বড়ো? এখানে সমুদ্র আছে, এখানে শুকনো ও ভেজা বালি স্তূপ সারারাত বাতাসে জ্যোৎস্নায় শরীর দাপিয়ে—শেষে, ভোরবেলা মরে যায়, একথা জানলাম আমরা কে কত শতাব্দী আগে-পরে?—তা আমার জানা নেই। চাঁদের আলোয় বালি উড়ে এসে ঢেকে দিতে চাইছে আমায়। যদি আজ শুয়ে পড়ি তুই কি কখনো জল দিবি না আমার প্রেতমুখে? সে কিছু বলে না। শুধু পরিবর্তে দেখি যে হঠাৎ আমি শুয়ে আছি আর জ্যোৎস্নার বাঁকানো ছুরিকা আমার কপালে লেগে ফিরে গেল সমুদ্রের পাশের পাথরে। আর কিছু নেই, শুধু সে একা উপর থেকে ঝুঁকে আছে, সে একা দুহাতে বালি থেকে তুলছে যমজ মুখ কোটি বছরের ছোটো-বড়ো...

কবিতা দর্পণ ১৯৮২

কবি ও কবিতা

মাটির কাছে ফিরতে হবে বাংলা কবিতাকে
যেখান থেকে কীটনাশক বিষ মেশানো হয়
খাদ্যে, সেই কন্দমূল গিলতে হবে তাকে
শুয়োর হয়ে এখনো তোর কচু খুঁড়তে ভয়?

কচু খুঁড়তে সুড়ঙ্গে যা—সুড়ঙ্গের তলে
মনোমোহন বশীকরণ রাধারমণ রায়
মদ্য সহ আড্ডা মারে, অট্টহেসে বলে
'রগড় যদি বুঝতে চাস মাটির নীচে আয়'

মাটির নীচে ছুটছে নদী, নদীর জলে ঘট
ঘুরছে ভালো ঘূর্ণি পেয়ে, মধ্যিখানে বসি',
রগড় দ্যাখো আত্মারাম, দেহটি রেখে সৎ
ডুবিয়া রসে চুমুক মারো, জানে না একাদশী

রসিক তুমি, ছোকরা-বুড়ো-আংলা কবি, তাকে
ছ-মাস দাও গুপ্ত ফাঁসি, ছ-মাস ফাঁসি রদ
জেলের ভাত খাইয়ে আনো বাংলা কবিতাকে
কানের কাছে আউড়ে যাও শ্রীমৎ ভাগবত

রসিক তুমি রসিক বটে, প্রতিশোধের স্পৃহা
বশ মানাও ছড়িয়ে দাও এ-দেশ থেকে সে-দেশ
রসিক তুমি, ঠাণ্ডা মাথা, তোমার তিন বিয়া
ধর্মনিরপেক্ষ থাকো আইন বেঁধে ছেদে

বাঁধন ছিঁড়ি' বার'য় পোলা, কী রূপ মরি মরি!
মা-মাসিরা অবাক মেনে গালে রাখেন হাত
আমরা সব কুমারী মন, ঝুপুস করে পড়ি
পায়ের কাছে লুটিয়ে, বিনা মেঘে বজ্রপাত

বজ্র এসে পড়ল, ওরে বজ্র বুকে তোল
অরুণ ওরে বরুণ ওরে কিরণমালা আয়
বর্ষা এলো গাইতে হবে কুমার মঙ্গল
এমন চাঁদ কেউ দ্যাখেনি, দ্যাখ সে নদীয়ায়

আয় লো নদী যায় লো নদী কয়টি নদী তোর
একটি নদী ভাই ডেকেছে একটি ডাকে বাপ
একটি নদী নাতিতে গেল, বসন নিল চোর
একটি ডাকে সোয়ামী, তার সতেরো খুন মাপ

একটি খুনে পুঁটুলি লাল, একটি খুনে বঁটি
একটি খুনে মিনসে ঘোরে চক্ষুতে আগুন
ভূলোক ঘোরে দ্যুলোক ঘোরে কাঁধের 'পরে সতী
স্বামীর বুকে খড়ম হাতে দাঁড়ায় ঠাকরুন

খড়্গ সেই খড়্গটিকে ধেয়ান করো কবি
ন্যাকড়া পরা মায়ের হাত অস্ত্র ধরে আছো
এবার মাটি ছেড়ে লাফাও আগুনে ভৈরবী
আধন্যাংটা মা আর ব্যাটা অস্ত্র ধ'রে বাঁচো!

দেশ, ৭ মে, ১৯৮৮

মধুবন

যার আছে পয়সা, তারই আছে মধুবন
যার নোট, তার কত আনন্দ আছে
তোলন নামন পিছন সামন রাশি রাশি ভারা ভারা
বাজে, ডুগডুগি বাজে

ও নোট, তোমাকে দূর থেকে চুম্বন
ও নোট, তোমাকে কাছ থেকে চুম্বন

পাশ থেকে, এই পাশ থেকে ওই গাছ থেকে গাছে গাছে
চুম্বন, চুম্বন

নোট চুম্বনে কত আনন্দ আছে

তবে আনন্দ, চির আনন্দধারা
এ-পুজোয় কার সঙ্গে শুয়েছ? তোমাকে পেয়েছে কারা?
বাজো ডুগডুগি আজো ডুগডুগি বাজো ডুগডুগি বাজে
ছোট লোকদের আনন্দ হাত-মারা

কারা ছোটলোক? কারা সে-ইতরজন?
যারা দেখলো না তোমার এই মধুবন?
এবার দেখুক। ওগো আনন্দ, ওরে আনন্দধারা
ওঠোন নামন পিছন সামন শুয়ে পড় উঠে দাঁড়া

এবার তোমার আদর করুক ইতরের বাচ্চারা।

নীলকণ্ঠ, ১৯৮৭

ফুটকড়াই

পরির পাশে পরির বোন,
দাঁড়িয়ে আছে কতক্ষণ।

জ্বর থেকে তো উঠল কাল,
রোদের তাপে মুখটি লাল।

লম্বা লাইন ইস্কুলের,
দাও দরোয়ান গেট খুলে।

পরির পাশে পরির মা-ও,
বলছে, ঠাকুর রোদ কমাও,

আবার অসুখ করবে ওর
নষ্ট হবে একবছর।

বয়স কত? বয়ঃক্রম?
সেসব ভাবার সময় কম।

ভর্তি হবার জন্য আজ,
টেস্টে বসাই পরির কাজ।

পরি তো নয়, পরির বোন,
পাঁচ বছরের কম এখন।

এদিক তাকায়, ওদিক চায়:
গোরু বসছে গাছতলায়

একটা কুকুর দৌড়ে যায়,
ট্যাক্সি গাড়ি পাশ কাটায়

গাড়ি থামায় নীল পুলিশ...
'কী ভাবছিস রে? কী ভাবছিস?'

এ বি সি ডি, ওয়ান টু আর
ভুল করিস না, খবরদার!

ভুল করিস না লক্ষ্মীটি,
'ছি' দেবে কাকপক্ষিটি।

ভুল করিস না, ধরছি পা'য়
মা কী করে মুখ দেখায়।

না যদি পাস অ্যাডমিশন,
কোন চুলোতে যাই তখন।

পাশের বাড়ির বাপটুও,
দেখবি কেমন দেয় দুয়ো।

চায় না তো মা আর কিছুই,
নম্বর চায়—আনবি তুই।

নাম হবে তোর খুব বড়,
নামের পাশে নম্বরও

বাড়তে বাড়তে সাতশো মন,
না হবে তোর যতক্ষণ

দাঁড়িয়ে থাকবি, দাঁড়িয়ে থাক,
লাল সাদা আর নীল পোশাক।

পরির দিদি, পরির বোন
কতক্ষণ আর কতক্ষণ

ওই খুলেছে, ওই তো, চল,
রোদ পোড়া সব পরির দল

টুম্পি, টিমা, মম, টোকাই
মাথায় মাথায় পিন ঢোকাই।

ফুটকড়াই, ফুটকড়াই,
ঠিক ডাটা ঠিক ফিড করাই।

ব্যস, হয়েছে প্রোগ্রামিং,
তিড়িং বিড়িং তিড়িং বিং

বন্ধ এখন, জোর সে চল,
কোর্সে কোর্সে এগিয়ে চল

ঊর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল
মাথার ওপর যাঁতার কল
ফুটফুটে সব ছাত্রীদল
ছাত্রদল
চল রে চল
এই তো চাই, ফুটকড়াই।

আনন্দমেলা, ১৯৯৭

সীমান্তে সরল সত্যে

সীমান্ত, সরল সত্য, জল মাঠ, অকালের বৃষ্টি টিপটিপ
পালানো, পালানো, চোরাচালান,—হিরেমানিক নয়
মানুষ, জনমজুর, দাসীখাটা—ছেলেপুলেসহ
নিজেকে চালান করা বাক্স-প্যাঁটরার আবডালে
কাঁথামুড়ি-দেওয়া ট্রেন, সব স্টেশন দালালে ছয়লাপ
টালির ছাউনি গড়তে বউ-মেয়ের গতর-খাটা পাপ
সাদা পয়সা এনে দিলো, সরায় বসালো তুলসীগাছ
পলকা ছাদ থেকে ঝুলছে, জল পড়ছে সারাবেলা টিপ টিপ টিপ
গ্রীষ্মের দুপুর বাইরে, দু'চারজন বেঁচে গেছে, দু'চারজন প'ড়ে রইল মাঠে
ও মাঠে, সরল সত্যে, ধোঁয়া ছাড়ো—ছুটে যাও বি-এস-এফ জিপ।

রবিশস্য, ১৯৯৮

লেখা

খিদে নিয়ে, লেখা ভালো
খেতে-পাওয়া নিয়ে লেখা
আগুনের লেখা ভালো
ভস্মেও ভালো লেখা

তৃণ থেকে লেখা ভালো
মূল থেকে ভালো লেখা
নারী নিয়ে লেখা আলো
নারী বাদ দিয়ে লেখা

মুক্তির লেখা ভালো
শৃঙ্খলে ভালো লেখা
সমাজের লেখা ভালো
তন্ত্রেও ভালো লেখা

অন্ধের লেখা ভালো
দর্শন নিয়ে লেখা
ইতিহাস লেখা ভালো
হাতি-দেখা নিয়ে লেখা

শুকোয় জলের ধারে
হাজার হাজার লেখা

বালি ওড়ে, বালি ওড়ে
ঢেকে দেয় সব লেখা

ইন্দ্রানী, বৈশাখ ১৪০১

মধুযামিনী রে

খপ করে যেই ধরতে গেলি ডাণ্ডা এসে পড়ে
এক চক্কর দুই চক্কর—সব তার খপ্পরে

ছন্দ-টন্দ সব খোয়ালি ও নন্দদুলাল
একটুখানি লাল হয়ে ফের চুপসে গেছে গাল

প্রথম প্রথম লজ্জা পেতিস—কী সুন্দর লাগে
লজ্জানত মন্দ এমন কেউ দেখেনি আগে

কান নিলো তোর কোকিল বালা মন নিলো দাঁড়কাকে
শাক দিয়ে মাছ ঢেকে ভাবিস—সব দিয়েছি তাকে

সব বলতে মন্ত্র, মরা-মন্ত্র, উইঢিবি
তাই দিয়ে কি গান বানিয়ে মুগ্ধ করে দিবি?

তাও করেছিস—সত্যি! অনেক ভাগ্যে এমন হয়
নইলে অমন শীতের রাতে মিলতো কী আশ্রয়?

রাত্রি, মধুর রাত্রি, সেই মধুরাতের শেষে
কাককোকিলে ঘুমোয় যখন, দেখলি পথে এসে

ঠক ঠক ঠক হাত পা গুলো, খট খটাখট ঘাড়
এক রাত্রেই মাংস খসে বেরিয়ে গেছে হাড়

এই এতটা জিভ ঝুলছে, ঝল ঝলে এক নোলা
টপটপটপ নোলার জলে ভাসো আত্মভোলা

ভাসো এখন, হাসো এখন, হাসাও কবিবর
মধুরাতের সম্মানে তোর ঝাণ্ডা তুলে ধর।

কবিতাকথা, ১৯৮৭

জনসাধারণবাটী

আমাদের মধ্যে এই গুণতিলক (সাধারণ সারমর্ম এই)
জনসাধারণবাটী বারোয়ারি পুজোর ফেস্টুন রূপে পাড়ার রাস্তায়
ঝোলানো ব্রিজের মতো বাতাসে দোলেন, শোভাযাত্রা তার তলা দিয়ে
শ্লোগানমুখর এই নয়নের মণি আজ আমাদের মধ্যে তাঁর দুটি চোখে দুই
প্রকারের হীরাখণ্ড বসানো অঙ্গুরী তোমরা দেখে যাও দেখে যাও আজ
আমাদের মধ্যে এই মহামহিম প্রতিনিধি আশানিরাশার চির বাদাম ঝালমুড়ি
অতীব সুস্বাদু অতি কুড়মুড়ে ও দাঁতে লাগবে, তা কী করব চিকিৎসা করাও
কিন্তু এই সারনাথ এসেছেন, এই মর্মে, সারাদিন, তীর থেকে নৌকো ছাড়ছে
নৌকো কেন? ইঞ্জিন লাগানো ভটভটি...
কেননা কদম্ব ছায়া ওপারে, নিকুঞ্জবন, ওপারেই রাম-সীতা,
দু'জনের মধ্যে সারাদিন
এটাওটা নিয়ে খটাখটি

তাঁতঘর, ১৯৯৮

একটি কবিতা

জল ঘুরে চলে যায়, পাশ ফিরে শুয়ে আছে নদী
গাছটি বাঁকের মুখে, গাছের তলায় নৌকো রাখা
একজন লোক ফিরছে, একজন চলে যাচ্ছে দূরে
মাটিতে চাকার দাগ, বাইকের খাঁজকাটা চাকা

গ্রাম কাদের? কারা আসে? কারা বানায় বসত?
কারা এ নদীর তীরে শ্মশান বানিয়ে পুড়তে আসে?
কারা ছাঁদনাতলা ঘেরে? কলাবউ বসিয়েছে কারা?

শিশু দৌড়ে চলে গেলো, পাখি ঘুরে উঠেছে আকাশে

যারা আসে, চলে যায় তারা তো দ্যাখে না—থাকে যারা
তাদের মাথায় শীত, তাদের পায়েই কাদাপথ
তাদের চোখের ভয়, তাদের চোখের আশা লোভ
গড়ায় চাকার দাগে, মাঠ থেকে মাঠে চলে নতুন বসত...

আদ্যাপীঠ মাতৃপূজা, আশ্বিন, ১৪০৫

সারাক্ষণ ময়ূর

সারাক্ষণ ময়ূর, ময়ূর! আর পারা যায় না। পানাপুকুরের
মধ্যে ঢিল? ঠিক। ঘূর্ণি? তাও ঠিক। কিন্তু তাতে জলস্তম্ভ হয়?
বিষকুম্ভ সাবধানে রেখে দূরে সরে এল সেও।
যদি ফাটে—ফাটলো না। যদি কেউ খোলে! কিন্তু কেউ
খুললো না পয়োমুখ। খুলবে এই আশাখানি শুধু
পড়ে রইল, পড়ে পড়ে গলে পচে মলমূত্রঘাম মাটি হ'লে
সে নিজে কলসে ঢুকে বসে রইল, বিষ হয়ে গেল।
আমি ঘুম ভেঙে দেখি রামধনু সেতু দুলছে পাহাড়ের কোলে
বৃষ্টিতে গড়ানো মাঠ, মেষপালকেরা বলছে—শোনো, ওই
শোনো, ওই শোনো—হ্যাঁ শুনেছি—
কোথাও আবার কোনো
ময়ূর ডেকেছে, আমি দৌড়ই ক্রেঙ্কার খাবো ব'লে...

অপ্রকাশিত, ১৯৯৯

বিষ

আর আমি অবশ এক পতঙ্গের মতো শান্ত

আর আমার মাথার অনেক ওপরে ভেসে রইল বিষ

কৃত্তিবাস, বইমেলা ২০০০

ন্যাড়াপোড়া

আগুন ধরিয়ে দিতে হবে।

যাতে—গুম হয়ে থাকা ওই প্রেত
ওই ন্যাড়াপোড়া
বেরিয়ে আসতে বাধ্য হয় ধানক্ষেত ছেড়ে—
বিচালি শরীর নিয়ে হেলে পড়ে—ওর
কুশপুত্তলিকা থেকে যাতে
জলজ্যান্ত মাংস পোড়া গন্ধ উদ্ঘাটিত হয়—
যাতে
তোমরা সেই গন্ধ পাও খেতে বসে, ভাতমাখা হাতে!

কৃত্তিবাস, বইমেলা ২০০০

দ্বিতীয় দর্শক

প্রাণ, কলকব্জা, হাড়গোড়
দাঁড়িপাল্লা, শিকল, কল্পনা

পুরোনো বিবাহচেলি জোড়
মরা আশীর্বাদ, ভাঙা সোনা

পেটে মরা জিনিসপত্তর
চাপা পড়া সন্তানবাসনা

ছাদে রাত্রি, গলাটেপা ভোর
সিলিং-এ দড়ির প্রস্তাবনা

অপরের স্বপ্নে ঢুকে পড়া
দ্বিতীয় দর্শক—ভয় পেয়ে

পালিয়ে এসো না

কৃত্তিবাস, বইমেলা ২০০০

সূর্যোদয়

তোমার আমার শব
দাঁড়িয়েছে সূর্যোদয় কালে
পাহাড়ে পাহাড়ে

হেলমেট, উঁচু অস্ত্র, আর
শরীরে জড়ানো কাঁটাতার

কুয়াশা, ঝাপসা অন্ধকার

অসুস্থ সূর্যের মুখ থেকে
এইবার রক্ত পড়া শুরু হবে

ভরে যাবে শিবির,
বাঙ্কার

কৃত্তিবাস, বইমেলা ২০০০

প্রাণ

পাহাড় যে ওখানে উঠেছে, তার নীচে
প্রাণ ছিল।
জলরাশি বইতো ওখানে
তার মধ্যে আমি বইতাম
শান্ত মাছ।

পাহাড়ের নীচের পাথরে
আজো আছে
আমার পল্লবহীন চোখের একদৃষ্টে চেয়ে থাকা...
খোঁড়ো
দেখে নাও।

কৃত্তিবাস, বইমেলা ২০০০

একটি কবিতা

আমার উরুতে মাথা রেখে
গুরু ঘুমোচ্ছেন।

বজ্রকীট উঠে আসে। বজ্রকীট
উরু ভেদ করে।

রক্তস্রোত বয়ে গিয়ে লাগে
গুরুজীর গা-য়

রাত্রির পিছনে রাত্রি নেমে এসে চাকার মতন
প্রান্তরে গড়ায়

ঘুম ভাঙছে না, ঘুম ভাঙছে না,—ও ধৈর্য আমার
তুমি রাত্রি গুনে চলো গুরু অভিসম্পাতের আশায় আশায়...

নিবোধত, ১৯৯৯

সকালবেলা

সকালবেলার রোদ, এসে পড়ো লেখার জানলায়
কাঁধের চাদর ঝুলে ঘাসের উপরে লুটিয়েছে
তোমার ধুতির খুঁট আটকে আছে দেবদারু পাতায়
গায়ের পাঞ্জাবি খুলে পুকুরের জলে বিছিয়েছ
খালি গায়ে দাঁড়িয়েছ পুব আকাশের পূর্বপারে
সমস্ত আকাশ ভ'রে খালি গা তোমার, খালি গায়ে
ছড়িয়ে পড়েছে দিন—দিনের পায়ের কাছে রাখা
বস্তা, গাঁটরি, ঝুড়ি, থালা, নিজের নিজের সব কাজ
যে যার মতন গিয়ে তুলে নেবে মাথায় মাথায়
হে দিন, রৌদ্রের সখা, এ কবি তোমার নগ্ন গায়ে
পরিয়ে দেবার জন্যে উপবীতে গ্রন্থি দেয় আজ!

বিজল্প, জানুয়ারি ১৯৯৮

এক আঁজলা ভালো

ভালো মনে উঠলাম, ভালো মনে ঘুমোতে গেলাম
এক আঁজলা ভালো কেউ ঝুরঝুর ফেলল ছাত থেকে
তলায় দুজন আমরা উপুঝুপু ভালো মাখামাখি
রাস্তায় পাথর ভালো দানা ঝেড়ে ঝেড়ে ফেললাম ধুলোতে।
কেননা ধুলোও ভালো পেয়ে তার উপরে বসলাম
চুল থেকে জামা থেকে আর ওর কামিজ ওড়না থেকে
ভালো গুঁড়ো ভালো দানা ঝেড়ে ঝেড়ে ফেললাম ধুলো
কেননা ধুলোও ভালো উড়ে চোখে ভালো ধুলো দেয়
সামনেই শিশুর পার্ক, স্লিপ খাচ্ছে লাল সোয়েটার
ঢেঁকি চড়ছে ফুলো টুপি, দোলনায় ভালো দোল খেয়ে
ঝাঁপিয়ে দাঁড়ালো সামনে, হাত ধরল, সেও ভালো মেয়ে
ঝোপের ওপাশে কোনো ভালোমতো আড়ালে আবডালে
টেনে নিয়ে গেল ওহো ভালো একটা টোল পড়ে গালে
কেন নিয়ে গেল উঁহু সেই কথা বলে দেওয়া ভালো কি দেখায়
যে ছিল কামিজ ওড়না প্রথমে আমার সঙ্গে, সেও
কোথায় পালালো সেই ভালো ছেলেটিকে খুঁজে নিয়ে?
ভালো ভালো গাছ থেকে ভালো দেখে পাতা তুলে এনে
লিখেছি বন্ধুর নাম সকালের আলোয় আলোয়
এত লেখা সারা করে যখন ফিরেছি আমি তখনও আবার
কোথাও সকাল শুরু, ঘুম থেকে উঠে ভালো লোক
ভাঙা দরজা খুলে আসে, ফাটা বালতি নিয়ে রাস্তা ধোয়
একটি কবিতা শেষে আমি বাড়ি ফিরতে থাকি, দুগ্গা দুগ্গা, ভালোয় ভালোয়

বিজল্প, জানুয়ারি ১৯৯৮

ওড়িশাপুকুর

সকাল আবার এলে জগন্নাথস্বামী, ও নয়ন
পথগামী, ও সকাল এখানে ওখানে বায়ুযান
পাতাকে নাড়ালো, ঘাসকে, শিশির শুকিয়ে যেতে দিলো—
যান, সে গমনশীল, তাকে মাত্র অচেতনে দেখা
মাত্র সচেতনে সেই মেয়েকে ঘুমের মধ্যে পাই
মেয়ে কোথা থেকে আসছে? ঘুম না বাস্তব, যে-বাস্তবে
তার ও আমার মধ্যে সরাসরি স্পর্শদোষ হবে

কাদাখোঁচা উড়ে যাবে, ওই গেল, ঠোঁট থেকে কাদা
নেব না কখনো আমরা, আমাদের ভাগ্যে ঘুরে ঘুরে
একটি পালক পড়বে, বর্ণ ছাই, পাটকিলে, না সাদা
তা আমরা ভাবি না, এই ওড়িশাপুকুর-ভরা জল আর জল
যে-ভাষায় কথা বলে ডুব দিয়ে ডুব দিয়ে শোনা কী দারুণ
কিন্তু পায়ে ঢোকে কাঁটা
তুলে ফেলাটাও কোনো ব্যাপার না, ও মেয়েরও চোখ ছলোচ্ছল
এমন আশ্চর্য কাণ্ড ভাবিনি এমনভাবে ওর সঙ্গে খালি পায়ে হাঁটা
মন্দির, দুয়ার, সিঁড়ি দূরে ফেলে, এতদূর, এমন ওড়িয়া পুষ্করিণী
মধ্যে মঠ মাথা তুলে, ছোট তুলসীমঞ্চের বেশি না
এই প্রান্তে দুইজন খালি পায়ে খালি খালি পায়ে
কত কী পেরিয়ে এল কত কী পেরিয়ে যাবে
পায়ে পায়ে কী জোয়ার ভাঁটা
খেলে যাবে ওরাও কি নিজেদের নিয়ে খেলল দুজনে দুদিকে
চলে যেতে যেতে বলল, সকাল আবার এসো
ও নয়নপথগামী সকাল আমার,
হাতকাটা

বিজল্প, জানুয়ারি ১৯৯৮

পরদেশি

ভাঙা ভাঙা বাংলা বলো, সকালবেলার পরদেশি
আশৈশব-শোনা ভাষা ভেঙেচুরে হাতে হাত রাখে
কী উপায়ে তবু দেখি তুমি সেই ভাঙনগুলিতে
পুরনো কলস থেকে মধু ঢেলে ঢেলে দাও, ও যুবতী, আর আমি আপ্রাণ
তোমাকে বোঝাতে থাকি ভাঙা ভাঙা তোমারই ভাষায়
পঞ্চাশ বছর আগে কী ক'রে আমার বাংলা ভেঙে ভেসে যায়

বিজল্প, জানুয়ারি ১৯৯৮

বান

মাথার ভেতর এই যে ঘোলা ভোরবেলার স্রোত সামনের ঝাপসা বইখাতা ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে, দেবুদের বাড়ি, শিবানীদের বাড়ি, বাড়ির চিলেকোঠায় দুপুরবেলার পাতা মাদুর, মাদুরের ওপর ছড়ানো অঙ্কবই, বইয়ের মধ্যে আসন্ন পরীক্ষা—সব ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে মাথার ভেতরের এই যে কাদাজল—এ চলেছে তোমারই দিকে।
তুমি গ্রহণ করো হাত পেতে এক প্রৌঢ়ের অল্পবয়স, গ্রহণ করো তার গোপন তারুণ্য, কেননা এই কাদাজল গ্রামগ্রামান্ত ডুবিয়ে তোমার দিকেই দৌড়ে যাবে তুমি তাকে ভাল-না-বাসা পর্যন্ত।

বিজল্প, জানুয়ারি ১৯৯৮

কাঁচ

কাঁচের এপার আর কাঁচের ওপার
দেখেছি একবার আর দেখেছি দুবার

ঝকঝকে চোখের তারা, রৌদ্র ঝলসায়
শিউরে উঠি, যদি তাতে কাঁচ ফেটে যায়

প্রৌঢ়ের অবস্থা দ্যাখো, ময়ূরকে দেখেই
আকাশে যে নাচ আঁকবে, সে সাহস নেই

কথা হয়নি কোনোদিন, মনে মনে রোজ
কথা চলে, জানে শুধু কলম কাগজ

লিখতে লিখতে মুখ তুলল, সামনেই ময়ূর—
চোখ থেকে চোখে ছুটে এসেছে রোদ্দুর!

কাঁচের এপার, তবু, কাঁচের ওপার
সকাল, কাঁচের দুর্গ ভাঙবে না এবার?

বিজল্প, জানুয়ারি, ১৯৯৮

ছুটি

ভোর ঘুমোচ্ছিল, তাকে ডেকে ডেকে তুলে দিল কাক
একেই কাকভোর বলে, তুমিও বারান্দা থেকে নেমে
দাঁড়ালে বাংলোর সামনে, শয্যায় স্বামী ও বাচ্চাদুটি—
কার কথা মনে পড়ছে? গাছের মাথায় হালকা রঙ
তোমার দুজন সঙ্গী এ সময়, ভূত আর ঢেলা
একজনকে ছুঁড়ে দিচ্ছ, অন্যজন ঝোপ থেকে খুঁজে
হাতে এনে দিচ্ছে ফের, ও মহিলা, না-জেনে না-বুঝে
আবার তোমার হাতে ফেরত আসছে সে-কুমারীবেলা
যখন পালিয়েছিলে কলেজের ছুটিতে একরাত
যখন জ্বালিয়েছিলে একা-হাতে দুটি দীপাধার

বিজল্প, জানুয়ারি, ১৯৯৮

প্রেমে পড়া মেয়ে

ভোরবেলা এল মেয়ে, মুখে তার প্রেমে-পড়া দাগ
ভোরবেলা ভিজে এল, এই বৃষ্টি জীবনে দেখেনি
রাতে তো ঘুমোয়নি মেয়ে, সারারাত সে-ই নিশীথিনী
ভোরে উঠে বেরিয়েছে, সকালটি গায়ের চাদরে
লেগে আছে রোদ হয়ে, বোঝাচ্ছেও 'বাবা-বাছা' ক'রে
'খেয়ে যা, খেয়ে যা দুটো', মেয়ের সেদিকে নেই মন
কারণ সে ভোরের মেয়ে, দিনের আলোর সঙ্গে আসে
সঙ্গে কেউ নেই তার, বই নেই, খাতা নেই, বন্ধু না, সখী না
শুধু প্রেম সঙ্গে করে একান্ত গাছের কাছে গিয়ে
সে বলে সমস্ত ভেঙে—'আর পড়া ধোরো না আমায়
আজ এই সকালবেলা, বাবুল, নৈহার ছুটে যায়...'

বিজল্প, জানুয়ারি, ১৯৯৮

পদ্ম ও শালুক

ও গেছে ভাইয়ের কাছে: ভাই আমায় বল্ কেমন প্রেম
ও গেছে মায়ের কাছে: মা আমার এ কী হল মা
ও গেছে বন্ধুর কাছে: তোর কী হতো প্রথম প্রথম
ও গেছে স্যারের কাছে: স্যার আমায় বুঝিয়ে বলুন

ছাদের মাথায় তারা, দূরে বন্ধ হোস্টেলের গেট
গাছের নিঃঝুম মাথা, মধ্যে মধ্যে ফুট্-ফুট্ জোনাকি
মশারি অর্ধেক ফেলা, অঘোরে ঘুমোচ্ছে রুমমেট
ইঞ্জিন শান্টিং করছে, কোথায় চিৎকার করল পাখি

কাউকে সে বলেনি কিছু, ভোরবেলা নিঃশব্দে গেট খুলে
সে গেছে জলের ধারে, জল ভাবল পদ্ম বা শালুক
টান দিলো নিজের মধ্যে—আর মেয়েটা এমন উজবুক
কাকে রাখবে কাকে ছাড়বে ভাবতে ভাবতে ভেসে চলল দিগ্বিদিক ভুলে

বিজল্প, জানুয়ারি, ১৯৯৮

বৃষ্টি ও সকাল

বৃষ্টিতে বৃষ্টিতে শুধু ঘুরে মরছে সকালবেলার
মেয়েটি, বৃষ্টিতে মরছে, এমন সকালবেলা তার
আসেনি জীবনে, মাগো, এমন মন-হারানো পাড়া
এত উল্টোপাল্টা সব। কোথা থেকে আমগাছের ডাল
কপালটি ছুঁলো, মুখে ভেজা পাতা ভেজা পাতা, জাগো
জানলা দিয়ে ভোরমাঠ, তিনজন দৌড়চ্ছে ওরা কে কে
উঁচু মাঠ নিচু মাঠ, অলীক ধানের গুচ্ছ, কবি আর পাবে না নাগাল
মাঝখানে মেয়েটি, তার দুধারে দুজন সখী, ছুটোছুটি বৃষ্টি ও সকাল

বিজল্প, জানুয়ারি, ১৯৯৮

মেয়েটির কথা

মা, আমি গোলাপগুচ্ছে কত ডুবে মরেছি তা জানো
মা, আমি কাশের বনে মাথা ঝাঁকিয়েছি কতবার
মা, আমি খড়বোঝাই নৌকো নিয়ে ভোরকুয়াশায়
এপার ওপার করে কতবার হারিয়েছি এপার ওপার

আজ আমি নিশ্চিত, দেখো, আর ভুল করব না গোলাপে
আজ আমি নিশ্চিত আর কাশবনের ফাঁদে জড়াব না
ও কাশ, গোলাপ, নৌকো, নদী তোমরা হাত ছাড়ো এবার
না চাঁদ, আমার চুলে শেষরাত্রে ডুবতে এসো না

আজ আমি কুয়াশা আর আজ আমি কুয়াশা ভেঙে ভোর
পিঠের ঝুড়ির মধ্যে সকালকে তুলে নিয়ে আসি
হ্যাঁ, ঘুম ভাঙার জন্য ওর

বিজল্প, জানুয়ারি, ১৯৯৮

উৎসর্গ

জীবন একমাত্র এই আমার সোনার প্রজাপতি
জীবন একমাত্র এই উষ্ণীষে আশ্রয় নেওয়া চিল
জীবন, কবির কবি, ঢুকে আসে ভাঙা জানলা দিয়ে
বলে ওঠে: বাসা বাঁধো, খড়কুটো এনেছি উড়িয়ে

জীবন, সিঁড়ির মুখে একঝলক তার মুখোমুখি
জীবন, প্রত্যেকদিন মনকে ধমকানো: সাবধান!
রোজ ছুটে ছুটে যাওয়া যাকে চোখে দেখার কারণে
জীবন, রাস্তার বাঁকে তাকে দেখলে না-দেখার ভান

জীবন, থালার অন্ন, আর সেই অন্ন-খোঁজা হাত
প্রত্যহ, সন্ধ্যায় ফিরে পাখির মায়ের কাছে ঠাঁই
সে বলে: বলো তো সত্যি আর কেউ এসেছে জীবনে?
জীবন, সুন্দর মিথ্যা, তোমাকে প্রকাশ করে যাই

জীবন আবার উড়ছ আমার সোনার প্রজাপতি
আবার নতুন লেখা, আবার উৎসর্গ: তার প্রতি!

বিজল্প, জানুয়ারি, ১৯৯৮

আবার রোদ্দুর

১

দুজন চোখের চেনা পাকে চক্রে আজ মুখোমুখি।
কেউ বলতে পারছে না। ও যদি খারাপ ভাবে নেয়?
কে বলবে? কে বলবে আগে? ও-ও কি আমার কথা
ভাবে?
'আমি ভাবি শুতে গিয়ে', 'আমি ভাবি ঘুম থেকে উঠে'
'আমি ভাবি স্নানঘরে' 'আমি ভাবি' 'আমি ভাবি'
—না কেউ বলছে না মুখ ফুটে!

ওদের অবস্থা দেখে, সকাল আরম্ভ করতে এসে
রোদ্দুর গড়িয়ে পড়ছে, রোদ্দুর ছড়িয়ে পড়ছে, হেসে!

২

চোখে চোখ থেমে গেছে। সরিয়ে নিয়েছি বুঝতে পেরে।
অপরাধ নাওনি তো? ভাবনি তো, কী বেহায়া লোক?
এবার সতর্ক হব, এবার শাসনে রাখব চোখ
ভাবতে ভাবতে পথ হাঁটি, পালাই তোমার রাস্তা ছেড়ে

অন্যের বান্ধবী তুমি, জানি তুমি অপরের অপর বান্ধবী
তোমার কিরণপ্রার্থী শোকাহত যুবাপুরুষেরা
তাদের কথাও জানি। তুমি যাকে বেছে নিলে,
প্রতিভায় যে সবার সেরা
তাকে কি জানিয়েছিলে কলেজজীবনে ছিল
কে তোমার স্বপ্নে পাওয়া কবি?

আমি মুখ নিচু করে রাস্তা পার হই। এ কি, ওপারেই তুমি!
চোখে স্তব্ধ হয় চোখ, রোদ্দুর দাঁড়ায় ওষ্ঠ ছুঁয়ে
হাসির আভাস? আমি বিশ্বাস করি না, দৃষ্টি ছুঁড়ে ফেলি ভুঁয়ে
বাঁক ঘুরি বাঁক ঘুরি, বাঁকে বাঁকে আসো ঝিল, আসো মরুভূমি

বালি? না দিঘিই তুমি? তা জানার অভিজ্ঞতা নেই
কবি তো এটুকু জানে তোমার রূপের 'নাহি ওর'
তাকিয়ে ফেলেছে তাই, লিখছেও তোমাকে নিয়ে এই
যা-খুশি কবিতা এই যা-খুশি সকালবেলা যা-খুশির ভোর...

৩
সে-লেখা পড়েছ তুমি? নিয়ে গিয়ে দেখিয়েছ তাকে?
যে তোমার বন্ধু হয়, মনে মনে একসঙ্গে থাকে?
কী বলল সে? ভাল বলল? ঠিক জানো?
রাগ করেনি তো?
আমি তো একজনকে জানি যে এসব ছুঁড়ে ফেলে দিত

ছি ছি, সে এমন নয়! হ্যাঁ আমি তা জানি, সে তো গুণী!
অমন গুণীর হাত তোমাকে ধরুক, আহা বাজাক তোমাকে
মঞ্চে মঞ্চে, গানে গানে, পাখিতে পাখিতে, শাখে শাখে
বাজাক তোমাকে—আমরা শুনি!

৪
সাত পা একসঙ্গে হাঁটলে তবে
বন্ধু হয়, আমি বন্ধু নই
রোজ যে নৌকোয় আসো তুমি
আমি সে নৌকোর পল্‌কা ছই

দাঁড় বায় তোমার বন্ধুটি
বৈঠায় জাগায় ভাটিয়ালি
উঠে আসে সদ্যস্নাত রাগ
চুল ভর্তি রোদ, ভিজে বালি

আমি ছই, ছায়ামাত্র লোক
দেখো হাতে কালি মুখে কালি
অগোচরে তোমাদের কাছে
ঝারি নিয়ে যাই, লেখা ঢালি

সে-লেখায় দুটো-চারটে গাছ
সে-গাছে দু-চারটে ফুল, কাঁটা
কাঁটায় কাঁটায় ছাওয়া পথ
সে পথে একসঙ্গে সাত পা হাঁটা

অথচ বাস্তবে কোনওদিনই

হাঁটিনি তোমার সঙ্গে, ঠিকই
সামনাসামনি কথাও বলিনি
লেখায় তোমার কথা লিখি

সে-ও কি সাত পা-ই হাঁটা নয়?
পায়ে পায়ে মরুভূমি পার?
বন্ধুকে জিগ্যেস করে দেখো
আমি বুঝি বন্ধু না তোমার?

৫
তুমি আসতে চাও? এসো। কার কী বলবার আছে তাতে?
তুমি ধরতে চাও? ধরো। লোহার নিগড় নেই হাতে।
তুমি নিতে চাও? নাও। কী নেবে? যা খুশি!

দুদিন বাড়িতে একা। আর কেউ নেই।
সূর্য একমাত্র সাক্ষী। সেও বলছে আমি মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে
রাজি!
চিলেকোঠা রোদে ভাসছে। সুন্দর, এসেছ আজ প্রাতে—
আমিও তোমার হাতে চরিত্র খোয়াতে বসে আছি!

৬
খেলার ইচ্ছেয় খেলা চলে
তুমি আসছ, আমি আসছি, খাট থেকে গড়িয়ে পড়ছে নীচে
ক্যাসেট, বালিশ, বই...বেডকভার জ্ঞান হারিয়ে ঝোলে
খাট ও মেঝের মধ্যে, ঘর আর্তনাদ করে, দাঁতে দাঁত
আনন্দ যে নিজে
সে-ই দাঁড়িয়েছে ঘরে, সে হল জানলার সূর্যালোক—
আমাদের রতিতীর্থে, সাততলার জানলায় অপার
তার আসা...
আমি আসছি তুমি আসছ, সৃষ্টিলোপ, একবার
দুবার তিনবার
ঘরে সে দাঁড়িয়ে দেখছে পুরুষ প্রকৃতি ভরা খেলার ইচ্ছেয়
খেলা তার...

৭
তোমাকে নিশ্চয় বলব আমি এই বয়েসে আবার
রোদে পুড়ে জলে ভিজে আমি এই বয়েসে আবার
হাত ভেঙে হাত সারিয়ে ন্যাড়া হয়ে বেলতলায় গিয়ে
মাথা ফেটে ফেট্টি বেঁধে আমি এই বয়েসে আবার

মা বলে বোন বলে ডেকে মেয়েকে ইস্কুলে পৌঁছে দিয়ে
একান্ত গৃহিনী নিয়ে আমি এই বয়েসে আবার
এমনকী প্রণাম নিয়ে অত্যল্প-বয়সী মেয়েদের
এত ভবিষ্যযুক্ত হয়ে আমি এই বয়সে আবার
তোমার পাল্লায় পড়ে কত রত্ন ঐশ্বর্য পেলাম
তোমাকে চোখের দেখা দেখব বলে স্প্ল্যানেড চত্বরে
ঝাড়া একঘণ্টা আমি কী করে যে দাঁড়িয়ে রইলাম
গোপনে তরণী উল্টে কী সুখে তোমাকে ডোবালাম
আমি তা জানি না আজও...তুমিও নিশ্চয় করে বলো
রাত কাটানোর দিব্যি, সূয্যিঠাকুরের দিব্যি, বলো
এমন অদ্ভুত লোক তুমি আগে দেখেছ, কখনো
নামটাও জানে না, তবু কবিতা লেখার ছলে যে তোমারই
নামে
মনে মনে লিখে দিচ্ছে, বাস ট্রাম মেট্রোসুদ্ধ পুরো একটা
সুতানুটি গ্রাম!

৮

ঘুম হঠে যায়, মাথা নেমেছে তোমার ভারী কোলে
কাজ হঠে যায়, মাথা ডুবেছে তোমার ভারী কোলে
ঘন দেহগন্ধ ওঠে, শ্বাস ভরে যায়, কামগন্ধহীন প্রায়
নিকষিত হেম নিয়ে তোমাদের সকাল গড়ায়

মাথা উঠে যায় আরও, ঘোর লাগা চোখ দুটি তুলে
পুরুষ তাকিয়ে থাকে, দ্যাখে যে তোমার ভারী বুকে
মা হবার সম্ভাবনা! মা হবার সব আলোকণা
ঢলে পড়ছে...
অবনত ফসলের মুখে

ওই যে ও নিজের মুখ ঢেলে দিল, শুয়ে পড়ল, তোমার
দুহাতে
আলগা করে রাখা ওই যে পুরুষটি আজ—
বলো, ঠিক শিশুর মতো না?

৯

হাসিখুশি মেয়ে, মনে চনমন চনমন করে পাপ
সে পাপে রোদ্দুর পড়লে কী ভাল দেখায় তার মুখ
আমিও কি ভাল লোক? মনের ওপরে কত চাপ
সে সবই লতায় ঢাকা। তার ওপর রোদ্দুর পড়ুক

রোদ্দুর কোথায় না পড়ে! মাঠে বনে বারান্দায়
ঘরের মেঝেতে
এটা চিলেকোঠা ঘর। ও আমাকে ডাকে সঙ্গে যেতে
আমার পাপের শঙ্খে ও দেয় ফুৎকার, আমি
ওর পাপ যত্নে ধরে থাকি
দুজন সুন্দর পাপী একটি সকাল পেয়ে ফাঁকা একটা ঘরে

দুতিন ঘণ্টার জন্যে ত্রিজগৎ অস্বীকার করে
একটি রোদ্দুরগাছ বানিয়ে তুলতেই থাকে
ডালে বসে ডেকে যায়
পাপমুগ্ধ পাখি...

১০
—স্বপ্নে আসতাম? সত্যি? কিন্তু কেন বলোনি কখনও?
—তোমাকে চিনতাম না আমি। দূর থেকে
কেবল দেখতাম।
—কী দেখতে? কী স্বপ্ন দেখতে? কী করতাম আমি বলো,
বলো!
কিন্তু বলবার আগে চুম্বনেই কথা বন্ধ হল

আজ সে চুম্বন শেষ। স্বপ্ন-দেখা সে মেয়েটি
দাঁড়িয়েছে ছাতে
ছাতের কার্নিসে রোদ, হাওয়ায় কাগজটুকরো—
ছিঁড়ে ফেলবার আগে শেষ ক'টা চিঠি
তার হাতে...

১১
আবার শরীর এসে দাঁড়ায় প্রেমের মাঝখানে।
এ তো সব্বনেশে কথা! যাও ওকে এক্ষুনি আটকাও
তোমার কি শিক্ষা হয়নি এতবার এত ঘা খেয়েও?
দেখছ না আগুন লাগছে ওড়নায় কামিজে চোখে নাকের
পাটায়
দেখছ না ঠোঁট কাঁপছে, শ্বাস পড়ছে, হাত ঠাণ্ডা, ভিজে যাচ্ছে
ঘামে
নিজের হৃৎপিণ্ড শুনছ, সেও শুনছে: ধক ধক ধক
ফের সেইরকম হবে—এক্ষুনি পালাও আহাম্মক!

আমি ছুটে ছাতে গেছি, ছাত থেকে খোলা বারান্দায়
বারান্দার থেকে ফের ছাতে

ঘরে একা বসে থাকে, একা চুল ঠিক করে,
ব্যাগ নেয়, চটি পরে, সিঁড়ি দিয়ে নামে
রোদ্দুর, গাছের ছায়া লুটোপুটি করে বিছানায়

এক্ষুনি সে বসেছিল, এক্ষুনি সে উঠে গেছে
চাদরে বালিশে তার বসবার ভাঁজ দেখা যায়

আরেকবার, হা কপাল, প্রেম এসে শরীরে দাঁড়ায়!

১২

সকাল সে কথা জানে। আর কেউ এখনো জানে না।
পর্দা একদিকে ঠেলা—বিছানায় রোদ এসে লাগে।
টেবিলে মহিলা-ব্যাগ। ঘড়ি ও সুগন্ধ শিশি, সিগ্রেট প্যাকেট...
সবই চেনা।
অচেনা শরীর। সেও চেনা হল এই একটু আগে।

সকাল সে কথা জানে। আর কেউ জানে না এখনো।
পাশের কলঘর বন্ধ। কলঘরে ঝর্নার আওয়াজ।
সে ঝর্না বিকেলে ছিল জঙ্গলে, ঝোরায়? যে ঝর্না এঘরে ছিল কাল?

হে রোদ্দুর, আড়ি পাতো। কান পেতে ওই ঝর্না শুষে নাও আজ!

দেশ, ১০ জানুয়ারি ১৯৯৮

কুঠার

ক্ষত্রিয়, তার কুঠার এখনো
ঘাসজঙ্গলে ঢাকা পড়ে আছে
কতদিন আগে সে ছুঁড়ে দিয়েছে
তার যুগ নেই, তার কাল নেই
গায়ে ওঠে কীট, বোকা পতঙ্গ
বৃষ্টির জল অমনিই পড়ে
বন্যজন্তু পা দিয়ে মাড়ায়
কুঠার কাউকে কিচ্ছু বলে না
তার যুগ নেই, তার কাল নেই
বয়স তো গাছ, বয়স পাথর

আজ তুমি এসে ঘাসজঙ্গলে
মাথা রেখে কেন ঘুমিয়ে পড়েছ?
গাছ থেকে পাতা ঘুরে ঘুরে ঘুরে
মুখের ওপর পড়েছে তোমার
ঘাসজঙ্গলে ঢেউ দিয়ে ওঠা
ছোট্ট দুখানি বুকের ওপরে
দুখানি ফড়িং বসে গেছে, ওরা
বৃন্তকে বুঝি পদ্ম ভাবল?
কুঠার তোমার একহাত দূরে
পড়ে আছে, তার গায়ে মৃত্তিকা
গায়ে তো মরচে, সে তবু হঠাৎ
নড়েচড়ে ওঠে, নড়েচড়ে ওঠে
গা থেকে খসায় মরা আকর্ষ
ফের ক্ষত্রিয় হাতে উঠে যায়
তার যুগ নেই, তার কাল নেই
ঘুম থেকে উঠে দ্যাখো একবার
নির্জন এই রাত্রির বনে
সে এখনো ঠিক দণ্ডায়মান!

এবং, শরৎ, ১৯৯৮

কাহিনীকার

ভস্ম ঘুরে বেড়ায় ঘরে, অন্ধকারে ছাপা
কাগজ, বই, মলাট, ছবি, মরা পাখির ডাক—
ভস্ম ঘুরে বেড়ায় ঘরে, ঘরের নীচে চাপা
এক-তোরঙ্গ কাহিনী ভিত ফুঁড়ে উঠতে চায়

তোমার কিছু করার নেই, তুমি কাহিনীকার
একদিন ওই কাহিনীতেই অংশ নিয়েছিলে
নিজের টুঁটি আঁকড়ে ধরে আটকেছো বারবার
আনন্দ চিৎকার, যখন মৃত্যু হচ্ছিল...

মৃত্যু হচ্ছিল? নাকি মৃত্যু হচ্ছে না?
আসছে, আসছে, ফেরত যাচ্ছে, শেষ মুহূর্ত নেই
বুক ভাঙা এই সুখের ধকল অদ্ভুত, অচেনা

এমন চাবুক আগে তোমার কক্ষনও হয়নি

শেষ কালে কী হল? কখন অনন্তকাল পরে
একটি হৃৎপিণ্ডে অপর মরণমুখী ঠোঁট
উপচে নিল সীমা, আকাশ ভেঙে পড়ল ঘরে
আকুল, বিধ্বস্ত ঝড় মেঝেয় গড়াচ্ছে

কিন্তু তুমি অস্থির, কই, শান্তি নেই, নেই—
আগুন তো নামছে না, আগুন নোয়াচ্ছে না মুখ!
বজ্র কোথায় ফেলবে, কোথায় ফেলতে হবে, সেই
চিন্তায় মেঘ মাথা ঠুকছে আকাশে আকাশে
কই সে গাছ? শান্তভাবে বজ্র নিতে পারে?
গাছের পরে গাছের পরে আরেকটি গাছ সেই
পরীক্ষাতে পুড়িয়ে ফেললে, পোড়া অন্ধকারে
ভস্ম ঘুরে বেড়ায় ঘরে, কাগজ, বই, ছবি...

বইয়ের উপর মলাট, নীচে মরা পাখির ডাক
বজ্র উড়ে বেড়ায়, বলে—'আমার গাছ হবি?'
আবার? সে কী? ঘরের মেঝেয় ফাট ধরে যায়—ফাঁক—

এক-তোরঙ্গ কাহিনী ভিত ফুঁড়ে উঠছে, কবি!

সানন্দা, পুষ্পাঞ্জলি, ১৯৯৮

হে সম্পর্ক

মা থাক এখানে, আমরা তার পাশে জড়াবন্দি খেলি
দু'প্রান্তে দুজন আমরা, বিছানার মাটি তেতে যাক
আঙুল দুপুর থেকে রাত্তিরে পৌঁছক, মাঝখানে
শিশু বয়ে চলে, তার গায়ে হাত না ঠেকিয়ে সাঁকো...
আঙুল, হাতের পাতা, কব্জি, বাহু, কাঁধ হাতড়ে পাওয়া
মণিমুক্তো, তারা সব সাড়া দেয়—সাঁকোর ওপারে
কে যে কাকে টেনে আনবে—মাঝখানে মা থাক
ঘুমিয়ে,—আমরা শ্বাস
নিয়ন্ত্রণ করি, ঝড় নিয়ন্ত্রণ করি, বুক ভেঙে
হাতুড়ি আওয়াজ করছে, এত শব্দ, জেগে উঠতে পারে

মা আর মায়ের শিশু, শিশুর পা গায়ে উঠে এল—
নামাও, সাবধানে, শ্বাস আটকে রাখো, হৃৎপিণ্ড-ধ্বনি
এ মুহূর্তে বুক বক্ষে না চাপলে থামবে না, নাগপাশে
দুজনে একত্রে বন্দি না হলে থামবে না—মা এখানে
থাকুক, ভেবো না তুমি, ওপার সমূলে উপড়ে নিয়ে
চলে এসো, একসঙ্গে আমরা দশ মিনিট মরব বলে
পুরোটা শতাব্দী কত কষ্ট করে বেঁচে রইলাম—
ওই যে, ঢং!
বেজে উঠছে শতকের শেষ মধ্যরাত, এর পরেও আবার
দুপারে দুজন আমরা ছিঁড়ে যাব, বালিতে শুকোব
খাঁড়িতে, সমুদ্রে মরব শত্রুর মুঠোয়, গ্রামে গ্রামে
স্বজাতির হাতে পুড়ব সাতশো চালাঘর, খোলামাঠে
বেওয়ারিশ পড়ে থাকব ন্যাংটো লাশ দাঙ্গায় দাঙ্গায়
পুলিশ বুলেটে মরব রেশনের থলি হাতে অজ্ঞাত কিশোর
তুমিও উদ্বাস্তু মেয়ে বিক্রি করবে স্টেশনে যৌবন
সীমান্ত পেরোতে থাকব দলে দলে তাড়া খাওয়া জন্তু না মানুষ
হুমড়ি খেয়ে পড়ব, পিঠে উঠে আসবে পদ-ভার, সাঁজোয়া,
ট্যাঙ্কের চাকা,
উল্কাঘাত, জল
তার আগে একবার, হে সম্পর্ক, হে নিষিদ্ধ সম্পর্ক, একবার
তুমি বুকে উঠে এসো, আমাকে তোমার নীচে ডোবাও, পাহাড়ভাঙা ধ্বস্

দেশ, পূজা, ১৯৯৮

স্বপ্নে

স্বপ্নে তোকে বাড়ির দিকে এগিয়ে দিতে যাই
স্বপ্নে এসে দাঁড়াই পাড়ার মোড়ে
কখন তুই ফিরবি ভেবে চারদিকে তাকাই
টান লাগাই তোর বিনুনি ধরে

স্বপ্নে আমি ভিক্টোরিয়ায় তোর পাশে দাঁড়াই
স্বপ্নে বসি ট্যাক্সিতে তোর পাশে
স্বপ্নে আমি তোর হাত থেকে বাদামভাজা খাই
কাঁধ থেকে তোর ওড়না লুটোয় ঘাসে

তুলতে গেলি—কনুই ছুঁলো হাতে
তুলতে গেলি—কাঁধে লাগল কাঁধ
সরে বসব? আকাশভরা ছাতে
মেঘের পাশে সরে বসল চাঁদ

ক'টা বাজল? উঠে পড়লি তুই
সব ঘড়িকে বন্ধ করল কে?
রাগ করবি? হাতটা একটু ছুঁই?
বাড়ির দিকে এগিয়ে দিচ্ছি তোকে...

স্বপ্নে তোকে এগিয়ে দিই যদি
তোর বরের তাতে কী যায় আসে?
সত্যি বলছি, বিশ্বাস করবি না
স্বপ্নে আমার চোখেও জল আসে!

আমাদের জন্য, বইমেলা, ১৯৯৮

আগুন বিষয়ে আরেকটি

আগুনে হাত বুঝি স্বাভাবিক?
বাঁদিকে ডানদিকে ক্ষুরধার
জনতা পদে-পদে বাঁকাচোখ
জনতা পায়ে-পায়ে অভাগা

আগুনে মুখ বুঝি পুড়ে যায়?
আমি তো মুখ দিয়ে দেখেছি
যে বলে, যারা বলে 'দিবি না'
তারা তো হিংসুটে, অভাগা

আমার হাতেপায়ে ক্ষুরধার
এখনো আগুনের বসতি
কে থাকে? কারা? কারা পুড়ে যায়?
না, তারা কেউ নয় অভাগা

উল্কা ছুটে যায় আকাশে
হাতে সে উল্কাকে লুফে নাও
এই তো, এই, আহ্, আর না—
দুহাতে পাক খায় দাবানল

আইন হাতে নেওয়া দুটি হাত
হাতের দাউ দাউ শস্য
ফেলে কে পিছু ফিরে ছুটেছে?
আগুনে ভয় পাওয়া অভাগা

তুমি কি, তুমিও কি ভয় পাও?
আমাকে? আমার এই আগুনে?
আগুন, জেনে রেখো তুমিও
আমাকে না পোড়ালে অভাগা!

পোয়েট্রি অ্যান্ড আর্ট, বিশেষ সংখ্যা, ১৯৯৮

দুপুর

দুপুর, তোমার হাতে একফোঁটা কবিতা ফেললাম
দুপুর, আমার হাত নাও, ধরে বলো তো—গরম?
আমার হাতের রেখা খুলে নাও দুপুর, ওদের
মাটিতে যেমন ইচ্ছে পেতে দিয়ে দ্যাখো, ওরা দেশেদেশে
সত্যি জলধারা
দুপুর, আমার কোনো তাড়া নেই, জলে শুয়ে ঘুমোব এখন
আমার কি ভয় বলো? তুমি আছো আমার পাহারা!

প্রিয়শিল্প, শরৎ ১৪০৫

ছাইবালিকা

যা ঢাকো তা মেঘ দিয়ে ঢাকো
যা রাখো তা ফেলে রাখো জলে
যা মানো তা রণে রক্তে মানো
বনে আমি ঘুরি কৌতূহলে

সেই বন যেখানে প্রান্তর
সেখানে আগুন কুণ্ড জ্বলে

কয়েকজন মানুষ হাওয়ায়
পাতার মতন উড়ে চলে

একি সত্যি? নিজে চোখে দেখা?
না দেখেছি, হ্যাঁ দেখিনি, বলে
তর্ক লাগে, সফলে, নিষ্ফলে

সে-আগুন শনৈঃ শনৈঃ
সে-আগুন ঢুকেছে জঙ্গলে
সারা বনে ঘোরে দাবানল
ফাটধরা মাটি, দগ্ধ গাছ
ফেলে রেখে যায় বনাঞ্চলে

পোড়া বন থেকে ছাইমাখা
একটি মেয়ে উঠে চলে আসে
দগ্ধ গাছ ছুঁয়ে ছুঁয়ে ঘোরে
রাত্রে শোয় ছাই পাতা ঘাসে

তুমি তার ঘর কোথা রাখো?
তার ছাউনি দাওনি কি বনে?

যা ঢাকো তা মেঘ দিয়ে ঢাকো?
যা রাখো তা রাখো দাবানলে?

কবিকথা, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬

স্বাধীনতা দিবস

পলক তুলতে পলক হারায়। আমি আর মানুষ মাত্র
নই। আমি এক আলো। আমি পৃথিবীতে প্রবাহিত জল
দুপায়ের পাতা ডুবে যায়। এলো, বৃষ্টি ও বাদল, ভাই বোন। চুল
উড়িয়ে নিয়ে যাও।
সংসারে জড়িত বুদ্ধ, তুমি জাতিস্মর, তাই
সংসার ত্যাগ করে মাঝে মাঝে আসো, এই
গদ্য আমি তোমাকে শোনাতে পারছি, ভাগ্য শুধু
এই, আলো শুধু এই, আমি এক আলো, আজকের মতো এই

স্বাধীনতা দিবসে তোমার চক্ষু আমায় দান
করো তোমার হালকা শরীর নিয়ে আমি প্রাণখোলা
রৌদ্রে ঘুরতে যাই।

অভিমান ২৫, ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৮

এই একটা দুপুর

এই একটা দুপুর আমি ঘুমোইনি জেগে উঠিনি মরে যাইনি
বেঁচে থাকিনি এই একটা দুপুর...
এই দুপুরের সঙ্গে যুক্ত হল অনন্তকাল, চিরসময় ঢুকে এলো
জানালা দিয়ে, আমি
জানতাম না যে আমার হাত আমার এই কেঠো রোগা হাত
একটা বীণাযন্ত্র
কনুই থেকে মধ্যমা পর্যন্ত পুরো হাতটা তুমি ধরে রইলে
যেভাবে সেতার ধরে গুণী আর
তাকিয়ে রইলে যেন কী একটা আশ্চর্য জিনিস এই হাত, তুমি
মধ্যমার চূড়া থেকে
ঠোঁট ছোঁয়াতে ছোঁয়াতে নামলে, মীড়ে ঘসিৎ-এ চম্‌কে চম্‌কে
উঠছে কোমল তীব্র সব পর্দা,
আমার হাতের পাতায় তুমি আবিষ্কার করেছ একটা লালশিরা
কী আশ্চর্য সেটা নাকি কাঁপে আমি জানতাম না
এই দুপুরের আগে আমি জল-স্থল-অন্তরীক্ষ জানতাম না এই
একটা দুপুর
আমি জেগে উঠলাম না ঘুমোলাম না মরে গেলাম না বেঁচে
রইলাম না কেবল
পাখি বসলো আমার মুখে মাটি ধসে পড়ল দিক পরিবর্তন
করলো নদীপথ আর
গাছ মানুষ চালাঘর ও চারণরত পশু সমেত পাহাড় থেকে
শিলাখণ্ডের মতো
ভূমিকম্পে খসে পড়ল গ্রাম
তারপর থেকে আমার বাড়ির জায়গায় একটা পার্বত্য জলধারা
আমি ডুবে মরিনি, ভেসে উঠিনি, উড়ে যাইনি
এই একটা
দুপুর আমি স্রোতের বেশি কেউ নই, আমাকে আঁজলায় ভরে
তুললে আমি উঠে যাই আর

তোমার মুখে ঝাপটা দেবার বেশি কোনও কাজ আমি
পারি না তোমার স্নান করবার
সময় হল, তুমি জলের নীচে মাথা ডুবিয়ে দমবন্ধ করে খুঁজে
পেলে আমার চোখ
ঠোঁট চেপে ধরলে বন্ধ চোখের ওপর আমি
দেখতে পেলাম আমার
নেকড়ের জীবন কাঁকড়াবিছের জীবন ময়ালসাপের জীবন,
বনে বনে নরহত্যা করে
বেড়ানোর আর বল্মীকের স্তূপের মধ্যে আত্মগোপন করে
থাকবার জীবন আমার
ভেসে উঠল, ডুবে গেল অন্ধকার চূড়ায়
তোমার বৃন্ত দুটিকে
ঠোঁটে ধরবার অঙ্গীকার করেছিলাম একদিন আর তা পালন
করতেই
এতগুলো যুগ পেরিয়ে আজ এসে পড়লাম এই দুপুরে
এখন কেউ আসবে না এখানে শুধু আমার বুক ঘষে ঘষে
তোমার মাথা চলে আসবে আমার কোলে
আমরা পরস্পরকে খুঁজে বার করবো আবার তোমার
ওষ্ঠচাপের মধ্যে ধৃত এই দুপুরের প্রাণ এই দুপুর এক
প্রকাণ্ড নিথর জলাশয়, এর নীচে
আমরা শুয়ে থাকব আমরা ঘুমোব না জেগে উঠব না
মরে যাব না জন্ম নেব না একবারও
কেননা এই জলাশয়ের মধ্যে স্তব্ধ হয়ে আছে কাল—কেননা
আমরা এখন ভালবাসছি

১৯ অক্টোবর, দেশ, ১৯৯৮

অবসরের গান: জীবনানন্দকে

পূর্বদিক থেকে আসছে বিকেলের রোদ
পশ্চিমে সকাল হবে কাল
সামনে এক মরুভূমি। বালুওড়া টিলা—দূরে
নেমে গেছে দিগন্তের ঢাল

তার মধ্যে মস্ত এক বাড়ি। ছাদে, স্বচ্ছ সরোবর।
কার্নিশে কার্নিশে গাছ। লতাপাতা। দূর দেশের পাখি।

সামনে একটা ডেক চেয়ার। ওলটানো টেবিল। মেঝেতে
শীতলপাটি পাতা।
ঘুরেফিরে খেলা করছে কয়েকটি উন্মাদ ছেলেমেয়ে।

একটু দূরে গৃহকর্তা জড়ানো ধুতির খুঁট গায়ে
দেখছেন নিজের দুটিকে;
ওই মেয়েটা, বিয়ে হল না ওর।
ষাট বছর পার করেও সবসময় ভয় পেত খুব।
মানসিক হাসপাতালে মরে শেষে এখানে এসেছে।
ছেলেটা অনেকদিন লোক চিনতে পারত না ঠিক।
একমনে কাগজ ছিঁড়ত। পঞ্চাশ পেরিয়ে তবে এবাড়িতে
এল।
দেরি একটু হল, ঠিকই। এইবার বেশ কাটবে অবসরজীবন।
জীবন?
এ ভদ্রলোক কবিতা লিখতেন জীবৎকালে।
এখন কেবল পিতা। মানসিক সাম্যহারা
ভর ও ওজনহারা পুত্রকন্যাদের সঙ্গে তাই
খেলে বেড়াচ্ছেন এই ছাদে, ওই ডুবতে থাকা সূর্যের উপরে
হেঁটে বেড়াচ্ছেন, ওই যে বলছেন: আয় আমরা
উনিশশো অনন্তে উড়ে যাই.....

শারদীয় আনন্দবাজার, ১৯৯৮

দোল উৎসব

অলীক গাছপালা, অলীক মৃত মায়ের ছেলে
অলীক ফুটো পয়সা আর অলীক স্বামীঘর
দুচার দশ বছর পর বুঝতে পেরে গেলে
অবিশ্বাসী স্বামীর দিকে তাকানো যায় না

অলীক দোল উৎসব আর অলীক শত ছেলে
পায়ে আবীর দিল—
অলীক তাও কি, ঠাকুরানি?
কত ভাঙন সহ্য ক'রে এতটা পথ এলে
আমরা শিরীষ, আমরা পলাশ, আমরা সব জানি

জানা অলীক, জানার পরও মানুষ ভুল করে
অন্য মেয়ের সঙ্গে জড়ায়, ভোলে নিজের ঘর
তুমিও সেই ভুলের শিকার—
এত বছর পর
দু বার ঘর ভাঙ্গার কথা, না, মনে আনছ না

আমরা পলাশ, আমরা শিরীষ, তোমার পাশে পাশে
আমরা আছি, দেখছি হাসির তলায়
লুকোও কী লাঞ্ছনা!
দেখছি এমন দোল উৎসবে, অবিশ্বাসী জেনে যাওয়ার পরে
পুরোনো বৌ, স্বামীর দিকে তাকাতে পারছ না!

দেশ, ৩ এপ্রিল ১৯৯৭

রং করো

সাত সকালে ডোবারপাশে কচুপাতায় রোদ
বক্‌লো আমায়, 'তুই ব্যাটা নির্বোধ।'

পুঁচকে একটা ঘাসের মাথায় শিশিরজলের ফোঁটা
বলল, 'তুমি আস্ত মাথা মোটা।'

শরৎকালের হাওয়ায় কাঁপা বাব্‌লাগাছের ডাল
বলল, 'সরাও মন থেকে জঞ্জাল।'

দিগন্তের সামনে দিয়ে দৌড়ে যাওয়া মাঠ
বলল, 'তুমি মানুষ নাকি কাঠ?

আমার ওপার দেখতে তোমার ইচ্ছে করছে না?
তুমি কেবল ঘর দিয়ে আর চাকরি দিয়ে কেনা?'

থালার মতো সূর্য ধ'রে বলল দিঘির জল:
'ভয় কাটিয়ে চান করবি চল।'

গাছের মাথায় বাঁক নিল যেই সাতটি বকের সারি
গাছ বলল, 'অমন কবি আমিও হতে পারি।

ভারী গুমোর, গোমড়া মুখে সারাটা দিন বসে
যে ভাবছে, হুম! লিখতে হবে!—আসলে অন্ধ সে!'

চিড়িক ক'রে ঘাড়ঘোরালো লেজঝোলানো ফিঙে :
'ঝিমুচ্ছে কে দুঃখনেশায়? মনমরা আফিঙে?

সে হইতেছে ভিতুর ডিম্ব, সে হইলো ঘরকুনো!'
হাওয়া বলল, 'মাঝে মধ্যে আমার কথা শুনো

উল্টোপাল্টা ছুট লাগিও দিকে দিগন্তরে
কিসের এত রাগ গো তোমার, গুমরে থাকবে ঘরে?'

হাওয়া আমার জান্‌লা দিয়ে বেরিয়ে যেতেই চড়াই
ঢুকে বলল , 'এসো তোমায় প্রথম থেকে পড়াই।'

'কী পড়াবে? কী শেখাবে গুরা?
শেকড় গাড়া, দৌড়োনো আর ওড়া'

বলতে বলতে মাঠের ওপর একঝাঁক মেঘ দাঁড়ায়
এক পাড়াতে রোদ রাখে আর বৃষ্টি আর এক পাড়ায়

কচুর পাতা, ছাইগাদা আর দিঘির পাশে ঘাস
সব ছাপিয়ে তুলির টানে দাঁড়িয়ে ওঠে কাশ

বৃষ্টি আবার কী বলতে কী বলবে এই ত্রাসে
জান্‌লা আধেক ভেজিয়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকি পাশে

সামান্য এই রেলের মাঠে সামান্য জলধারা
তাতেই যেন রূপকথা হয় সামান্য এই পাড়া

পাড়ার শেষে শিবমন্দির, হুড়-খোলা রিক্‌শায়
টোপর হাতে বর-বৌটি গ্রামের দিকে যায়

রিক্‌শাওয়ালা, বুড়োমতন, গামছা-ঢাকা মাথা
বৌটি তাকে এগিয়ে দিচ্ছে নিজের রঙিন ছাতা

বৃষ্টি তাতে রঙিন, তবে রং করো মাঠটাই
আমি এবার টেবিলে ফিরি, লেখায় বসে যাই।

কবি আর আলাদিন

কাল আমি যে-লেখার ওপর ঘুমিয়েছিলাম
সেসব লেখা আলাদিনের
হ্যাঁ, আলাদিন লিখত, তুমি জানতে না কি?
সকালবেলার নতুন পাখি?
মাটির ওপর সেসব লেখা ছড়িয়ে রেখে
ঘুমিয়ে পড়ত
দু'হাত দিয়ে প্রদীপ ঢেকে
তার মা এসে খবর নিত :
ও আলাদিন, ঘুমোলি কি?
এই প্রদীপে দৈত্য নেই, এম্‌নি প্রদীপ
এই প্রদীপে ঘুমন্ত গাঁ, জংলা নদী
নদীর ধারে একটা অশথ, তার কোটরে
পথহারানো একটি পাখি ঠাঁই নিয়েছে
সেই পাখিটার ভয় পাওয়া চোখ কেমন করে
শান্ত হল, তাও দেখা যায়
মায়ের হাতের ওই প্রদীপে চোখ রাখলে
—ও আলাদিন, ঘুমোলি কি?
খবর নিয়ে মা ঘুমোতো নিজের ঘরে
মাটির ওপর নিজের লেখা ছড়িয়ে রেখে
আলাদিন তো লম্বা তখন।
সেই সুযোগে
ওসব লেখা জান্‌লা দিয়ে উড়ে বেরোয়
কেউ গালিচা, কেউ-বা মিনার, কেউ-বা পরি
ওড়নাটাকে ডানার মতো ছড়িয়ে দিয়ে
উড়ছে,
—পাখি, সকালবেলার নতুন পাখি,
তোমার বুঝি হিংসে হচ্ছে?
হোক্‌গে, শোনো,
মিনার ওঠে দুলতে দুলতে আকাশচূড়ায়
দুলতে দুলতে মুকুট খসায়, মুকুট থেকে
সারা শরীর—অত্তবড় শরীরখানা
ঝরতে ঝরতে জোনাকজ্বলা বিন্দু হল
দূরবিনে কি গ্যালিলিও দেখতে পেতেন, ওদের?
—উহুঁ
গ্যালিলিওর সঙ্গে আবার আলাদিনের ভাবসাব নেই
—কিন্তু সেসব অন্য গল্প, পরে বলব।
এদিকে সে গাল্‌চে তখন ভাসতে ভাসতে

নামছে মরুভূমির মধ্যে,
যেই না রাতের ঠাণ্ডা বালি স্পর্শ করল
অমনি জানো! সে গাল্‌চে না,
সমুদ্র-ঢেউ
মরুর বালু ভাসিয়ে নিয়ে ছোট্ট তারা-ফুটকি করে
ছড়িয়ে দিল আকাশে ফের
পরি তখন, ওড়না পরা সেই পরিটা,
উড়তে উড়তে
চাঁদের কাছে পৌঁছে গেছে। ওড়না ছুঁড়ে
চাঁদকে বেঁধে নিয়ে চলল পিছন পিছন
গাল্‌চে ভরা সমুদ্র ; তার শেষ কিনারে
শেষের পরেও আরেকটু শেষ,
তার ওধারে

কী আছে তা কেউ জানে না,
কিন্তু পরি
দু'হাত মেলে ঝাঁপ দিল—আর শূন্য! শূন্য'
শূন্য তো নয়! সমুদ্রই তো, অফুরন্ত,
সাঁতার-কাটা গাল্‌চে তখন আকাশ ভরে
ঢেউ খেলাচ্ছে
তাতেই পরি ডুবছে, ডুবছে, ডুবে কোথায় তলিয়ে গেছে।
ওই যে দ্যাখো, ওড়না-বাঁধা চাঁদটা শুধু
আবছামতো আটকে আছে
ভোর আকাশে
সে চাঁদ তুমি দেখলে না কি,
সকালবেলার নতুন পাখি?
ও চাঁদটা না আলাদিনের
হ্যাঁ, আলাদিন চাঁদও বানায়, বানাতে নেই?
ও আলাদিন, আলাদিন গো, দেখি আজকে কী বানালে?
ডাকতে ডাকতে ঘরের মধ্যে ঢুকেই দেখি
আলাদিন তো ঘুমিয়ে আছে
নিজের লেখা মাটির ওপর ছড়িয়ে রেখেই!

চড়ুইয়ের বাড়িতে

সকাল থেকে বাড়িতে লোক, লিখতে বসার
উপায় নেই, বাড়িতে লোক, বাড়িতে লোক
কোথায় পালাই? ফোনের আওয়াজ! চড়ুই আমায়
ঘুলঘুলিতে উঠিয়ে দিল, বাড়িতে লোক
বেলা টিপছে, ফিরে যাচ্ছে। চড়ুই আমায়
তার বাসাতে বসিয়ে রেখে বেরিয়ে গেল
বাসার মধ্যে এই টুক্ টুক্ দু'খানা ডিম
কি আর করি? তা দিচ্ছি—
কাবেরীও খাবার নিয়ে জাগতে জাগতে ঘুমিয়ে পড়লো
বুকুনও তার হোম ওয়ার্কের খাতার ওপর
হিজিবিজি আঁকতে আঁকতে মায়ের পাশে.....
আর হলো কী! তা দিতে, তা দিতে দিতে
ডিম ফুটে সেই মাঝরাত্রে হঠাৎ কখন
চিড়িক ক'রে ডেকে উঠলো
—নতুন লেখা!

অপ্রকাশিত

যথেষ্ট কবিতা

যথেষ্ট যথেষ্ট দুটো কাক ডাকছে যথেষ্ট যথেষ্ট একটা
হলদে ফুল মুখ নাড়ছে, তারের ওপর ফিঙের ন্যাজ নাকের ওপর
পুচুস—ইস, ম্যাগো!

যথেষ্ট যথেষ্ট এই টেলিগ্রাফের তার চলছে ঢেউ তুলে ঢেউ নামিয়ে ওই
ট্রেনের সঙ্গে মাঠ ছাড়িয়ে আরেকটা মাঠ, মাঠের সঙ্গে
দৌড়ে দৌড়ে দু'-চারটে শীত দু'-এক গ্রীষ্ম দু'-তিন শতক-কাল...

অপ্রকাশিত

কীর্তি

আর কোথাও রক্ত নয়, কাঁটাও নয়, ছুরি-কাঁচির মহিমা নয়
বমির বেগ, থুথুকীর্তি নয় কিচ্ছু নয় কেবল আমগাছের তলায় একটা
মরবার আকাশ

অপ্রকাশিত

প্রেমিকের জন্য আর অপেক্ষা কোরো না

সন্ধে হয়ে গেছে। বাড়ি যাও।
আর দাঁড়িও না।
গাছ, ফ্ল্যাটবাড়ি, গাছ, সাইনবোর্ড, গাছ
তার ফাঁকে আকাশে স্লেট রং—দূরে দূরে সন্ধ্যার দোকান
একেকটা স্কুটার, মারুতি
আলো ঝল্‌কে ঘুরে যায় কালভার্টের পাশে
মাত্র সাতদিন আগে ঘুরে চলে গিয়েছে যে-ঝড়
সে আবার ফিরে আসছে।
রাস্তায় ঠোঙার সঙ্গে পাক খাচ্ছে ধুলো
হাওয়ার গলায় ক্রমে গর্জনের স্বর।
কী একটা অদ্ভুত ছট্‌ফটানি
পিঠ নাড়তে শুরু করলো শহরতলির জোড়া পুকুরের জলে...

বাড়ি যাও, দাঁড়িও না আর। গিয়ে দেখ
কাজের লোকের কাছে রেখে আসা তোমার বাচ্চাটি
খেলতে খেলতে মেঝেতেই ঘুমিয়ে পড়েছে
ছোট-বড়ো খেলনার জঙ্গলে!

অপ্রকাশিত

হাসপাতালের গাছ

হাসপাতালের মধ্যে গাছ।
সূর্যাস্তের আগে আর পরে
তার ঘোর লাগা মস্ত মাথার ভেতরে
পাখির আওয়াজ শুধু পাখির আওয়াজ...

হাসপাতালের মধ্যে গাছ। তার
পায়ের তলায়
সাদা অ্যাম্বুলেন্স গাড়ি,
স্ট্রেচার নামানো আর তোলা—
উদ্বেগ—আত্মীয়বন্ধু—স্ত্রীর চোখে জল
স্টেথো হাতে নতুন ডাক্তার—
রাত্রি হলে
এক ওয়ার্ড থেকে অন্য ওয়ার্ডে
বেঁকে যাওয়া পিচ্ রাস্তা ধ'রে
শ্বেতপরীদের মতো নার্স-চলাচল

অপ্রকাশিত

আমরা দু'জন একটি গাঁয়ে থাকি

ওইদিকে নবদ্বীপ—আর এইদিকে শান্তিপুর
এই দুই বসতির কাঁধ-মাথা ছুঁয়ে গঙ্গা বয়েছে অনেক
শ-দুই বছর আগে তোমার প্রপিতামহ, তাঁর পরিবার
নবদ্বীপে থাকতেন। আমাদের পূর্বপুরুষেরা শান্তিপুরে।

আজ এই শহরে তুমি আমারই পাড়ায় কিছুকাল
বাসা ভাড়া ক'রে থাকলে। উঠে গেলে।
তোমার বাড়ির সামনে ঘুরে ঘুরে ঘুরে
আমি দিগ্বিদিকে চলে গেছি।
আমার মাথায় কাঁধে বৃষ্টি তার শিলা আর ঝোড়োগাছ
পাতা দিল ছুঁড়ে

কোন পাড়ায় উঠে গেছ সন্ধান করি না—শুধু দেখতে পাই দূরে
গঙ্গার ওপর দিয়ে একটা পাখি উড়ে আসছে—উড়ে আসছে—
নবদ্বীপ থেকে শান্তিপুরে...

অপ্রকাশিত

গ্রন্থ-পরিচয়

পাতার পোশাক। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-৯।
প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি ১৯৯৭। পৃ. ১১৪। মূল্য ৪০.০০
প্রবেশক: সবার জন্য একটা করে পাতার পোশাক তৈরি রাখো।
উৎসর্গ: অনুপ আর মঞ্জুকে।
প্রচ্ছদ: কৃষ্ণেন্দু চাকী
মূল গ্রন্থটি তিনটি অংশে বিভক্ত। 'পাতার পোশাক', 'সেতু, শ্রম অভিজ্ঞতা', এবং 'কবিকাহিনী'।
'পাতার পোশাক' থেকে 'মানুষ' পর্যন্ত চব্বিশটি কবিতা 'পাতার পোশাক', 'সেতু' থেকে 'মা-ও যেন কবিতা লেখেন' পর্যন্ত বাইশটি কবিতা 'সেতু, শ্রম, অভিজ্ঞতা' এবং 'শুভরাত্রি-লেখা মেঘ' থেকে 'এ-গ্রন্থের পরিশিষ্ট' পর্যন্ত নয়টি কবিতা 'কবিকাহিনী' অংশের অন্তর্ভুক্ত।

বিষাদ। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-৯।
প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি ১৯৯৮। পৃ. ৭৪। মূল্য ৩০.০০
উৎসর্গ: সব মৃত বন্ধুত্বকে
প্রচ্ছদ: প্রবীর সেন
এই কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলি মূলগ্রন্থ প্রকাশের আগে অন্য কোনও পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হয়নি।

মা নিষাদ। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-৯।
প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি ১৯৯৯। পৃ. ৫৪। মূল্য ৬০.০০
উৎসর্গ: শক্তি চট্টোপাধ্যায়
মূল গ্রন্থটি চিত্রশোভিত। শিল্পী শুভাপ্রসন্ন কবিতাগুলি পড়ে তাঁর উপলব্ধিকে প্রকাশ করেছেন চিত্রের মাধ্যমে। বাস্তবিক পক্ষে কাব্যগ্রন্থটি কবি জয় গোস্বামী ও শিল্পী শুভাপ্রসন্নর এক অনুপম যুগলবন্দি।

তোমাকে, আশ্চর্যময়ী। বিজল্প প্রকাশন; কলকাতা-৯।
প্রথম সংস্করণ বইমেলা ১৯৯৯। পৃ. ২৪। মূল্য ১৫.০০
প্রচ্ছদ: সাম্যব্রত জোয়ারদার
মূল গ্রন্থের পশ্চাৎ প্রচ্ছদে মুদ্রিত 'প্রেম বলে দোষ দাও...' কবিতাটি বর্তমান সংকলনে 'শেষ প্রচ্ছদের কবিতা...' নামে গৃহীত হল।

সূর্য-পোড়া ছাই। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-৯

প্রথম সংস্করণ ডিসেম্বর ১৯৯৯। পৃ. ৭২। মূল্য ৩৫.০০
উৎসর্গ: সাগরময় ঘোষ
প্রচ্ছদ: কৃষ্ণেন্দু চাকী
প্রকাশকের নিবেদন।
এই গ্রন্থের কোনও কবিতারই শিরোনাম নেই। সংখ্যা দিয়েও এদের চিহ্নিত করা হল না। একেক পাতায় এক-একটি স্বতন্ত্র কবিতা দেওয়া রইল।

বর্তমান সংকলনে কবিতাগুলি চিত্রাণুর মাধ্যমে পৃথক করে বোঝানো হল।
এই গ্রন্থের কবিতাগুলি মূল গ্রন্থ প্রকাশের আগে অন্য কোনও পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়নি।

সংযোজন। এই অংশে ১৯৭৯ থেকে ১৯৯৯ পর্যন্ত লেখা বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত এবং কয়েকটি অপ্রকাশিত সর্বমোট ৭২টি কবিতা প্রকাশিত হল। কবিতাগুলির প্রকাশকাল ও যে-পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত তার নির্দেশ কবিতার নীচে দেওয়া হল।

'যমজ' নামক গদ্য কবিতাটি ১৯৮১-তে লেখা এবং ১৯৮২-তে প্রকাশিত হয়। পরবর্তী কালে ১৯৯০-তে নবতর আঙ্গিকে সনেটকল্পরূপে মূল ভাবটি ফিরে আসে 'এক' নামক দীর্ঘ কবিতার অংশরূপে। 'এক' কবিতাটি 'কবিতা সংগ্রহ' প্রথম খণ্ডে 'এক' কাব্যগ্রন্থে প্রকাশিত।

'কবি ও কবিতা' এবং 'মধুবন' কবিতাদুটি 'ভুতুম ভগবান' কাব্যগ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণে প্রকাশিত। যেহেতু 'কবিতা সংগ্রহ' প্রথম খণ্ডের অন্তর্গত 'ভুতুম ভগবান' গ্রন্থে এ কবিতাদুটি স্থান পায়নি তাই বর্তমান সংকলনে গৃহীত হল।

'সকালবেলা' থেকে 'উৎসর্গ' পর্যন্ত বারোটি কবিতা বিজল্প প্রকাশন থেকে বইমেলা ১৯৯৮ উপলক্ষে 'সকালবেলার কবি' নামক একটি পুস্তিকারূপে প্রকাশিত হয়।

'কবি ও আলাদিন' এবং 'রং করো' কবিতা দুটি মূলত কিশোরদের জন্য লেখা হলেও এর মধ্যে কবি চরিত্রটি ঘুরে ফিরে এসেছে, যা কবির অন্যান্য অনেক কবিতাতেই আছে, তাই বর্তমান সংকলনে ওই কবিতাদুটি অন্তর্ভুক্ত হল।

প্রথম পঙ্‌ক্তির বর্ণানুক্রমিক সূচি

প্রথম পঙ্‌ক্তি	কবিতার নাম	গ্রন্থনাম	পৃষ্ঠা
অতীতের দিকে উঠে চলে	—	সূর্য-পোড়া ছাই	১৮৩
অন্ধ অন্ধ হাত বাড়াও হাতড়ে যাও...	নাগালে তারকা	পাতার পোশাক	২৪
অন্ধকার আকাশবাতি	—	সূর্য-পোড়া ছাই	১৮৬
অন্ধ চলেছেন, খঞ্জ, চলেছেন...	—	,,	১৯৫
অন্ধকার থেকে আমি	অন্ধকার থেকে আমি	বিষাদ	১১৭
অন্ধকার পরমহংস, লতাপাতায় ঢাকা	মা আর উন্মাদ পুত্র	পাতার পোশাক	৫৯
অন্ধকার জলের কাছে মৃত্যুদিন...	বনসৃজন	সংযোজন	২১৫
অন্ধকার হয়ে আসছে...	অন্ধকার হয়ে আসছে	বিষাদ	৯১
অলীক গাছপালা অলীক...	দোল উৎসব	সংযোজন	২৫২
অস্ত্র ফ্যালো, অস্ত্র রাখো পায়ে	অস্ত্রের বিরুদ্ধে গান	পাতার পোশাক	৪৪
আগুন উড়ছে	আমরা পথিক	মা নিষাদ	১৩৪
আগুন ধরিয়ে দিতে হবে	ন্যাড়াপোড়া	সংযোজন	২২৯
আগুনে হাত বুঝি স্বাভাবিক	আগুন বিষয়ে আরেকটি	,,	২৪৭
আজ একটা অজগর আমাকে...	আজ একটা অজগর	বিষাদ	১০৭
আজ কী নিশ্চিত কী বিদ্যুৎ	—	সূর্য-পোড়া ছাই	১৯০
আজ শান্ত হল হাত...	পরিশিষ্ট	তোমাকে, আশ্চর্যময়ী	১৭১
আনন্দ শ্যামবাবু স্যার...	আনন্দ শ্যামবাবু স্যার	বিষাদ	১০০
আমরা নিশ্চয় জনপদ	রাজপুত্র রাজকন্যা	পাতার পোশাক	৩৪
আমলকীতলার গন্ধে সার বিষণ্ণতা	—	সূর্য-পোড়া ছাই	১৮৪
আমলকীতলার নীচে মায়ের...	—	,,	১৮২
আমাকে দেবতা বলে একদিন...	আমাকে দেবতা বলে	বিষাদ	১০০
আমাকে প্রত্যেকবার কেটে	—	সূর্য-পোড়া ছাই	১৮২
আমাদের ঘরে এসো, এসো শান্তি...	আমাদের ঘরে এসো	বিষাদ	১১৬
আমাদের ছাদে এল মরা মেঘ...	আমাদের ছাদে এল	,,	৯৪
আমাদের মধ্যে এই গুণতিলক	জনসাধারণবাটী	সংযোজন	২২৭
আমাদের হাতে ছিল...	উনিশ	তোমাকে, আশ্চর্যময়ী	১৬৮
আমার উরুতে মাথা রেখে	একটি কবিতা	সংযোজন	২৩১
আমার ছলনারাশি তুমি	বাইশ	,,	১৬৯
আমার দুশ্চিন্তা নেই...	আট	তোমাকে, আশ্চর্যময়ী	১৬৩
আমার দুহাতে পাপী...	সানন্দা পৃথিবী, তার...	পাতার পোশাক	৭৩
আমার বিদ্যুৎমাত্র আশা	—	সূর্য-পোড়া ছাই	১৭৭
আমার মায়ের নাম বাঁকাশশী	—	,,	১৮০
আমার যখন খুশি বোধবুদ্ধি	নয়	তোমাকে, আশ্চর্যময়ী	১৬৪

আমার যমজ মুখ আমি...	যমজ	সংযোজন	২১৯
আমার সবচেয়ে ভয় হয়...	গৃহবধূর ডায়েরি	পাতার পোশাক	৩৭
আমার স্বপ্নের পর স্বপ্ন...	—	সূর্য-পোড়া ছাই	১৯৯
আমার হাত ফসকে প্রেম...	আমার হাত ফসকে...	বিষাদ	১০৮
আমি তো আকাশসত্য...	—	সূর্য-পোড়া ছাই	১৯৯
আর আমি অবশ এক	বিষ	সংযোজন	২২৮
আর কারো ময়ূর যাবে না	—	সূর্য-পোড়া ছাই	১৮৭
আর কোথাও রক্ত নয়...	কীর্তি	সংযোজন	২৫৮
এই একটা দুপুর আমি	এই একটা দুপুর	,,	২৫০
এই একরোখা স্বপ্ন অনন্তের	আঠেরো	তোমাকে, আশ্চর্যময়ী	১৬৭
এইখানে এসে প্রেম শেষ হল...	এইখানে এসে প্রেম	বিষাদ	১১৬
এই ঘরে পড়শি ছিল আমার...	এই ঘরে পড়শি ছিল	,,	১১৫
এইবার ধাঁধা শোনো মূর্তিমতী...	পাঁচ	তোমাকে, আশ্চর্যময়ী	১৬২
এইমাত্র মেঘ করল...	এইমাত্র মেঘ করল	বিষাদ	৯১
এইমাত্র মেঘ সরলো,...	এইমাত্র মেঘ সরলো	,,	৯১
এই যে আমার নীল ধারণা	এক	তোমাকে, আশ্চর্যময়ী	১৬১
এই শেষ পায়রা। এই শেষ	—	সূর্য-পোড়া ছাই	১৯৭
এক বাক্য হাতে রেখে...	ছাব্বিশ	তোমাকে, আশ্চর্যময়ী	১৭১
একটি শেষ মুহূর্তের নারীসিন্ধুতট	—	সূর্য-পোড়া ছাই	১৮৭
একবার তাকাও সোজা...	একবার তাকাও সোজা	বিষাদ	১০৬
এভাবে কতদিন কাটাবে তুমি...	উপাসক	সংযোজন	২১৯
এ যে কী সহাস্য কী যে...	দশ	তোমাকে, আশ্চর্যময়ী	১৬৪
এসো সংকলনকর্তা...	কুড়ি	,,	১৬৮
ঐ, ঐযে কষ্ট আমাকে ছেড়ে...	প্রেম চলে যাবার পর	পাতার পোশাক	৪০
ওই কালস্রোত। আমি	—	সূর্য-পোড়া ছাই	১৯৬
ওই তো পার্কের বেঞ্চ, ওই তো...	ওই তো পার্কের বেঞ্চ	বিষাদ	১১৫
ওইদিকে নবদ্বীপ—আর...	আমরা দু'জন একটি...	সংযোজন	২৫৯
ওই নোকারির মাঠ, ওই মাঠে...	ওই নোকারির মাঠ	বিষাদ	৯৮
ওই যে দুজন তোমরা থামের...	ওই যে দুজন তোমরা	,,	১১৪
ওই যে বাড়ির তীরে...	—	সূর্য-পোড়া ছাই	১৮৯
ও গেছে ভাইয়ের কাছে...	পদ্ম ও শালুক	সংযোজন	২৩৬
ওরা ভস্মমুখ। ওরা...	—	সূর্য-পোড়া ছাই	১৯৭
কখনো চোখের জল ফেলতে...	কখনো চোখের জল	বিষাদ	১১৩
কত পরামর্শ, কত পরামর্শ...	একুশ	তোমাকে, আশ্চর্যময়ী	১৬৯
কত বাক্যব্যয় কত আবেদন...	কত বাক্যব্যয়	বিষাদ	৯৭
কদম ফুলের গায়ে...	কদম ফুলের গায়ে	,,	৯৬
কয়েকটি মাটির টব, ভিতরে আমার...	কয়েকটি মাটির টব	,,	১০৯
কলসিতে অমৃত আছে।...	কলসিতে অমৃত আছে	,,	১১৪
কষ্ট দিয়ে কষ্ট দিয়ে রান্না...	কষ্ট দিয়ে কষ্ট দিয়ে	,,	১১৭
কাঁচের এপার আর কাঁচের ওপার	কাঁচ	সংযোজন	২৩৪
কাঠের ছাগল আর কাঠের মহিষ....	—	সূর্য-পোড়া ছাই	১৮০
কাদের রান্নার গন্ধ?...	কাদের রান্নার গন্ধ	বিষাদ	১১৮

কাল আমি যে-লেখার ওপর...	কবি আর আলাদিন	সংযোজন	২৫৫
কাল যে আগুন তুমি...	সতেরো	তোমাকে, আশ্চর্যময়ী	১৬৭
কিন্তু আগুনের মধ্যে গিয়ে...	—	সূর্য-পোড়া ছাই	১৯১
কী দুর্গম চাঁদ তোর...	—	,,	১৮১
কী নেবে আমার কাছে?...	কী নেবে আমার কাছে	বিষাদ	১১৮
কীভাবে এলাম এই শহরে...	কীভাবে এলাম এই...	,,	৯৯
কীভাবে পেয়েছি তার মৃতদেহ...	কীভাবে পেয়েছি	,,	১০৩
কী সুন্দর গাছ, তাতে...	ষোলো	তোমাকে, আশ্চর্যময়ী	১৬৭
কী সুন্দর ফোটোস্ট্যান্ড	কী সুন্দর ফোটোস্ট্যান্ড	বিষাদ	৯৪
কূর্ম চলেছেন, তাঁর পিঠ...	—	সূর্য-পোড়া ছাই	১৯৩
কে তোর পিতা? রৌদ্রকিরণ	মেঘবালিকার পরিচয়	পাতার পোশাক	৪২
কেন আমি অন্ধকার বিষাদ ছাপাই	কেন আমি অন্ধকার	বিষাদ	১০৭
কে মেয়েটি হঠাৎ প্রণাম করতে এলে?	বৃষ্টিভেজা বাংলা ভাষা	পাতার পোশাক	৪১
কোন রাস্তা ডাইনে রইল...	কোন রাস্তা ডাইনে রইল	বিষাদ	৯৩
কোনো মেঘ কেটে যায় না...	কোনো মেঘ কেটে...	,,	১১৩
ক্রোধী এই বৈশ্বানর হা হা...	আবেদন	সংযোজন	২১৬
ক্ষত্রিয়, তার কুঠার এখনো	কুঠার	,,	২৪৩
ক্ষুধার শেষ ক্লান্তি...	—	সূর্য-পোড়া ছাই	১৮৫
খপ করে যেই ধরতে গেলি...	মধুযামিনী রে	সংযোজন	২২৬
খিদে নিয়ে, লেখা ভালো	লেখা	,,	২২৫
খেলা? সূর্য। খেলা? চাঁদ।...	খেলা	পাতার পোশাক	৫৩
গরম গলানো পিচে হৃৎপিণ্ড...	গরম গলানো পিচে	বিষাদ	১০১
গাছেরা জন্মান্ধ।	—	সূর্য-পোড়া ছাই	১৯৩
ঘরে ঘরে এত অগ্নি-সংযোগ...	ঘরে ঘরে এত অগ্নি	বিষাদ	১০৬
ঘরে রাধাবিনোদ আকাশ	—	সূর্য-পোড়া ছাই	১৮৩
ঘাস বন, ঘাস বন, হাঁটু উঁচু...	ঘাস বন, ঘাস বন	বিষাদ	৯২
ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে দেখি শত্রুর...	ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে দেখি	,,	১১০
ঘুমোনোর পশুগুলি খুলে গেছে...	ভোর	সংযোজন	২১৭
চন্দ্রাতপ, চাঁদোয়া, সামিয়ানা	মানুষ	পাতার পোশাক	৪৬
চলো অগ্নিকাণ্ডে জল টিন টিন...	অগ্নিকাণ্ড	,,	৫৬
চাঁদের কপালে চাঁদ,...	আমরা এই তীর থেকে	বিষাদ	১১৯
চোদ্দ ডিঙা ডুবে গিয়ে মেঘে...	ডিঙা	পাতার পোশাক	৩৭
ছাদে জড়ভরত সন্তান...	—	সূর্য-পোড়া ছাই	১৭৮
ছোট থেকে একসঙ্গে বড় হয়ে উঠে	সমান বৃত্তির যত লোক	সংযোজন	২০৭
জননী এই আঙিনা আজ	—	সূর্য-পোড়া ছাই	১৮২
জল ও সাবান গন্ধ অন্ধ হয়ে...	দুই	তোমাকে, আশ্চর্যময়ী	১৬১
জল ঘুরে চলে যায়,...	একটি কবিতা	সংযোজন	২২৭
জল থেকে ডাঙায় উঠে ওরা	—	সূর্য-পোড়া ছাই	১৮৬
জলযান। রক্তিম বিনাশ	রঙ	পাতার পোশাক	৫৫
জল সরে সরে গিয়ে মাথা...	যক্ষ	সংযোজন	২০৫
জলের কিনারে তার মৃত...	উই	,,	২১৪
জলের ধারে অপেক্ষা করছি	লোক নেওয়া হয়ে গেছে	,,	২০৫

জানি যে আমাকে তুমি...	জানি যে আমাকে তুমি	বিষাদ	১১১
জীবন একমাত্র এই আমার...	উৎসর্গ	সংযোজন	২৩৭
জ্ঞানশীর্ষ, জটাধারী, গামছা না,...	জটা	পাতার পোশাক	৫৩
জ্বলতে জ্বলতে পাখি পড়ছে	—	সূর্য-পোড়া ছাই	১৯৯
ঝড় উড়িয়ে নিয়েছে খুদকুঁড়ো	খুদকুঁড়ো	পাতার পোশাক	৩৫
ঝাঁটা বালতি ছুঁয়ে বলছি,...	ঝাঁটা বালতি ছুঁয়ে বলছি	বিষাদ	১০১
তমসা, আমার সীমা জল	—	সূর্য-পোড়া ছাই	১৭৮
তাকিয়েছিল। সে-তাকানোর	এক পলকের কবিতা	পাতার পোশাক	৩৬
তাত লেগে চোখ খুলল	—	সূর্য-পোড়া ছাই	১৯৭
তার কাছে ঋণ আছে একটি...	তেইশ	তোমাকে, আশ্চর্যময়ী	১৬৯
তারাখণ্ড সমুদ্রে পড়েছে	—	সূর্য-পোড়া ছাই	২০০
তিনটে লম্বা পেঁপে গাছ...	তিনটে লম্বা পেঁপে...	বিষাদ	৯৭
তুমি একা পাঠক, প্রান্তরে?...	মরু নির্দেশিকা	পাতার পোশাক	৭২
তুমি কি বিশ্বাসহন্তা?...	—	সূর্য-পোড়া ছাই	১৯৮
তুমি সঙ্গে ছিলে তুমি...	চব্বিশ	তোমাকে, আশ্চর্যময়ী	১৭০
তোমাকে কাদার মধ্যে	—	সূর্য-পোড়া ছাই	১৯৩
তোমার আমার শব	সূর্যোদয়	সংযোজন	২৩০
তোমার না-বেরোনো বইয়ের নাম	তোমার না-বেরোনো...	পাতার পোশাক	২৪
তোমার নিঃশ্বাস পড়ছে কপালে...	তোমার নিঃশ্বাস...	বিষাদ	১১১
তোমার পুরুষমুখে কাঁধ...	—	সূর্য-পোড়া ছাই	১৯৪
থমথম করছে রাত্রি,...	জঙ্গল	সংযোজন	২১৪
দিন আমাকে খাতা দিন,...	বারো	তোমাকে, আশ্চর্যময়ী	১৬৫
দুখানি জানুর মতো খোলা	—	সূর্য-পোড়া ছাই	১৮৫
দুজন চোখের চেনা পাকে...	আবার রোদ্দুর	সংযোজন	২৩৮
দুপুর তোমার হাতে একফোঁটা...	দুপুর	”	২৪৮
দুপুর পেরোই, ঝাঁ ঝাঁ গাছপালা	মাঠে একটা বাড়ি	পাতার পোশাক	৪১
দেখা যায় না, এমন এক...	জন্তু	সংযোজন	২১৩
ধাতুশব্দ। যন্ত্রাঘাত। গাঁইতি ও শাবল...	খনি	পাতার পোশাক	৫৪
ধ্বংসমুখ। যাত্রাক্রম	যাত্রী	”	৫৭
না বসা যাবে না এই...	না বসা যাবে না	বিষাদ	৯৯
না যদি তমসা মাত্র ধ্বনি...	সেতু	পাতার পোশাক	৪৭
নিজের ছেলেকে খুন ক'রে	—	সূর্য-পোড়া ছাই	১৮৮
নৌকো থেকে বৈঠা পড়ে যায়	—	”	১৯৮
পরির পাশে পরির বোন	ফুটকড়াই	সংযোজন	২২২
পরিষ্কার জামাকাপড়, পরিষ্কার...	একটি পরিষ্কার কবিতা	পাতার পোশাক	৪০
পলক তুলতে পলক হারায়...	স্বাধীনতা দিবস	”	২৪৯
পশ্চিমে বাঁশবন, তার ধারে...	—	সূর্য-পোড়া ছাই	১৯৩
পাঁচপ্রদীপের শিখার ওপর হাত	মা-ও যেন কবিতা....	পাতার পোশাক	৬০
পাখিটি আমাকে ডেকে বলল...	পাখিটি আমাকে ডেকে	বিষাদ	১১০
পা পুঁতে পা পুঁতে রাখা কোমর...	চার	তোমাকে, আশ্চর্যময়ী	১৬২
পালাও অসীমে আজ...	এগারো	”	১৬৫
পাহাড় যে ওখানে উঠেছে...	প্রাণ	সংযোজন	২৩০

পিনাকী দুর্বল আর আমিও...	সরাইওয়ালা	পাতার পোশাক	৪৬
পুড়ে যায় বিফলতা। কে মানুষ...	পুড়ে যায় বিফলতা	বিষাদ	১০৮
পুরনো হাড়, মাটির নীচে চাপা	হাড়	পাতার পোশাক	৬৯
পুরুষ তো লিপিকার...	তিন	তোমাকে, আশ্চর্যময়ী	১৬১
পূর্বদিক থেকে আসছে বিকেলের...	অবসরের গান....	সংযোজন	২৫১
পোকা উঠছে, গাছের কাণ্ডের...	—	সূর্য-পোড়া ছাই	১৯১
প্রাণ, কলকব্জা, হাড়গোড়	দ্বিতীয় দর্শক	সংযোজন	২২৯
প্রেতের মিলননারী নেই	—	সূর্য-পোড়া ছাই	১৯৪
প্রেম বলে দোষ দাও...	শেষ প্রচ্ছদের কবিতা	তোমাকে, আশ্চর্যময়ী	১৭১
ফিরে এসো ভস্মগুলি আমাদের...	ভস্ম	সংযোজন	২১১
ফের উড়ে এলো ডাইনি...	আস্তানা	”	২১১
বই হারিয়েছে, এক অন্ধকার...	বই হারিয়েছে	বিষাদ	৯৫
বলো ক্ষণ, দণ্ড বলো,...	কাল	পাতার পোশাক	৫৬
বাঁশপাতা মন্দিরের গায়ে...	বাঁশপাতা মন্দিরের...	বিষাদ	১০৪
বাচ্চাদের কথায় চলে আসি	কবির কারখানা	পাতার পোশাক	৪৩
বাড়িটি আকাশে ফুটে আছে	—	সূর্য-পোড়া ছাই	১৯২
বাড়ির বাতাবি গাছ, উঠোন পারের...	বাড়ির বাতাবি গাছ	বিষাদ	১০২
বাতাস কোন পথে জন্মায়	সৈকতে যে-ছন্মবেশী	পাতার পোশাক	৭০
বাদুড় বৃষ্টির মধ্যে দেবদারু...	—	সূর্য-পোড়া ছাই	১৮৯
বানর ছিলাম।...	আজি এ বসন্তে	সংযোজন	২১৭
বার্তা নাও। ঘি-আগুন সম্পর্ক ঘটাও...	ঘি-আগুন	পাতার পোশাক	৭০
বালি খোঁড়ে আমার বৃশ্চিক	—	সূর্য-পোড়া ছাই	১৯৪
বৃষ্টিতে বৃষ্টিতে শুধু ঘুরে...	বৃষ্টি ও সকাল	সংযোজন	২৩৬
বৃষ্টি ধ'রে আসে, আলো পড়েছে...	উৎসর্গ	”	২১৮
ভস্ম ঘুরে বেড়ায় ঘরে	কাহিনীকার	সংযোজন	২৪৪
ভাঙা বাড়ি। চারিদিকে ঘাস।	—	সূর্য-পোড়া ছাই	১৯২
ভাঙা ভাঙা বাংলা বলো,...	পরদেশি	সংযোজন	২৩৩
ভাঙ্গা সিঁড়ি, দরজা নেই,...	অভিশাপ	”	২১৩
ভালো মনে উঠলাম,....	এক আঁজলা ভালো	”	২৩২
ভূপৃষ্ঠের ধাতব মলাটে	—	সূর্য-পোড়া ছাই	১৭৭
ভোর ঘুমোচ্ছিল, তাকে...	ছুটি	সংযোজন	২৩৫
ভোরবেলা এল মেয়ে,...	প্রেমে পড়া মেয়ে	”	২৩৫
মণিকাঞ্চনের যোগ এইমাত্র হল...	ছয়	তোমাকে, আশ্চর্যময়ী	১৬৩
মনে হচ্ছে ঘুমপাড়ানি গান,	একটি রূপকথা	পাতার পোশাক	৪৯
ময়ূর, আমার কাছে এসো...	ময়ূর আমার	বিষাদ	১০২
ময়ূর, তোমাকে দেখে আমার...	ময়ূর, তোমাকে দেখে	”	১০৩
মরে পড়ে আছে নদী	মরে পড়ে আছে...	”	১১২
মা, আমি গোলাপগুচ্ছে	মেয়েটির কথা	সংযোজন	২৩৭
মা এসে দাঁড়ায়	—	সূর্য-পোড়া ছাই	১৮৩
মাটির কাছে ফিরতে হবে...	কবি ও কবিতা	সংযোজন	২২০
মাটির ভেতরে এই সুড়ঙ্গের...	ছত্রাক	”	২১২
মাঠে বসে আছে জরদ্গব...	—	সূর্য-পোড়া ছাই	১৯৫

মা থাক এখানে,...	হে সম্পর্ক	সংযোজন	২৪৫
মাথার ভেতর এই যে...	বান	”	২৩৪
মা বসে রয়েছেন জলকাদায়	গ্রামে, স্তব্ধ এক...	পাতার পোশাক	৫৮
মায়া এক, মোহ দুই,	পনেরো	তোমাকে, আশ্চর্যময়ী	১৬৬
মারণাস্ত্র লাল সাদা,...	মারণাস্ত্র	সংযোজন	২০৬
মার? সে তো জানলার...	—	সূর্য-পোড়া ছাই	১৮১
মৃত কবিদের দল বসেছে...	মৃত কবিদের দল	বিষাদ	১০৯
মেঘের পিছন থেকে হানো...	জাল	সংযোজন	২১৫
মেয়াদ খেটেছি আমি...	সাত	তোমাকে, আশ্চর্যময়ী	১৬৩
মেয়েটিকে ডেকে এনে মুহূর্তের	মুহূর্ত	সংযোজন	২১২
যত রাজ্যের পাগল এখানে জোটে	আমাদের বাড়ি	পাতার পোশাক	৪৫
যথেষ্ট যথেষ্ট দুটো কাক...	যথেষ্ট কবিতা	সংযোজন	২৫৭
যা কিছু বুঝেছ তুমি তারও...	যা কিছু বুঝেছ তুমি	বিষাদ	১১৬
যা ঢাকো তা মেঘ দিয়ে...	ছাই বালিকা	সংযোজন	২৪৮
যার আছে পয়সা,...	মধুবন	”	২২১
যে-গাথা কবিতাময় মেঘ তার...	সীমন্তে বিদ্যুৎ	পাতার পোশাক	৫১
যে দেশে সব গানপাগলা...	গানপাগলা	”	৪৪
যে মেঘ তোমার কাছে...	শ্রাবণ মেঘের আধেক...	”	৩৫
রহ অগ্নি, রহ ক্রোধ...	অভিজ্ঞতা	”	৪৮
রাত্রি জেগে শ্রমকাল উদ্‌যাপন...	শ্রম	”	৪৭
রাত্রে এনে জড়ো করে...	পৃথিবী	সংযোজন	২১৩
রাস্তা। বাড়ি। বাড়ির কাছে	এ গ্রন্থের পরিশিষ্ট	পাতার পোশাক	৮৫
রাস্তায় পড়েছে ব্রিজ...	—	সূর্য-পোড়া ছাই	১৮৪
রূপ আসে। পুড়ে যায়। বুক ভেঙে...	রূপ আসে। পুড়ে যায়	বিষাদ	১০৫
রেণু মা, আমার ঘরে তক্ষক...	—	সূর্য-পোড়া ছাই	১৯৬
রোদ ওঠে সকালবেলা,...	রোদ ওঠে সকালবেলা	বিষাদ	১১৭
রোদ্দুর নরম হয়ে এল আজ...	রোদ্দুর নরম হয়ে এল	”	১০১
শবগাছ, হাত মেলা মানুষ	—	সূর্য-পোড়া ছাই	১৭৮
শরীর থরথর করছে, এইমাত্র...	শরীর থরথর করছে	বিষাদ	১০৪
শান্তি শান্তি শান্তি শান্তি	—	সূর্য-পোড়া ছাই	১৭৯
শিরচ্ছেদ, এখানে, বিষয়	—	”	১৮৫
শুধু বাকি থেকে গেছে...	পঁচিশ	তোমাকে, আশ্চর্যময়ী	১৭০
শেষরাত্রে বৃষ্টি এলো, শব্দে...	শেষরাত্রে বৃষ্টি এলো	বিষাদ	১১২
শোও, যখন জন্ম নিতে ইচ্ছে করবে...	কলঘরের রূপকথা	পাতার পোশাক	৩৬
শ্বাস। মৃত্যু। তারা। বজ্রপাত	গ্রন্থ	”	৫৫
শ্রমযাত্রা, অশ্বশক্তি, ধূলোঘূর্ণি, চাকা	কাজ	”	৫২
সংকেত। ইশারা। চিহ্ন।...	সংকেত	”	৫৮
সকলেই পাতার পোশাক	পাতার পোশাক	”	১৩
সকাল আবার এলে জগন্নাথস্বামী....	ওড়িশাপুকুর	সংযোজন	২৩২
সকাল থেকে বাড়িতে লোক	চড়ুইয়ের বাড়িতে	”	২৫৭
সকালবেলায় উঠে চারিদিকে...	সকালবেলায় উঠে	বিষাদ	১০০
সকালবেলার রোদ, এসে পড়ো	সকালবেলার রোদ	সংযোজন	২৩১

সতেরোই ফেব্রুয়ারি কতই ফাল্গুন	শ্রীচরণকমলেষু	মা নিষাদ	১২৮
সন্ধেবেলা দরজা ধরে দাঁড়াল বিষাদ	সন্ধেবেলা দরজা ধরে...	বিষাদ	১১৯
সন্ধে হয়ে গেছে বাড়ি...	প্রেমিকের জন্য...	সংযোজন	২৫৮
সন্ধ্যার এপারে বৃষ্টি, ওই পারে...	সন্ধ্যার এপারে বৃষ্টি	”	১০৫
সমাধি আজ জলের মতো	আলো	পাতার পোশাক	২৫
সমুদ্র তো বুড়ো হয়েছেন	—	সূর্য-পোড়া ছাই	১৮৬
সমুদ্র, ধীবর, নৌকা, জল, অন্ধকার	তট	পাতার পোশাক	৫২
সমুদ্র? না প্রাচীন ময়াল...	—	সূর্য-পোড়া ছাই	২০০
সমুদ্র ফিরিয়ে দিলো...	আদিম	সংযোজন	২১১
সমুদ্রে পা ডুবিয়ে ছপছপ	—	সূর্য-পোড়া ছাই	১৭৭
সরু হয়ে শুয়ে আছে নদী...	সরু হয়ে শুয়ে আছে...	বিষাদ	৯৫
সাত সকালে ডোবার পাশে...	রং করো	সংযোজন	২৫৩
সারাক্ষণ ময়ূর, ময়ূর!	সারাক্ষণ ময়ূর	”	২২৮
সিদ্ধি জবাকুসুম সংকাশ	উপসংহার	সূর্য-পোড়া ছাই	২০১
সীমান্ত, সরল সত্য,...	সীমান্তে সরল সত্যে	সংযোজন	২২৫
সুড়ঙ্গের তলা থেকে জেগে...	শামুক	”	২১৪
সুমন ‘তোমাকে চাই’ বলে	চোদ্দ	তোমাকে, আশ্চর্যময়ী	১৬৬
সুর তো ফকির, চলে ধুলো পায়ে...	আমার দোতারা	মা নিষাদ	১২৩
সেই গল্প জানো, অন্ধকার?	সোনার ধনুক	”	১৫২
সেই চোর ঝোলা ভরে তারা...	চোর	পাতার পোশাক	৪৩
সেই যে সেই অন্ধকার মাঠের পরে...	ন হন্যতে	মা নিষাদ	১৪০
সেই সব বৃষ্টিপাত	রাত্রে কী কী মনে...	পাতার পোশাক	৫০
সেই সব মজা দীঘি, সেই সব...	প্রবেশক	বিষাদ	৮৯
সে কাব্য অনেক। তার...	সূচনা	সূর্য-পোড়া ছাই	১৭৫
সে-কাল অতীতকাল, সে-দেশ...	সময়যাত্রী	পাতার পোশাক	৪৯
সেদিন ছিলাম জলে-ভাসা...	বাইশে মাঘ	”	৭১
সেসব চিঠির পৃষ্ঠা উড়ে উড়ে...	শুভরাত্রি-লেখা মেঘ	”	৬১
সে সব মাঠের নাম...	সে সব মাঠের নাম	বিষাদ	৯২
সৌজন্য করেছি মাত্র, বলেছি...	পাতার পোশাকের...	পাতার পোশাক	৩৮
স্তব্ধ বিদ্যা। জলমগ্ন। বহুদিন...	পাঠকর্তা	”	৫৪
স্তব্ধতা ফাটে, পাকিয়ে উঠেছে ধুলো	মা নিষাদ	মা নিষাদ	১৪৬
স্তূপের তলায় রাখো...	—	সূর্য-পোড়া ছাই	১৮৫
স্নান করে উঠে কতকক্ষণ	—	”	১৯০
স্বপ্নে তোকে বাড়ির দিকে	স্বপ্নে	সংযোজন	২৪৬
স্বপ্নে মরা ময়ূর, তার	—	সূর্য-পোড়া ছাই	১৮০
হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়লে অমনি ঠ্যালা...	হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়লে	বিষাদ	১১০
হঠাৎ লোহার রথ মেঘ থেকে...	কিন্নর	সংযোজন	২০৯
হবেও বা এক স্তব্ধ ঝুমঝুমি...	তেরো	তোমাকে, আশ্চর্যময়ী	১৬৬
হাঁ-করা উচ্চাশামুখ, আমি....	হাঁ-করা উচ্চাশামুখ	বিষাদ	১১৫
হাড় দিয়ে তৈরি নৌকো...	হাড় দিয়ে তৈরি নৌকো	”	৯৬
হাত পেতে বজ্র নেওয়া...	কবিকাহিনী	পাতার পোশাক	৭৩
হাত বাড়িয়ে তুলে আনি...	জাদু	সংযোজন	২১২

হাসপাতালের মধ্যে গাছ...	হাসপাতালের গাছে	সংযোজন	২৫৯
হিংসার উপরে কালো ঘাস...	—	সূর্য-পোড়া ছাই	১৭৯
হৃদপিণ্ড—এক ঢিবি মাটি	—	”	১৯১
হে অশ্ব, তোমার মুণ্ড	—	”	১৮৮

9 788177 560886